চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 119 Saturday, 30 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১১৯ সংখ্যা ❋ ১৬ চৈত্র, ১৪৩০, শনিবার, ৩০ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে হামলা, বৃদ্ধ বাবা-মা'কে মার, আক্রান্ত প্রতিবেশীও। উত্তেজনা হাওড়ার সাঁকরাইলে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মাদারিহাটের জয়শ্রী চা বাগানে উদ্ধার হল চিতাবাঘের মৃতদেহ। শুক্রবার মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিক মুখতার আনসারির মৃত্যুতে এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। ...বিস্তারিত পাতা ৬

দেখো ওহ আ গ্যায়া...এমআই টিম আসছে শহরে, তা জানতে পেরে রোহিতভক্তরা মুম্বই বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়ে জোরে জোরে স্লোগান দিতে থাকেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অভিযোগের বিরাট তালিকা!

বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনে চিঠি দিল তৃণমূল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে বিধিভঙ্গ করার অভিযোগ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতরে যান চার সাংসদ ও এক মন্ত্রী। দলে ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়ান, সাকেত গোখলে, দোলা সেন ও সাগরিকা ঘোষ। ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিন শশী পাঁজা, জানান, সোমবার আবার প্রতিনিধি দল আসবে। আজ চিঠি জমা দেওয়া হয়েছে। আলোচনা সোমবার হবে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ কী কী? মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, ''মূলত তিন বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। আদর্শ আচরণবিধি চলছে। তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি অতি তৎপরতা দেখাচ্ছে। মহুয়া মৈত্র, চন্দ্রনাথ সিনহা, জুই বিশ্বাসদের বাড়িতে

কেন্দ্রীয় এজেন্সি পৌঁছে যাচ্ছে। আইটি, ইডি, সিবিআইয়ের পাশাপাশি এনআইএ ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে নেতা-নেত্রীদের। আমাদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে। প্রথাগত ভাবে প্রচার চলছে। তার মধ্যে এদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। কেন্দ্রীয় নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকা দরকার। সেই ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। একাধিক সরকারি আধিকারিকদের বিভিন্ন জায়গায় মুভমেন্ট করানো হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের একটি মামলায় বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। মহুয়া হাজিরা এড়িয়েছেন। তিনি প্রচারে ব্যস্ত বলে জানান। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বোলপুরের বাড়িতে কিছু দিন আগে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেখান থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রীকে বুধবার ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তিনিও হাজিরা দিতে যাননি। রাজ্যের আর এক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের বাড়িতে টানা ৭০ ঘণ্টা তল্লাশি চালান আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। তাঁকেও ১৫ দিনের মধ্যে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করাতে এনআইএ কর্তার সঙ্গে বিজেপির গোপন বৈঠক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির পর এবার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভোটের আগে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণালের দাবি, তৃণমূলের কোন কোন নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে সেই তালিকা বিজেপির তরফে তুলে দেওয়া হয়েছে এনআইএ-র এক আধিকারিকের হাতে। এ ব্যাপারে নিজাম প্যালেসে গিয়েও বৈঠক করেছেন বিজেপির আর এক রাজ্য নেতা। টুইটে এই দাবির পাশাপাশি কুণাল গোটা ঘটনার তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন এনআইএ-র কাছে। তৃণমূলের মুখপাত্রর বক্তব্য, ''আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর-সহ কয়েকটি জায়গায় ফের তৃণমূলের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করতে অভিযানে যাবে এনআইএ।'' টুইটে কুণাল এনআইএ-র এসপি পদ মর্যাদার এক আধিকারিকের নাম

উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তৃণমূলের কোন কোন নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে, তা নিয়ে সম্প্রতি ওই এনআইএ আধিকারিকের বাড়িতে বৈঠক করেছেন বিজেপির লোকসভার দুই প্রার্থী।' এ ব্যাপারে বিজেপির আর এক রাজ্য নেতা সম্প্রতি নিজাম প্যালেসে গিয়ে গ্রেফতারির ব্লু প্রিন্টও তৈরি করে এসেছেন বলে দাবি কুণালের। এনআইএর কাছে পুরো ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে কুণাল বলেন, ''মারাত্মক অপরাধ! এনআইএ কে বলব-বিভাগীয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।'' কুণালের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''কুণালবাবু বাজার গরম করার জন্য এসব কথা বলছেন। এনআইএ সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না।''

পাঁচ আসন 'পাখির চোখ' করে এগোচ্ছে সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ পাঁচ আসন টার্গেট করে ভোটের ময়দানে সিপিআইএম। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, দমদম, যাদবপুর, পূর্ব বর্ধমানকে পাখির চোখ করে প্রচার জমাতে চলেছে সিপিএম। ইতিমধ্যেই এই পাঁচ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তারা। মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম, কৃষ্ণনগরে এসএম সাদি, দমদমে সুজন চক্রবর্তী, যাদবপুরে সৃজন ভট্টাচার্য এবং পূর্ব বর্ধমানে নীরব খাঁ সিপিএমের প্রার্থী। ইতিমধ্যেই পাঁচ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিআইএম। সূত্রের খবর, প্রচারে অগ্রাধিকার পাবে এই পাঁচ আসন। দলের তারকা প্রচারকরা বারবার ছুটে যাবেন এই পাঁচ কেন্দ্রে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার তুঙ্গে তোলা হবে এই পাঁচ কেন্দ্রের জন্য। বাম মনোভাবাপন্ন বিশিষ্টজনরা এইসব কেন্দ্রে প্রচারে যাবেন। এই কেন্দ্রগুলিতে বিশিষ্টজন এবং তারকা প্রচারকরা মানুষের দুয়ারে যাবেন দলের প্রার্থীদের সমর্থনে। কী কী নজরে রেখে বাছাই হল এই পাঁচ কেন্দ্র? একুশের ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি, পঞ্চায়েত ভোট, ভোট বৃদ্ধি, গত তিন বছরে এই পাঁচ কেন্দ্রে দলের সংগঠনের কাঠামোগত অবস্থা। এবং অবশ্যই পাঁচ কেন্দ্রে কর্মী সমর্থকদের লড়াইয়ের মানসিকতা। এ প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলছেন, ''পাঁচ কেন, সাত, আট, দশ, বারো নয় সেটা কে ঠিক করল? আমি পর পর নাম বলে দিতে পারি। নাম বললে কোনটা বাদ চলে যাবে, তাই বলছি না। তবে আরও অনেক বেশি আসন আসবে। মানুষ শুধু অপেক্ষায় আছে।''

প্রথম দফায় সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী, মোতায়েন নিয়ে অনিশ্চিত নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ গত লোকসভা ভোটের মতো এবারও প্রথম দফার ভোটে সব বুথে বাহিনী না থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রথম দফায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি আসনে ভোট। ওই আসনগুলির সব বুথে ভোট করাতে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনীর প্রয়োজন হবে। একই সময় অন্যান্য রাজ্য ভোট থাকার কারণে ওই সংখ্যক বাহিনী আনা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে কমিশনের কাছেও প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, একটি বিধানসভা এলাকায় কমপক্ষে ১৬ কোম্পানি বাহিনীর প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী একটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ১১২ কোম্পানি বাহিনীর প্রয়োজন। ফলে ওই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে সব বুথে ৩৩৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন। এছাড়াও ভোটের দিন নজরদারিতে বাড়তি সেনার প্রয়োজন। ফলে সবমিলিয়ে প্রথম দফায় প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী দরকার। সূত্রের খবর, প্রথম দফায় এত সংখ্যক আধাসেনা রাজ্যের জন্য মিলবে না। প্রথম দফায় দেশের ২১ রাজ্যের ১০২টি আসনে ভোট রয়েছে। বেশ কিছু রাজ্যে আবার এক দফাতেই ভোট। ফলে সেসব রাজ্যে বাহিনীর প্রয়োজন থাকছে। তাছাড়া মণিপুরের মত রাজ্যও প্রথম দফাতেই ভোট রয়েছে। ফলে সেখানে পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে। সে কারণে কমিশনের আশঙ্কা ফলে এ রাজ্যে প্রথম দফায় সব বুথে নাও থাকতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম দফায় সব বুথে নজরদারি না রাখা গেলেও বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে বুথে উপর নজরদারি রাখা হবে। বর্তমানকে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, ''তিন কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত ৪০ শতাংশ এলাকা স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে ওয়েব কাস্টিং, ভিডিও রেকর্ডিং ও সিসিটিভির নজরদারি রাখা হবে।'' প্রথম দফায় সব বুথে বাহিনী না রাখতে পারার মতো জটিলতায় এর আগেও পড়েছে কমিশন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রথম দফাতে যে দু'টি আসনে ভোট হয় তার সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে পারেনি কমিশন। তবে কমিশন সূত্রে খবর, শুধু প্রথম দফা নয়, দ্বিতীয় দফাতেও একই অনিশ্চয়তা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রথম দফার আগে রাজ্যে আরও কিছু ফোর্স আসার সম্ভাবনা আছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। ভোটের আগে আরও কিছু আসবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকেই সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করার আবেদন জানাচ্ছে বিরোধীরা। প্রথম দফাতে তাদের দাবি পূরণ হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

'৭ দিনে এসএলএসটিদের চাকরি দিতে প্রস্তুত রাজ্য'

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দেওয়া নিয়ে চরম তোপ ব্রাত্য বসুর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু সমাধান সূত্র কোথায়? এই নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দুষেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আবারও একই কথা শোনা গেল তাঁর গলায়। তবে আদালত নির্দেশ দিলে সাতদিনে এসএলএসটিতে নিয়োগ হবে বলে জানান তিনি। ব্রাত্য বসু বলেন, ''আমার মনে হয় আদালত খুব তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে দেবে। জটও খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। প্রাইমারির জট খুলে গিয়েছে, আমরা হেড মাস্টার নিয়োগ করতে যাচ্ছি। এসএলএসটির যে জট তা ভোটের পর খুলে ফেলব।'' ব্রাত্য বলেন, আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় তাঁরা। নির্দেশ এলে অতি দ্রুততার সঙ্গেই নিয়োগ দেওয়া হবে। ব্রাত্য বলেন, ''এসএসসির সঙ্গে দীর্ঘ মিটিং করেছি। আদালত নির্দেশের পর আমরা সাতদিনের মধ্যে পারব। ব্রাত্যর সংযোজন, বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন আন্দোলনকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই দালাল আছেন। এরা কেউ যোগ্য নয় চাকরি পাওয়ার।'' এর আগে কুণাল ঘোষ বলেছিলেন এসএলএসটি নবম-দ্বাদশের নিয়োগের জটটা বিকট হয়েছিল। বলেছিলেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন সমাধান খোঁজার বদলে জটিলতা তৈরি করেন। কুণালের বক্তব্য ছিল, চাইলে সবুজ সঙ্কেত দিতেই পারতেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে কুণালও এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। অন্যদিকে 'পিএম শ্রী স্কুল' প্রকল্পের নিয়ম না মানার জন্য রাজ্যকে অন্য শিক্ষামূলক প্রকল্পের টাকা দেওয়া

আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। এবার এমনই অভিযোগ তুললেন ব্রাত্য বসু। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ও কেন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রক সর্ব শিক্ষা অভিযানের টাকা দেওয়ার অনুমোদন দিলেও কেন্দ্র টাকা ছাড়ছে না, এমনই অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর। একটা স্কিমের টাকা দিচ্ছে না অন্য স্কিম না মানার জন্য, এটা বেআইনি। এমনটাই দাবি শিক্ষামন্ত্রীর। ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রক অনুমোদন এবং শিক্ষা মন্ত্রকের আভ্যন্তরীণ অর্থ বিভাগ ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও সর্বশিক্ষা মিশনের খাতে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা ছাড়ছে না কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। পরিস্কার করে না বললেও শোনা যাচ্ছে যে, পিএমশ্রী প্রকল্পের মৌ রাজ্য সরকার সই করেনি বলেই এই 'শাস্তি'। ব্রাত্য বসু বলেন, 'প্রথমত, সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে না চাওয়ার সঙ্গে অপর একটি প্রকল্পের টাকা ছাড়ার কোনও সংযোগ নেই। এই কাজ সম্পূর্ণ অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক এবং বেআইনি। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আমি নিজে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিবকে চিঠি দিয়ে এই টাকা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছি। তা সত্ত্বেও টাকা না ছেড়ে বিনা কারণে আটকে রাখলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অপমান করা হয় বলেই আমার ব্যক্তিগত মত। তৃতীয়ত, পিএমশ্রী-র মতো একটি প্রকল্প, যাতে কেন্দ্র রাজ্যের দেয় অর্থের অনুপাত ৬০:৪০, অর্থাৎ যেখানে রাজ্যের দেয় অর্থের ভাগ ৪০, সেখানে প্রকল্পটির নাম কেন প্রধানমন্ত্রীর নামে রাখতে হবে? এতে আমাদের নৈতিক আপত্তি রয়েছে! আমাদের মনে হয় এতে আমাদের সংবিধানস্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এই টাকা না ছাড়ার বিষয়টি একটি অত্যন্ত বেআইনি, অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী এবং গা-জোয়ারী কাজ বলে আমাদের রাজ্য সরকার মনে করছে।' সবমিলিয়ে প্রকল্পের টাকা নিয়ে ফের রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত সপ্তমে উঠেছে।

অভিষেক, সায়নীর কেন্দ্রে দায়িত্ব বাড়ল শওকতের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৯ মার্চঃ লোকসভা ভোটে দলে দায়িত্ব বাড়ল তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার। তিনি ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। যা জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ। চব্বিশের নির্বাচনে জয়নগরে ঘাসফুল শিবিরের পর্যবেক্ষক করা হয়েছে তাঁকে। একইসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রের একটি বিধানসভা আসন এবং সায়নী ঘোষের কেন্দ্রের একটি বিধানসভা আসনে দায়িত্ব পেলেন শওকত। রাজ্য রাজনীতিতে সবথেকে আলোচিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম ডায়মন্ড হারবার। ওই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন খোদ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তবে শুধু ওই কেন্দ্র নয়, গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সবকটি কেন্দ্রকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। চারটি লোকসভা কেন্দ্র আছে এই জেলায়। সম্প্রতি জেলায় গিয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে

বৈঠক করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই জেলায় ভোট বৈতরণী পার করতে যাঁদের ওপর ভরসা করছে ঘাসফুল শিবির, তাঁদের অন্যতম হলেন শওকত মোল্লা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় রয়েছে চারটি লোকসভা কেন্দ্র-যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার। মথুরাপুর কেন্দ্র ছাড়া বাকি তিন কেন্দ্রে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে। জয়নগরের পর্যবেক্ষক হওয়া ছাড়া ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া বিধানসভার দায়িত্ব পেয়েছেন শওকত। আবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভাঙড় বিধানসভারও দায়িত্ব পেয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। যাদবপুরে তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষ। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভাঙড় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানসভা কেন্দ্র। এই মুহূর্তে এখানকার বিধায়ক আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী। সেই ভাঙড়ে ভোট বৈতরণী পার হতে শওকতের উপর আস্থা রাখল শাসকদল। শওকতকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে অনেক। ২০২২ সালে শওকত মোল্লাকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। কয়লা পাচার মামলায় তলব করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দলের কাছে শওকতের গুরুত্ব বরাবরই বেশি। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ওই জেলায় পরপর যেভাবে ভাল ফল হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে শওকতের অবদান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে শওকত যে বড় ফ্যাক্টর, সে কথা মেনে নিচ্ছেন অনেকেই। যুব তৃণমূলের সভাপতি থেকে শুরু করে বরাবর দায়িত্ব পালন করেছেন শওকত। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, মাটিটা চেনেন শওকত মোল্লা। লোকসভা ভোটে শওকতের দায়িত্ব বাড়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ''কে কাকে দায়িত্ব দেবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। কিন্তু, এগুলো ভোট পর্যন্ত। ভোটের পর ওদের অবস্থা কী হবে, তা শাহজাহান শেখকে দেখে শিক্ষা নেওয়া দরকার। যাদের হয়ে করেছে, এখন দল পাশে থাকছে না। আগামিদিনে শওকত মোল্লার অবস্থা এরকম হবে।'' বিরোধীদের কটাক্ষকে গুরুত্ব দিচ্ছে না ঘাসফুল শিবির। স্থানীয় তৃণমূল নেতা খাইরুল ইসলাম বলেন, ''শওকত মোল্লা যোগ্য নেতা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে রাজনীতি করেন। শওকত মোল্লার কাজের নিরিখে দায়িত্ব পাচ্ছেন। বিরোধীদের তো গাত্রদাহ হবেই।''

পাঁচ জেলাকে নোটিস পাঠাল সিইও অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ কদিন আগে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুমন্তব্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল। বাংলায় শাসক দলের অভিযোগ পেয়েই দিলীপ ঘোষকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে দিলীপের জবাব দেওয়ার কথা ছিল। এবার তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জেলা প্রশাসনকে নোটিস পাঠিয়ে রিপোর্ট চাইল চিফ ইলেক্টোরাল অফিসারের দফতর। তৃণমূলের অভিযোগ, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়া জেলায় কলসেন্টারের মাধ্যমে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের কাছে ফোন করা হচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে এই প্রকল্প খাতে ৮ হাজার কোটি বেশি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এখন সেই টাকা রিলিজ করা হবে বলে ফোন যাচ্ছে। নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ভোটারদের বিভ্রান্ত ও লুব্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে শাসক দলের অভিযোগ। এ ব্যাপারে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেরও উল্লেখ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের ওই অভিযোগ পাওয়ার পর পরই পাঁচ জেলা থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তবে কমিশনের এই ক্ষিপ্রতায় অনেকেই অশনিসংকেত দেখছেন। লোকসভা ভোটে প্রথম শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে দিলীপ ঘোষকে। তার পর জেলা নির্বাচন অফিস থেকে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থীকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে। এবার আবার জেলা থেকে রিপোর্ট চাওয়া হল।

১৭০০ কোটি টাকা! ভোটের আগে কংগ্রেসের কোমর ভাঙল আয়কর দফতরের নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ ১৭০০ কোটি টাকার নোটিস! প্রায় কোমর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম জাতীয় কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার, আয়কর বিভাগের কর পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে করা কংগ্রেসের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। তারপর কয়েক ঘণ্টাও যায়নি, তার আগেই জাতীয় কংগ্রেসকে ১৭০০ কোটি টাকার নোটিস দিল আয়কর বিভাগ। কংগ্রেস নেতা বিবেক তানখা আয়কর বিভাগের এই নোটিসের কথা জানিয়ে বলেছেন, ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ এই তিন বছরের কংগ্রেসের আয়কর সমীক্ষা করে আয়কর বিভাগ জানিয়েছে, জরিমানা এবং সুদসহ কংগ্রেসকে ১৭০০ কোটি টাকা দিতে হবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে আয়কর বিভাগ। তাদের দেওয়া আয়করের পুনঃমূল্যায়ন করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ বছরগুলির জন্য আয়কর পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত আয়কর বিভাগের আদেশকে প্রথমে দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল কংগ্রেস। ২২ মার্চ, কংগ্রেসের এই আবেদন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা এবং বিচারপতি পুরুষৈন্দ্র কুমার কৌরবের বেঞ্চ জানিয়েছিল, এই বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায় না। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষের আয়কর পুনঃমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একই ধরনের আবেদন খারিজ করেছে আদালত। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আয়কর বিভাগের নয়া নোটিস এল। এর আগে, বকেয়া কর হিসাবে কংগ্রেসকে ১০৫ কোটি টাকা দেওয়ার নোটিস দিয়েছিল আয়কর দফতর। সেই নোটিসে স্থগিতাদেশ চেয়েও দিল্লি হাইকোর্ট থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন ইনকাম ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশে নাক গলানোর প্রয়োজন বোধ করছেন না তাঁরা। তবে কংগ্রেস দলকে, এই আদেশ স্থগিত করার জন্য আপিল ট্রাইব্যুনালে নতুন করে আবেদন করার অনুমতি দিয়েছিল আদালত। এবার ১৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার নোটিসের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস ফের আবেদন করে কিনা, সেটাই দেখার। লোকসভা ভোটের আগে নতুন আয়কর দফতরের নোটিস পেয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। শুক্রবার এআইসিসির কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, ''বিজেপি আয়কর আইনের গুরুতর লঙ্ঘন করেছে। ওদের কাছে ৪৬০০ কোটি টাকা জরিমানা চেয়ে আয়কর নোটিস পাঠানো উচিত।'' অজয়ের পাশাপাশি শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। তিনি জানান, তাঁদের কাছে ১৮২৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা চেয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে আয়কর দফতরের তরফে। রমেশ বলেন, ''লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি 'কর সন্ত্রাস' শুরু করেছে। ওরা বিরোধীদের আর্থিক ভাবে পঙ্গু করে দিতে চাইছে।''

'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে আছেন', প্রার্থী দিতে না পেরেও দাবি করলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ বিজেপি এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারেনি। ডায়মন্ডহারবার ছাড়া এখনও আরও তিনটি আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে দেবে নিশ্চয়ই। আর তাই প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাননি অভিষেক। তারপরও ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি সাজাচ্ছেন তিনি। টানা তিনদিন সেখানে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আর এই পরিস্থিতি ঢাকতেই পাল্টা অভিষেককে নিশানা করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আজ, শুক্রবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর সেখানেই অভিষেককে নিশানা করেন তিনি। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে মার্জিন বাড়ানোর লক্ষ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করছেন। এই বিষয়টিকে নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''এখনও প্রতিপক্ষ ঘোষণা হয়নি। বিজেপি প্রার্থীর নাম এখনও ঘোষণা করেনি। আর তাতেই এত টেনশন নেওয়ার কী আছে। উনি যেভাবে মার্জিন বাড়ান বা ভোট কেনেন, সবাই জানে। আমার মনে হয় ইলেকশন কমিশন এবং আরও বাকিরা যারা আছে, তারা যা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাই চাপে আছেন তিনি। দেখা যাক, ইলেকশন এখনও দেরি আছে।'' অভিষেক এখান থেকে দু'বারের সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও কোনও দলই প্রার্থী দেয়নি। সেটাই নাকি টেনশন অভিষেকের

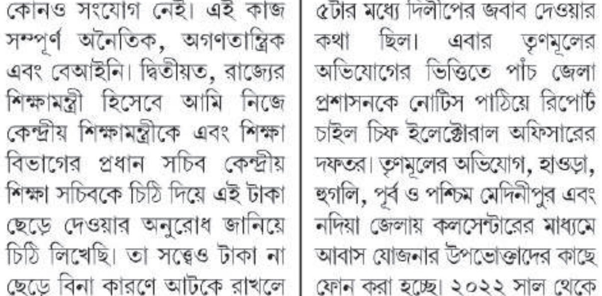

বলে দাবি দিলীপের। এখন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, ''বাঙালি সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলে থাকে। আগেও বলেছে। আমার মনে হয় বাঙালিরা, আমরা নিজেরাই দায়ী। বাইরের লোক বললে সেন্টিমেন্টে লাগে। বাংলায় যে রাজনীতি চলছে, যে দুর্নীতি চলছে, তারপরেও বাঙালি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করছে কেউ বলবে। মদ কারা খায় না, বাঙালি কি খায় না? সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় পার্টি অফিসে মদের ফোয়ারা চলছে। বাইরের লোক বললে যদি কষ্ট হয় তাহলে বন্ধ করুন। ইমেজ খারাপ কে করেছে আজকে? স্কুলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। থানা তোলাবাজির জায়গা হয়ে গিয়েছে।'' এরপর যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন সায়নী ঘোষ। এই ইস্যুতেও আক্রমণ শানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। মহুয়া মৈত্র ইস্যুতেও কড়া জবাব দিয়েছেন। দিলীপের বক্তব্য, ''অনির্বাণদার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। উনি তো বিজেপির প্রার্থী, বিজেপি বলেই ওঁকে মানুষ ভোট দেবে। উনি কী? কার কী কালচার বোঝাই যাচ্ছে, তৃণমূল মানে সন্দেশখালি।'' সায়নী ঘোষকে এভাবেই আক্রমণ করেছেন দিলীপ ঘোষ। আর মহুয়া মৈত্র ইস্যুতে দিলীপের কটাক্ষ, ''উনি রাজা, কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলার রাজাদের মধ্যে এখনও সবচেয়ে পপুলার। তাঁকে নিয়ে এখনও মজা, গান, নাটক হয়। নদিয়ায় তাঁকে নিয়ে ঘটনা অনেক প্রচলিত। তার গান অনেক প্রচলিত। তাই তাঁকে প্রশংসা করেছেন। কারও সঙ্গে যদি মিলে যায়, তাতে তো আপত্তির নেই। উনি যে অযোগ্য ছিলেন বা রাজা হিসেবে কিছু করেননি সেটা তো বলা যাবে না।'' অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তা নিয়ে মহুয়া প্রশ্ন তুলে দেন। যার জবাব দিলেন দিলীপ ঘোষ।

রবিবার থেকে লোকসভার প্রচার, তার আগে পুরসভার ইফতারে মমতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃচোট পুরোপুরি সারেনি। তা সত্ত্বেও প্রতি বছরের মতো এই বছরও কলকাতা পুরসভার ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বৃহস্পতিবার কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধেই এই পার্টিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।পার্ক সার্কাসে আয়োজিত এই ইফতার পার্টিতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হালিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকেই। আমন্ত্রিত ছিলেন শহরের সব স্তরের জন প্রতিনিধিরাও।গত ১৪ মার্চ কালীঘাটের বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। চোটের কারণে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে পারেননি। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩০ মার্চ মহুয়া মৈত্রের কেন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে প্রচার শুরু করবেন তিনি।

বন্ধ দোকান-বাজারও, জারি বিজ্ঞপ্তি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যের সাত দফায় ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। যেখাবে যেদিন ভোট, সেই লোকসভা কেন্দ্রগুলির এলাকার সমস্ত কর্মক্ষেত্রেও ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মীরা ভোটের দিন সবেতন ছুটি পাবেন।ন্সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভোটের দিন বন্ধ রাখতে হবে এলাকার সমস্ত দোকান এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বন্ধ থাকবে সব ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। ওই এলাকার যে ভোটাররা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁদেরও ওই দিন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায়।ন্ডএ বার অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। রাজ্যে ভোট হবে ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ৭ মে, ১৩ মে, ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুন। তা ছাড়া, ভগবানগোলা বিধানসভায় উপনির্বাচন হবে তৃতীয় দফার ভোটের দিন অর্থা ৭ মে। আর সপ্তম দফার ভোটের সঙ্গে, ১ জুন উপনির্বাচন হবে বরাহনগর বিধানসভায়। বাংলার ৪২টি আসনকে সাত দফায় ভাগ করা হয়েছে।ন্ডএই গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মীদের যাতে কোনও অসুবিধে না-হয়, তাঁরা যাতে বিনা বাধায় ভোট দিতে যেতে পারেন, সেই কারণেই এ বার ছুটি ঘোষণা করা হলো রাজ্য সরকারের তরফে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুধু লোকসভা ভোট নয়, দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও সেখানকার অফিস, স্কুল বন্ধ রাখা হবে ভোটের দিন।রাজ্য শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, বিভিন্ন কারখানা এবং চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকেরাও ছুটি নিয়ে ভোট দিতে যেতে পারবেন। তা ছাড়া, যাঁরা নিজের কেন্দ্রের বাইরে অন্য কোথাও কাজ করেন, তাঁরা স্পেশাল লিভ বা বিশেষ ছুটি নিয়ে ভোট দিতে যেতে পারবেন। বেসরকারি অফিসগুলোও যাতে কর্মীদের ছুটি দেয়, বিজ্ঞপ্তিতে সে কথা বলা হয়েছে।

কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ', নতুন অভিযানের সূচনা করলেন সুনিতা

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল এবার হোয়াটসঅ্যাপ অভিযান 'কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ'-এর সূচনা করেছেন। শুক্রবার দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল জনসাধারণের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছেন।কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল বলেছেন, ...আমরা আজ থেকে একটি অভিযান শুরু করছি - কেজরিওয়াল কো আশীর্বাদ। আপনারা এই নম্বরে কেজরিওয়ালকে নিজেদের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা পাঠাতে পারেন।

সবুজের নির্মাণ এখন সময়ের প্রয়োজনঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগ-এর সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীদের (২০২২ এবং ২০২৩ ব্যাচ) সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। এই সাক্ষাতের সময় তাঁদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, পরিকাঠামো ও নির্মাণ প্রকল্পগুলি এখন জলবায়ু-সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী করা যেতে পারে। সবুজ নির্মাণ এখন সময়ের প্রয়োজন।প্রকৌশলীদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, তরুণ প্রকৌশলী হিসেবে আপনারা জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন এবং এর ফলে শক্তি-সাশ্রয়ী সমাধান গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিল্ডিং, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো যা তাঁরা তৈরি করেন তা সুস্থায়ী, শক্তি-দক্ষ এবং পরিবেশ-বান্ধব হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের যুগে বিল্ডিং টেকনোলজির অসীম পরিবর্তন হয়েছে। পরিকাঠামো ও নির্মাণ প্রকল্পগুলি এখন জলবায়ু-সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শক্তি-দক্ষ করা যেতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ৫টি লোকসভা আসনে পরাজয়ের পরে বিজেপি আফস্পা ভুলে যাবেঃওমর আবদুল্লাহ

শ্রীনগর, ২৯ মার্চ ঃজম্মু ও কাশ্মীরের ৫টি লোকসভা আসনে পরাজয়ের পরে বিজেপি আফস্পা ভুলে যাবে। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ। গত বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেছেন, নতুন দিল্লি আবারও জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের নিয়ে উপহাস করছে, যেমন তাঁরা লাদাখের লোকজনের রাজত্ব এবং ষষ্ঠ তফসিল নিয়ে প্রতারণা করছে।ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আবারও আফস্পা ইস্যুতে ঝান্ডা তুলেছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে ঠকানোই এই সবের উদ্দেশ্য। আমি নিশ্চিত, একবার বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত লোকসভা আসনে জনগণের ক্রোধের মুখোমুখি হবে তাঁরা আবার আফস্পা এবং সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি ভুলে যাবে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখতার আনসারির, অখিলেশ-সহ অনেকের শোকপ্রকাশ

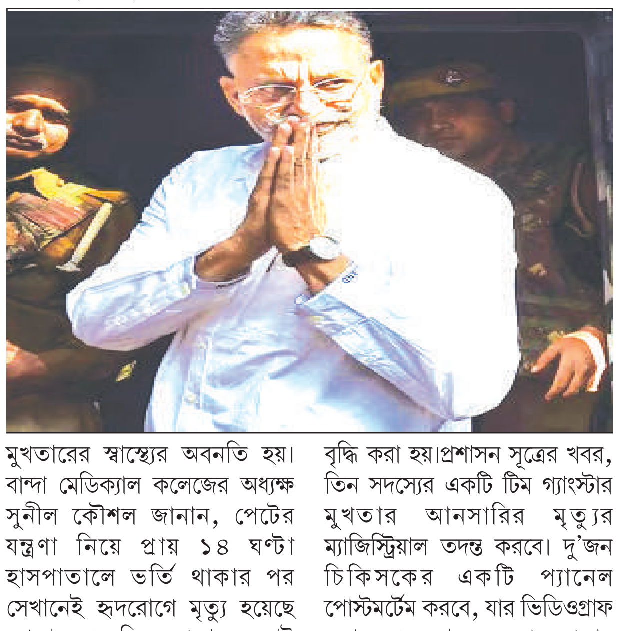

বান্দা ও লখনউ, ২৯ মার্চ ঃ কিছু দিন আগে, জেলের মধ্যেই স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। তারপর বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিক মুখতার আনসারির। গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় জেলবন্দি মুখতারকে বান্দা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। গত মঙ্গলবারও পেটের যন্ত্রণায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মুখতার আনসারির ছেলে উমর আনসারি বলেছেন, প্রশাসনের দিক থেকে আমাকে কিছু বলা হনি, আমি সংবাদ মাধ্যম থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছি... কিন্তু এখন গোটা দেশ সব জানে। দুই দিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমরা আগেও বলেছি এবং ফের একই কথা বলবো স্লো পয়জন দেওয়া হয়েছে। ১৯ মার্চ তাঁকে নৈশভোজে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।জেল সূত্রে খবর, রমজানের উপবাস ভঙ্গ করার পরেই মুখতারের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। বান্দা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সুনীল কৌশল জানান, পেটের যন্ত্রণা নিয়ে প্রায় ১৪ ঘণ্টা হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সেখানেই হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে মুখতারের। যদিও মুখতারের ভাই গাজিপুরের সাংসদ আফজল আনসারি অভিযোগ তুলেছেন, তাঁর দাদাকে জেলের মধ্যেই বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হয়েছে। মুখতারের অনুগামীরা তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। সেখানে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়।প্রশাসন সূত্রের খবর, তিন সদস্যের একটি টিম গ্যাংস্টার মুখতার আনসারির মৃত্যুর ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত করবে। দু'জন চিকিসকের একটি প্যানেল পোস্টমর্টেম করবে, যার ভিডিওগ্রাফ করা হবে। ময়নাতদন্তের পর মুখতার আনসারির মৃতদেহ তাঁর ছেলে উমর আনসারির কাছে হস্তান্তর করা হবে। মুখতারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সামাজিক মাধ্যমে অখিলেশ লিখেছেন, প্রাক্তন বিধায়ক মুখতার আনসারি প্রয়াত হয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির নেতা আমিক জামেই বলেছেন, আমরা মুখতার আনসারির পরিবারের পাশে আছি। সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন, তাকে যে কোনও সময় খুন করা হতে পারে... কেন তাঁকে সঠিক চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হয়নি? আমরা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত দাবি করব।উল্লেখ্য, মুখতার উত্তর প্রদেশের মৌ সদর বিধানসভার পাঁচ বারের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে উত্তর প্রদেশ এবং পঞ্জাবের জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ৬০টিরও বেশি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল। তিনি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন আদালতে আটটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বান্দা জেলে বন্দি ছিলেন। উত্তর প্রদেশ পুলিশ গত বছর যে ৬৬ জন গ্যাংস্টারের তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতেও নাম ছিল মুখতারের। সম্প্রতি ৩৬ বছর পুরনো এক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল মুখতার। সেই মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল আদালত।

তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে ক্যানসারের টিকা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য হবে,মোদী-সাক্ষাতে প্রশংসা বিল গেটসের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার কৃষি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে তিনটি সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে, তিনি বিশ্বাস করেন, এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে । এ ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ।সেই সময়ে তিনি জানিয়েছিলেন, মোদীর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। সেই সাক্ষাতের কিছু সপ্তাহ পর শুক্রবার ফের বৈঠক করলেন দু'জন। এবার মোদী সরকারের ডিজিটাল উদ্যোগের দারুণ প্রশংসা করলেন গেটস। বললেন, ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে পথ দেখাচ্ছে। ন্ডপ্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেই বিল গেটস বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে শুরু করে ডিজিটাল ভারত, এমনকী জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়। ভারত বিগত কিছু বছরে ডিজিটালি যেভাবে উন্নতি করেছে তার সুখ্যাতি করেছেন গেটস। তাঁর কথায়, ''ভারত শুধু প্রযুক্তির ব্যবহারই শিখছে না, সেটা নিয়ে দারুণ কাজও করছে। বর্তমানে ভারতে ডিজিটাল সরকার চলছে।'' গেটসের বক্তব্য, নতুন নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। ন্ডদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ''ইন্দোনেশিয়ায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময়ে সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা আমাদের দেশের ডিজিটাল বিপ্লব সম্পর্কে তাদের কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমরা প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করেছি। এখানে জনতার দ্বারা, জনতার জন্য প্রযুক্তি চলছে। কোনও মনোপোলি নেই।'' এই প্রসঙ্গে 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্প সম্পর্কেও গেটসে বোঝান মোদী। জানান, এর দ্বারাই দেশে প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ভারতের ডিজিটাল প্রগতি দেখে উচ্ছ্বসিত বিল গেটস। তিনি মোদী সরকারের প্রশংসা করে বলেছেন, ভারতে অতীতে যে সাফল্য অর্জন করেছে তাকেও বর্তমান সময় ছাপিয়ে গেছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো অনেক নতুন বিষয় সামনে এনেছে ভারত। বিশ্ব এখন ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছে।

আমরা শীঘ্রই উত্তর মুম্বই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৯ মার্চ ঃআমরা শীঘ্রই উত্তর মুম্বই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করব, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয়.রাউত এই মন্তব্য করেছেন। শুক্রবার সাংবাদিকরা তাঁকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এই মন্তব্য করেন।তিনি এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, শিবসেনা (ইউবিটি) শীঘ্রই উত্তর মুম্বই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, আমরা মুম্বইয়ের থানের জন্য রাজন ভিচারের নাম ঘোষণা করবো। এছাড়াও আমরা থানে ছাড়াও কল্যাণ, উত্তর মুম্বই, পালঘর এবং জলগাঁও-এর মতো অন্যান্য আসনের নাম খুব শীঘ্রই ঘোষণা করব।

রাষ্ট্রীয় কবি ভবানী প্রসাদ মিশ্রের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২৯ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রাষ্ট্রীয় কবি ভবানী প্রসাদ মিশ্রের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের সন্তান পন্ডিত ভবানী প্রসাদ মিশ্রের জন্মবার্ষিকী। উনি বিখ্যাত হিন্দি কবি, গান্ধীবাদী চিন্তাবিদ, সাহিত্য একাডেমী এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত। ভবানী প্রসাদ মিশ্র ১৯১৩ সালের ২৯ মার্চ মধ্যপ্রদেশের হোশাঙ্গাবাদের তিগরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ওঁনার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ওঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে ওঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উনি এক্স-এ লিখেছেন, হিন্দি সাহিত্যের শক্তিশালী স্তম্ভ, মধ্যপ্রদেশের রত্ন

রান্নার গ্যাসে আধার সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের শেষ দিন ৩১ মার্চ, না হলে কী পরিণতি?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিযোগ্য সংযোগে (উজ্জ্বলা এবং সাধারণ) গ্রাহকদের আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র। তেল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে ডেডলাইন জানিয়ে দিল কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (Hindustan Petroleum) ডিরেক্টরদের চিঠি দিয়ে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, গ্যাসের আধার যাচাই ৩১ মার্চের মধ্যে সারতে হবে। অর্থা হাতে সময় মাত্র দুদিন।গত বছর অক্টোবরে কেন্দ্র তেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেয়, সমস্ত গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক তথ্য তথা আধার তথ্য যাচাই করতে হবে। সেসময় সেই তথ্য যাচাই করার কোনও ডেডলাইন দেওয়া হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই তথ্য যাচাই শেষ করতে চাইছে কেন্দ্র। যার জেরে রীতিমতো তাড়াহুড়ো পড়ে যায় গ্রাহকদের মধ্যে। গ্যাসের আউটলেটগুলির সামনে লম্বা লাইন পড়াও শুরু হয়। তবে সেসময় গ্যাস সংস্থাগুলি আশ্বস্ত করে, গ্রাহকদের আধার তথ্য যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে।এবার শোনা যাচ্ছে এ মাসেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক একটি চিঠিতে তিন প্রধান গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে জনিয়ে দিয়েছে ৩১ মার্চ অর্থা রবিবারের মধ্যে আধার যাচাই সারতে হবে। গ্যাস সংস্থাগুলি সূত্রে খবর, এ পর্যন্ত মোটামুটি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই সম্ভব হয়েছে। অর্থা আর মাত্র দুদিনের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই করতে হবে। যা একপ্রকার অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।যদিও ওই সময়সীমার মধ্যে আধার (Aadhar Card) তথ্য যাচাই না করা হলে কী হবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে কি গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে? বা ভরতুকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে? সবটা নিয়েই একটা ধোঁয়াশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, ভরতুকি বন্ধ হওয়া বা সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনও নির্দেশে কেন্দ্রের তরফে নেই।

কলকাতার আকাশে শতাধিক যাত্রী নিয়ে বিপদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবিমান অবতরণ করতে আর বেশি দেরী নেই তখন। বিমানবন্দরের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি। হঠা বিপত্তি! লেজার লাইটে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়।ফলে মাঝআকাশে শতাধিক যাত্রী নিয়ে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হল পাইলটকে।ন্ডবৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা বিমানবঃদরে এয়ার ইন্ডিযার এআই ৭৪৬ বিমান অবতরণের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। আগরতলা থেকে কলকাতা আসছিল বিমানটি। এয়ারপোর্ট থেকে ১১ নটিক্যাল মাইল দূরে আকাশে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হয় পাইলটকে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিমানবন্দরে অবতরণের কয়েক কিলোমিটার আগে বিমানের ককপিটের দিকে ধেয়ে আসে জোরালো লেজার আলো। তাতে বিমান চালক এবং সহকারী চালকের চোখ ধাঁধিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বিমানে ছিলেন ১৪৬ জন যাত্রী এবং ছ'জন ক্রু মেম্বার।ন্ডপাইলট জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের দিক থেকে এত জোরালো লেজার আলো আসছিল যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। মাঝ আকাশে রাস্তা বুধতে পারছিলেন না চালক। তিনি জানিয়েছেন, এর ফলে বড় বিপদ হতে পারত। তবে পাইলটের তৎপরতায় যাত্রীদের নিয়ে সুরক্ষিতভাবেই অবতরণ করেছে বিমানটি।অবতরণের পর বিষয়টি কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের নজরে আনেন বিমানের চালক। বিমানবন্দর থানায় বিষয়টি জানান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, নিউ টাউনের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এই লেজার আলো দেখা গিয়েছিল। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লেজার আলো বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট সিকিউরিটি অপারেশনাল কন্ট্রোল সেন্টারে নালিশ জানিয়েছেন বলে খবর।২০২২ সালে শ্রীভূমির দুর্গপুজোর মণ্ডপে লেজার আলো ব্যবহার করা হয়েছিল। অভিযোগ, তাতে সমস্যায় পড়েছিলেন বিমান চালকেরা। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় আসা ইন্ডিগোর একটি বিমান একই ঘটনার কবলে পড়েছিল। অবতরণের সময় ককপিট লেজার আলোয় ভরে গিয়েছিল। ফলে দিক নির্ণয়ের বিভ্রান্তি ঘটেছিল। বারংবার একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একাধিকবার এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের হলেও লেজার লাইটের দাপট কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন বিমানচালকেরা।

গুড ফ্রাইডে ঃ প্রভু যিশুর আত্মত্যাগকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ গুড ফ্রাইডে-তে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আত্মত্যাগকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লিখেছেন, গুড ফ্রাইডে-তে আমরা যিশু খ্রিস্টের গভীর আত্মত্যাগকে স্মরণ করছি। গুড ফ্রাইডে হল পবিত্র সপ্তাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই উসবের অপর নাম পবিত্র শুক্রবার, কালো শুক্রবার, মহান শুক্রবার।বাইবেল অনুসারে, খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ও মৃত্যুদিন হিসেবে গুড ফ্রাইডে পালন করা হয়। গুড ফ্রাইডে যিশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ ও মৃত্যুর দিন হিসাবে স্মরণ করা হয়। এটি ক্যাথলিক, লুথারান, অ্যাংলিকান এবং মেথডিস্ট-সহ সারা বিশ্বের খ্রিস্টানদের জন্য একটি বিশেষ দিন। গুড ফ্রাইডে-তে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে লিখেছেন, সমবেদনা ও ক্ষমার পাঠ থেকে সবাই যেন শক্তি খুঁজে পেতে পারে।

জঙ্গলমহলে প্রার্থী ঘোষণা করল কুড়মি সমাজ,তিন কেন্দ্রেই প্রার্থী দিচ্ছে কুড়মিরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পঞ্চায়েত ভোটের পর এবার লোকসভা ভোটেও আলাদাভাবে লড়াই করার কথা ঘোষণা করল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। জঙ্গলমহলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে কুড়মিদের। অনেকে বলছেন, এবার রাজনৈতিক দলগুলিকে জঙ্গলমহলে বেগ দেবে এই 'বিকল্প রাজনীতি'। পুরুলিয়ার পর এবার বাঁকুড়ায়ও প্রার্থী দিল কুড়মি সমাজ। এবার সংগঠনের তরফে প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হল। বাঁকুড়ার খাতড়ায় কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে, বাঁকুড়া কেন্দ্রে 'কুড়মি সহ হিতমিতান সমর্থিত নির্দল প্রার্থী' হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সুরজি সিং কারমালি।এদিন প্রার্থীর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই খাতড়া এলাকার গ্রামগুলিতে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরা। জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এই ৪টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল কুড়মি সমাজ। এবার প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হল। সংগঠনের তরফে এককভাবে লড়াইয়ের কথা জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে জঙ্গলমহলে জনজাতির ভোট বিভাজন হলে আদতে কার সুবিধা হবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।কুড়মি সহ হিতমিতান সমর্থিত নির্দল প্রার্থী সুরজি সিং কারমালি বলেন, দলিতদের কথা কেউ বলেনি, নির্বাচনে জিতলে সেই কথাই তুলে ধরব। জঙ্গলমহলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষকের উপাদিত ফসলের ন্যাহ্য দাম না পাওয়ার মতো বিষয়গুলি প্রচারে মূল হাতিয়ার করা হবে বলে জানিয়েছেন সুরজি।

মুছে যাবে অভিমান!বরানগরের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই অভিমানের সুর শোনা গিয়েছে প্রায় সব দলেই। তৃণমূলও তার ব্যতিক্রম নয়। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডে জন গর্জন সভা থেকে ৪২টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। বিধানসভা উপনির্বাচনে বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বঃেদ্যাপাধ্যায়! এমনই খবর তৃণমূল সূত্রে। বিধায়ক তাপস রায় পদত্যাগ করায় আসনটি ফাঁকা রয়েছে। লোকসভার আবহেই সেখানে ভোটগ্রহণ। ইতিমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। এবার চমক দিয়ে সেখানে সায়ন্তিকাকে প্রার্থী করতে পারে রাজ্যের শাসকদল।ন্ডদেশের লোকসভা ভোটের সূচি ঘোষণার সময় উপনির্বাচনের দিনক্ষণও জানিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যে রাজ্যে যেদিন ভোট, সেদিনই উপনির্বাচনও হয়ে যাবে বলে জানিয়েছিলেন কমিশনার। ফলে লোকসভা ভোটের আবহেই বাংলার ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র দুটিতে ভোট হবে। ৭ মে অর্থা তৃতীয় দফায় ভোট ভগবানগোলা আসনে। ১ জুন ভোট হবে বরানগরে। ইতিমধ্যে দুই আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। বরানগরে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তৃণমূলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, সজলের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন ' সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে এবিষয়ে এখনও কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, আমার কাছে এখনও কোনও কনফার্মেশন নেই। দল তো নাম ঘোষণা করবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করি।ন্ড২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে প্রথমবার টিকিট পান সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়(Sayantika Banerjee)। বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রিশেখর দানার কাছে হেরে যান। তবে ভোটে হারলেও জমি আঁকড়ে পড়েছিলেন বাঁকুড়ায়। অভিনেত্রীকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয় তাঁকে। সায়ন্তিকার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট পাবেন বলে মোটের উপর নিশ্চিত ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শেষমেশ প্রার্থী করা হয়নি তাঁকে। যার জেরে ' দলের সমস্ত পদ ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে চিঠিও দিয়েছিলেন বলে খবর ছিল। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, দলও ছাড়তে পারেন সায়ন্তিকা। তবে সেই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে তৃণমূলেই থেকে যান। এদিকে লোকসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, যারা প্রার্থী হচ্ছেন না তাঁদের অন্য কোনওভাবে কাজে লাগানো হবে। পুনর্বাসনের কথা জানিয়েছিলেন। সায়ন্তিকাকে সেই পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ ঘটনায় ৩ টিএমসি নেতাকে তলবএনআইএ-র

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর বিস্ফোরণের তদন্তে তিনজন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে তলব এনআইএ-র। ২০২২ সালের মামলায় বৃহস্পতিবার এই তিন তৃণমূলের নেতাকে ডেকে পাঠিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা। নোটিস পাঠিয়ে আজ, ২৮ মার্চ কলকাতার এনআইএ দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। লোকসভা নির্বাচনের মুখে পুরোনো মামলায় তৃণমূল নেতাদের ডেকে পাঠানোর ঘটনাকে ঘিরে শাসক-বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।গত ২০২২ সালের ৩ ডিসেম্বর ন্যায়াবিলা গ্রামের রাজকুমার মান্নার দোতলা বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় তিন জনের। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরে তদন্তভার নেয় এনআইএ। ঘটনার তদন্তে নেমে এনআইএ একাধিক তৃণমূল নেতাকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেননি তদন্তকারীরা। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পর আবারও তৃণমূল নেতা কর্মীদের ডেকে পাঠানোকে বিজেপির চক্রান্ত বলছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও এই নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।ন্ডবিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কয়েক মাসের পুরোনো মামলা। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার নেওয়ার পর থেকে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তিনি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এই মামলায় তদন্তের নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেয়নি। দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যদি তৃণমূল মনে করে তারা ভিক্টিম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে।' তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূলের কথায় বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।ন্ড২০২২ সালের ঘটনায় এতদিন পর এনআইএ-র স্ক্যানারে রাজ্যের শাসক দলের নেতারা। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে এই নিয়ে চাপ বাড়ছে শাসক ও বিরোধী উভয়ের মধ্যেই। এখন এটাই দেখার শেষ পর্যন্ত পাল্লা ভারী কোন পক্ষের দিকে হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৬চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৬চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না।
মিথুন রাশিঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে।
কর্কট রাশিঃযে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত।
সিংহরাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। শুভ দিন।
মীন রাশিঃআপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের পরিবারের সদস্যের প্রয়োজন আজ আপনার কাছে অগ্রাধিকারে

প্রচারে বেরিয়ে দুই তৃণমূলের প্রার্থীকে একযোগে বিঁধলেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৯ মার্চ ঃ প্রচারে বেরিয়ে একাধারে তমলুকের তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য ও হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে বিঁধলেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। দেবাংশুকে একদিকে যেমন বললেন, 'বেড়ে পাকা' অন্যদিকে, নাম না করে রচনাকে বললেন ' উনিও আসবে' শুক্রবার প্রচারে বেরিয়ে ছিলেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট। বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করেন বিরোধীদের। নাম না করে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বুঝতে পেরেছেন দুর্নীতিমুক্ত দেশ তৈরি করতে হলে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরতে হবে। কিন্তু উনি (রচনা) বুঝতে পারেননি। ভুল করে চলে এসেছেন দিদি নম্বর ওয়ান থেকে। ওনাকে পস্তাতে হবে পরে। আত্মবিশ্বাসী লকেট এও বলেন, না জেনে কোন দলে এলাম। আসতে যদি হত তাহলে নরেন্দ্র মোদীজীর হাতেই ধরতেন। আমি জানি আজ না হয় কাল তাকে আসতেই হবে। শুধু তাই নয়, বসিরহাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র স্বাস্থ্য সাথীর উপভোক্তা, এনিয়ে দেবাংশু ভট্টাচার্যের এক্স (টুইট) প্রসঙ্গে লকেট বলেন, বাচ্চা ছেলে দেবাংশু গলা টিপলে দুধ বেরবে। এরা বেশি বেড়ে পাকা। আজ এসেছে কাল থাকবে না। তবে এ প্রসঙ্গে দেবাংশুর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি এখনও।

রচনা তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচারে,তার প্রাক্তন স্বামী বিজেপিতে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৯ মার্চ ঃ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্র যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এ নিয়ে রচনাকে প্রশ্ন করা হলে, সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানান রচনা। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার অনেক শুভেচ্ছা তাঁকে। ওড়িয়া ছবির সুপার স্টার সিদ্ধান্ত মহাপাত্র। এক সময় বিজু জনতা দল বা বিজেডির সাংসদ ছিলেন সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবারই তিনি দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এদিকে এই প্রথমবার সক্রিয়ভাবে রাজনীতির ময়দানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী তিনি। যে কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়। একদিকে রচনা যখন তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচারে, তাঁর প্রধান বিরোধী যখন বিজেপি, তখন সিদ্ধান্ত মহাপাত্রের বিজেপিতে যোগদান। এ প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি দিদির সঙ্গে আছি, দিদির পাশে আছি। দিদির পাশে থেকে বাংলার উন্নতির জন্য লড়াই করছি। এখন আমি হুগলিবাসীর কথা ভাবব। কারণ তাঁদের জন্য এসেছি এখানে। কে কোথায় যাচ্ছে, কে কোথায় যোগদান করছে, এত ভাবা, এত বলার আমার সময় নেই। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বঃে দ্যাপাধ্যায় .শুক্রবার সকাল থেকে প্রচারে। পোলবার সুগন্ধা গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করেন এদিন। মহেশপুর গ্রামে হুডখোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন। এরপর আমদাবাদ গ্রামে কালীমঃিদরে পুজো দেন, তাঁর প্রচার।

ক্রমেই বাড়ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত গরমের মাত্রা বা।বে। বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের বড় অংশজুড়ে শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি আপাতত দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে আপাতত গরমের দাপট বাড়বে, উল্টে স্বস্তি মিলবে না। সপ্তাহান্তে অবশ্য কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির সম্ভাবনা আছে। সারাদিন ধরে চড়া রোদ ওঠার জেরে তাপমাত্রা বাড়ছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দু'একদিনের মধ্যে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫-৩৬ ডিগ্রি ছুঁতে পারে। মার্চ মাসে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় গরমের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। মার্চ মাসে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি হওয়ার নজির সাম্প্রতিক অতীতে আছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

পোস্টার-ব্যানারেই প্রচার, হারিয়ে যাচ্ছে দেওয়াল লিখন শিল্প

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ অনেক দিনই হল, বেজে গিয়েছে লোকসভা ভোটের দামামা। ইতিমধ্যেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, চলছে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারও। যার অন্যতম মাধ্যম দেওয়াল লিখন। কিন্তু, সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়, পোস্টার-ব্যানারের দাপটে কিছুটা হলেও ফিঁকে হয়েছে দেওয়াল লিখনের কাজ। ভোট আসলেই দিকে দিকে নজরে পড়ে রঙিন দেওয়াল। কোথাও ছড়া, আবার কোথাও ব্যাঙ্গাত্মক সুরে দেওয়াল লিখন দেখা যায়। তা দলের চিহ্নই হোক কিংবা প্রার্থীর নামে দেওয়াল লিখন, চাহিদা এখনও রয়েছে। এরই মধ্যে দেওয়াল লিখন শিল্পীদের আক্ষেপ, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হারিয়ে যেতে বসেছে দেওয়াল লিখন শিল্প। যেহেতু বর্তমান প্রজন্ম মুখ ফিরিয়েছে এই কাজে। আবার পোস্টার-ব্যানারেই ভরসা অনেকের, তবুও এবারও ভোট আসতেই খোঁজ পড়েছে দেওয়াল লিখন শিল্পীদের। বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল এসেছে দেওয়াল লিখনেও। আবার বর্তমান প্রজন্ম মুখ ফিরিয়েছে এই কাজে, আক্ষেপ দেওয়াল লিখন শিল্পীদের।

অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন গত ২৪শে মার্চ আই.সি.এম.এ.আর.ডি-র ঐক্যতান সভাকক্ষে নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকির অনুষ্ঠান উদযাপন করে। অ্যাক্টিভিজমের অ্যান্থেম উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কাজকর্মের বিবরণ, অনূর্ধ্ব উনিশ ই- ম্যাগাজিন 'এক্কাদোক্কা'-র তৃতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও যারা ধারাবাহিকভাবে এটি সমৃদ্ধ করেছে, তাদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী সমীরকুমার দাস মহাশয় 'তত্ত্ব এবং প্রয়োগের অন্তর্বর্তী সমাজবিজ্ঞান' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য্ রাখেন। পরিশেষে অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক সৌরীশ ঝা মহাশয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ও কার্যকরী রূপটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অভিষেকের সভামঞ্চ পরিদর্শনে তৃনমুলের অবজারভার ও প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের ভোটের প্রচারে সুন্দরবনের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ঢোলা হাটে শনিবার দুপুর একটায় আসছেন সর্বভারতীয় তৃনমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি এদিন এখানে জনগর্জন সভার মধ্যে দিয়ে ভোটের প্রচার কাজ করবেন।আর তাঁর আগে সভামঞ্চ ও এলাকা পরিদর্শন করে গেলেন শুক্রবার বিকালে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমুল কংগ্রেসের অবজারভার শুভাশীষ চক্রবর্তী, মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃনমুল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সহ আরো অনেকে।

ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে হামলা, বৃদ্ধ বাবা-মা'কে মার, আক্রান্ত প্রতিবেশীও

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৯ মার্চ ঃ ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে হামলা, বৃদ্ধ বাবা-মা'কে মার, আক্রান্ত প্রতিবেশীও। উত্তেজনা হাওড়ার সাঁকরাইলে। জানা গেছে, দশ হাজার টাকা পাওনা ছিল এক যুবকের। আর সেই টাকা ফেরত চাওয়ার অপরাধে যুবকের বাড়িতেই চলে হামলা। বৃহস্পতিবার রাতের ওই হামলার ঘটনায় জখম হন পাওনাদার যুবকের বাবা-মা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাঁরা। এদিকে এই ঘটনায় হামলাকারীর হাত থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম আরও এক প্রতিবেশীও। তিনজনকেই ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। সাঁকরাইল থানা এলাকার পোদরার ঘটনায় হামলাকারী যুবককে আটক করেছে পুলিশ। হামলা চালিয়ে পালানোর সময় এলাকার মানুষজন ধরে ফেলেন হামলাকারীকে। মারধর শুরু হয়। পুলিশ এসে হামলাকারীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পাওনাদার যুবকের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর নাম নিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আমি দরজা বন্ধ করে স্বামীকে ফোন করতে গেলে তখন শ্বশুর, শাশুড়ি বাইরে বেরিয়েছিলেন। শাশুড়িকে প্রথম ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর শ্বশুরের শরীরের একাধিক জায়গায় কোপ মারা হয়। এরপর ছুরি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় দুষ্কৃতিরা। রক্তাক্ত অবস্থায় শ্বশুর, শাশুড়িকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুষ্কৃতিরা তিনজনকে আঘাত করেছে। একজনকে পেটে ছুরি মেরেছে। দুষ্কৃতিরা ধারাল অস্ত্র নিয়ে এসেছিল।

আমেরিকা, জার্মানির পর উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের, কেজরির গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র

২৯ মার্চ ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি এবং কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ। ভোটমুখী ভারতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দুই পদক্ষেপ নিয়ে এবার পরোক্ষে উদ্বেগপ্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ। তাদের বক্তব্য, আমরা আশা রাখছি ভারতে সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি নিয়ে আগেই মুখ খুলেছে জার্মানি এবং আমেরিকা। জার্মানির বক্তব্য ছিল, যে কোনও অভিযুক্তের মতোই কেজরিওয়ালও ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বিচারের অধিকারী। কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই তিনি যেন সব ধরনের আইনি রাস্তায় যেতে পারেন। সেটাই আমাদের প্রত্যশা। একই সুরে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমেরিকাও। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক আবার বলে দেয়, কেজরির গ্রেপ্তারির বিষয়টি তাদের নজরাধীন রয়েছে। আপ সুপ্রিমোর বিচার যেন ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী হয়।

এবার খোদ রাষ্ট্রসংঘ খানিকটা জার্মানি এবং আমেরিকার সুরে দিল্লির উপর চাপ বা।ানোর কৌশল নিল। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফান ডুজারিচ বললেন,আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী যে ভারত বা যে যে দেশে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে যেমন রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি রয়েছে, তেমনই রয়েছে সামাজিক অধিকার। আমরা চাই, সবাই যেন নির্ভয়ে সুষ্ঠুভাবে ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। উল্লেখ্য, এর আগে জার্মানি এবং আমেরিকা দুই দেশকেই জবাব দিয়েছে ভারত। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপই বরদাস্ত করা হবে না, সাফ জানিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। এবার রাষ্ট্রসংঘের এই উদ্বেগ নিয়ে দিল্লি কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার বিষয়।

সন্দেশখালিতে নির্বাচনী কার্য্যালয় উদ্বোধন তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট , ২৯ মার্চ ঃ গত কয়েকমাস সংঃদশখালি ইস্যু তে কার্যত সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এখনো বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু ঘটনা ক্ষোভ উগরে রাস্তায় নামেন গৃহস্থলির মহিলারা। অবেশেষে যাকে নিয়ে এত ঘটনার সুত্রপাত সেই শেখ সাহজাহানের গ্রেপ্তারি। ঘটনা

সামনে আসলেও,ক্রমেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সন্দেশখালি। ছায়া সুনিবি।, শান্ত গ্রাম্য পরিবেশের সন্দেশখালির রোজনামচায় হঠাই উঠে আসে গন-আন্দোলন,বিক্ষোভ।বিভিন্ন ঘটনায় পরম্পরার সাক্ষী থেকে, আপাতত সব কিছু দুরে সরিয়ে, সন্দেশখালি র সাধারন মানুষ চাইছেন শান্তি।আর শান্তির আবহেই লোকসভা ভোট চাইছে রাজনৈতিক দল গুলিও। শেখ শাহজাহান বিহীন সন্দেশখালিতে দীর্ঘদিন বাদে ভোটের ময়দানে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে বসিরহাট লোকসভা র তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে দেওয়াল লিখন,মিছিল, সভা শুরু হয়েছে তৃণমূলের তরফে।শুক্রবার লোকসভা ভোটের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে সন্দেশখালিতে নতুন নির্বাচনী কার্যালযের উদ্বোধন হলো তৃণমূলের তরফে।উদ্বোধন করেন সন্দেশখালি বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। উদ্বোধন ও পরবর্তী কর্মী বৈঠকে তৃণমূলের মহিলা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে প।ার মতো। নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধনের পরে সন্দেশখালীর মহিলারা মিষ্টিমুখ করান সংঃদেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, সন্দেশখালি অঞ্চল নেতৃত্ব দিলীপ মল্লিক সহ তৃণমূল নেতৃত্বকে। হাজী নুরুল ইসলাম এর সমর্থনে আবারো সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেই ভোট দেবে এমনটাই আশা প্রকাশ করেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্ট্রেচ অফ অরেঞ্জ লাইন পরিদর্শনে রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার

কলকাতা, ২৯.০৩.২০২৪ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার অরেঞ্জ লাইনের নবনির্মিত বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন এবং আজ ২৯.০৩.২৪ তারিখে এই স্ট্রেচটির একটি ট্রলি পরিদর্শন করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা প্রসারিত করার জন্য CCRS পরিদর্শন এবং অনুমোদন বাধ্যতামূলক। বর্তমানে, এই করিডোরের কবি সুভায় থেকে হেমনাতা মুখোপাধ্যায় প্রসারিত মেট্রো পরিষেবা উপলব্ধ। শ্রী গর্গ এন্ট্রি এবং এক্সিট গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা, স্টেশন কন্ট্রোল রুম, ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেম, সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট রুম, বুকিং কাউন্টার পরিদর্শন করেছেন গত সন্ধ্যায় বেলেঘাটা, বরুন সেনগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক এবং ভিআইপি বাজার স্টেশন এবং মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) বেলেঘাটা স্টেশন এবং পিছনের এই স্ট্রেচে গতি পরীক্ষাও করা হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে। এই

আধিকারিকদের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। শ্রী গর্গ আজ সকালে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন থেকে তার পরিদর্শন শুরু করেন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত এই প্রসারিত অংশে একটি ট্রলি পরিদর্শন করার সময় ট্র্যাক, পয়েন্ট , ভায়াডাক্ট, গার্ডার, র‍্যাম্প ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যব স্থাপক (এজিএম), অন্যান্য উচ্চ-স্তরের মেট্রো রেলের আধিকারিক, শ্রী অমিত রায, পিইডি এবং আরভিএনএল-এর অন্যান্য আধিকারিকরা তাঁর সাথে ছিলেন। পরিদর্শনের পর শ্রী গর্গ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাঁধ মেরামতের দাবি,সুন্দরবনে নদী বাঁধের ওপরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা,হিঙ্গলগঞ্জ, ২৯ মার্চ ঃ হিঙ্গলগঞ্জের সুন্দরবন লাগোয়া রায়মঙ্গল নদীর রমাপুর এলাকার নদী বাঁধ মেরামতির দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। বিক্ষোভ কারীদের অভিযোগ,রায়মঙ্গল নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে জেসিবি গাড়ি নিয়ে গেছে এক ঠিকাদার। জেসিবি নিয়ে যাওয়ার কারণেই মূলত নদীর বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের । নদীর বাঁধের ইটের পাইলিং ভেঙ্গে গেছে,ফলত আসন্ন বর্ষাকালে নদীর বাঁধ ভেঙে বিপদের আশঙ্কা করছেন তারা জানান স্থানীয়রা ।এই কারণেই নদীর বাঁধ মেরামতের দাবিতে এবং এই বাঁধের ওপর দিয়ে জেসিবি গাড়ি যাওয়া বন্ধের দাবিতে এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ।এলাকার মানুষের আরো অভিযোগ এই বিষয়ে স্থানীয় সাহেবখালি পঞ্চায়েতে জানানো হলেও পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি আর তাই ই শুক্রবার সকালে এলাকার মানুষ বাঁধের ওপর বিক্ষোভ দেখান তারা। যদিও এই বিষয়ে সাহেবখালি পঞ্চায়েতের প্রধান আশুতোষ কামিলা বলেন তিনি বিষয়টি জানতেন না। ঘটনার কথা জানার পরই ঘটনাস্থলে গিয়ে, পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি।

সেবানিবর্তন হবে এমন ব্যক্তিরা রাজপত্রিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রধান কর্মকর্তা শ্রী অজয় .কুমার শ্রীবাস্তব।

নারীদের নিয়ে শিবির, উৎসবের সাক্ষী হল হিন্দুস্তান কেবল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ সমৃদ্ধ হিন্দুস্থান কেবলসের মহিলাদের উৎসাহদান হিন্দুস্থান কেবলসের বেসিক স্কুলের বড়দিদিমনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়া আরতি কোলে,তাঁর স্মরণে এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদানে নারী দিবসে এখানে বিশেষ শিবিরটি গত তিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।তিনি শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতেন এবং এখানে সকলের পরম প্রিয়, মনের কাছের ও শ্রদ্ধার একজন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পরও তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ও সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থেকে গিয়েছে।সেই মহীয়সী শিক্ষিকাকে স্মরণ করলো রূপনারায়নপুরের মানুষ। হিংদুস্তান কেবলস বন্ধ হয়ে গিয়েছে বছর পাঁচেক আগে, এলাকাটি এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। সেখানেই ১৯৯২ সালে গড়ে ওঠে 'উজ্জীবন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের উদ্যোগেই সারা বছর অনুষ্ঠিত হয় নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজ। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান উসবের সাক্ষী হন হিন্দুস্তান কেবল ও রূপনারায়ণপুরের এলাকাবাসী।৭৩ জন মহিলা এইদিন শিবিরে সামিল করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রূপনারায়ণপুর থানার ওসি নাসরিন সুলতানা,ডক্টর সঞ্জয় ঘোষ,ডক্টর দেবাশিস মণ্ডল, আন্দোলনের রাজ্য সম্পাদিকা তনিমা ধর,ডক্টর অঙ্কিতা রায়, সংস্থার সভাপতি রাধেশ্যাম মুখার্জি, সহ সম্পাদিকা এমিলি মণ্ডল প্রমুখ।

সুন্দরবনে বাঘের মতন বাড়লো কুমিরের সংখ্যা ও

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ মার্চ ঃ বাঘের মতন বাড়লো সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা ও। খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে সুন্দরবন বাসীরা। সুন্দরবনে বাঘের মত বাড়ছে কুমিরও। এবারের গণনায় খোঁজ মিলেছে ১৬৮ টি কুমিরের। কুমির গননায় দেখা গিয়েছে কুমিরের সংখ্যা বেড়ে এবারে হয়েছে ১৬৮। তবে বন দফতরের দাবি কুমিরের আসল সংখ্যা আরও বেশি হবে। এবার সুন্দরবনের ডাঙায় বাঘের মত জলে ও কুমির বেড়েছে। ১২ বছর পর এবছর হয়েছিল এই কুমির গণনা। সেই গননা থেকে এই তথ্য উঠেএসেছে। এই গণনা থেকে সুন্দরবনের কুমিরের চরিত্র,বাসস্থান, খাদ্য তালিকা সহ অনেকগুলি বিষয় বিশ্লেষণের কাজ করা হচ্ছে। বনদফতর সূত্রের খবর, গত কুমির সুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে ১৪১টি কুমিরের উপস্থিতি জানা গিয়েছিল। তবে একেবারে ছোট কুমিরকে গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেবার। এবার বেশ খানিকটা বেড়েছে কুমিরের সেই সংখ্যা। এবার সেই সংখ্যাটা হয়েছে ১৬৮। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বললেন, সুন্দরবনের ৪২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়েই এই গণনার কাজ করা হয়েছে। সরাসরি দেখে ও এলাকায় কুমিরের উপস্থিতি অনুভব করে সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১২ সালের পরে এ বছর এই গণনার কাজ করা হয়েছে। ৩১ টি দল তিন দিন ধরে এই কাজ করেছিল। আর সুন্দরবনে বাঘের মতন কুমিরের সংখ্যা বাড়ায় খুশি পর্যটকেরা।

ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালির বেড়মজুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ দলীয় পতাকা লাগানো কে কেঃদ্র করে মারধোরের অভিযোগ। সংঃ দশখালির বেড়মজুর এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। স্থানীয় মাদ্রাসা বুথের সি.পি.আই.এম কর্মী সমর্থক কে মারধোরের অভিযোগ।
জানাগেছে, শুক্রবার সকালে ওই এলাকায় দলীয় পতাকা লাগাতে যান ওই সি.পি.আই.এম কর্মী। সকাল এগারোটা নাগাদ তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
অভিযোগের তীর বেড়মজুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শাহজাহান শেখ ওরফে ছোট শাহজাহান সহ তার সাগরেদদের বিরুদ্ধে । ঘটনার পরই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন সহ মহিলারা।
বে।মজুর এলাকার মানুষ কে ভয় ভীতি দেখানো, হুমকি দেওয়া এমনকি যারা কথা বলতে গেছে তাদের উপরে মারধোর, ছুরি চালানোর চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন সন্দেশখালির প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। সন্দেশখালি র সব দ্বীপে যাতে শান্তি বিরাজ করে তা নির্বাচন কমিশনের তরফে দেখা দরকার বলেন প্রাক্তন বাম বিধায়ক।

দেওয়াল লিখনে কাউন্সিলর

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৯ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে. আসছে বাড়ছে প্রচার জনসংযোগ ।দমদম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে নিউবারাকপুর পুরসভার ১১নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুমন দে। শুক্রবার সকালে পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের সতীনসেন নগর মহাজাতি পরিষদের লাগোয়া দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত পুর প্রতিনিধি । সাথে ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মী বৃন্দ। তৃণমূল যুব নেতা সুমন দে জানান এলাকায় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাজের এবং কাছের মানুষ অধ্যাপক সৌগত রায় পুনরায় জয়ী হবেন। সৌগত রায়ের সমর্থনে শহরজুড়ে চলছে জোরকদমে জনসংযোগ কাউন্সিলর দের।

উপ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস বরাহনগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে । অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরাহনগরে প্রার্থী করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন রেয়াত হোসেন সরকারক। উল্লেখ্য, ভগবানগোলার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিস আলির প্রয়াণে সেখানে উপ নির্বাচন অনিবার্য হযে.পড়ছে। বরানগরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস রায় বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্বর্তী অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলেন স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শুক্রবার থেকেই তাঁর হাতে অন্তর্বর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

রান্নার গ্যাসে আধার সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের শেষ দিন ৩১ মার্চ, না হলে কী পরিণতি?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিযোগ্য সংযোগে (উজ্জ্বলা এবং সাধারণ) গ্রাহকদের আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র। তেল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে ডেডলাইন জানিয়ে দিল কেঃদ্র। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিযামের ডিরেক্টরদের চিঠি দিয়ে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, গ্যাসের আধার যাচাই ৩১ মার্চের মধ্যে সারতে হবে। অর্থা হাতে সময় মাত্র দুদিন। গত বছর অক্টোবরে কেন্দ্র তেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেয়, সমস্ত গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক তথ্য তথা আধার তথ্য যাচাই করতে হবে। সেসময় সেই তথ্য যাচাই করার কোনও ডেডলাইন দেওয়া হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই তথ্য যাচাই শেষ করতে চাইছে কেন্দ্র। যার জেরে রীতিমতো তা।াহু।ো প।ে যায় গ্রাহকদের মধ্যে। গ্যাসের আউটলেটগুলির সামনে লম্বা লাইন পড়াও শুরু হয়। তবে সেসময় গ্যাস সংস্থাগুলি আশ্বস্ত করে, গ্রাহকদের আধার তথ্য যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে। এবার শোনা যাচ্ছে এ মাসেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক একটি চিঠিতে তিন প্রধান গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে জনিয়ে দিয়েছে ৩১ মার্চ অর্থা রবিবারের মধ্যে আধার যাচাই সারতে হবে। গ্যাস সংস্থাগুলি সূত্রে খবর, এ পর্যন্ত মোটামুটি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আর মাত্র দুদিনের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ গ্রাহকের তথ্য যাচাই করতে হবে। যা একপ্রকার অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।যদিও ওই সময়সীমার মধ্যে আধার তথ্য যাচাই না করা হলে কী হবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে কি গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে? বা ভরতুকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে? সবটা নিয়েই একটা ধোঁয়াশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, ভরতুকি বন্ধ হওয়া বা সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনও নির্দেশে কেন্দ্রের তরফে নেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১৯ সংখ্যা, শনিবার, ১৬ চৈত্র, ১৪৩০

ফোনালাপ অডিও বেআইনী

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নাক গলানোয় যদি আমেরিকা দাদা হয় তাহলে রাশিয়াকে ভাই বলা যেতে পারে। আবার তার সঙ্গে এসে জুটেছে চিন। তিনিও এখন আর ভাই হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু করতে পারছেন না আমেরিকা এবং রাশিয়ার জন্য। ভাই দাদা মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকলে যে কোনও দেশকে ভাগাভাগি করা নেওয়া যেতে পারে। যেমন জার্মানকে ভাগ করে নিয়েছিল রাশিয়া এবং আমেরিকা। এক দিকে গণতান্ত্রিক জার্মান আর অপর দিকে রিপাবলিক জার্মান বা সমাজনতন্ত্র জার্মান। তরে সেই দুই ভাগ বেশি দিন টেঁকে নি। রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়তে দুই জার্মান এক হয়েছে। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে ঘটেছে দুসময়। কারণ ভারত ভাগ করেই স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তার ফলে আজকে ভারতকে তার ফল ভুগতে হচ্ছে। পাকিস্তানের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে সামারিক খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে যা দেশের উন্নতির কাজে ব্যয় করা যেত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আমেরিকার এখন সব ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছিল। মার্কিন নজর থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বরাস্থ হন। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দল সেখানে সফর করেছিল। তারা বাংলাদেশের নির্বাচন কোনও অবস্থায় রয়েছে তার পর্যবেক্ষণ করে। জানতে পারা গিয়েছিল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবস্থা করুণ বলে অভিযোগ করেছিল বিএনবি এবং জামায়েতে ইসলাম। তার ফলেই নাকি আমেরিকার প্রতিনিধিরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিল বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে। এবারেও ভারতের লোকসভার নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও রাশিয়া থেকে বলা হয়েছে ভারতের লোকসভার নির্বাচনে মোদি ভালো ফললাভ করে আবার প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন। চিন ভারতের নির্বাচনের দিকে নজর রাখলে কোনও কথা বলেনি। আবার পাকিস্তান ভারতের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও পাকিস্তান এবারে বেশ খানিকটা সুর বদল করেছে। সেটা রাশিয়ার চাপে পড়ে কিনা তা বলা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে কোনও লাভ করতে পারেনি। আমেরিকা পর্যন্ত কাশ্মীর নীতিতে ভারতের পক্ষে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবারে আবার নতুন করে ফেকড়া দেখা দিতে শুরু করেছে। চিন আবার বলতে শুরু করেছে অরুণাচল প্রদেশ তাদের অংশ। তিব্বতের দক্ষিণ অংশ হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ। আমেরিকার এর প্রতিবাদ করলে চিন ক্ষুব্দ হয়েছে। আমেরিকার দিকে খানিকটা ভারত ঝুঁকতে শুরু করলে রাশিয়া আবার পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছিল। এদিকে ইউক্রেনের ব্যাপারে রাশিয়া তার মত থেকে সরছে না। কিভ এখনও পর্যন্ত আমেরিকার বা নেটোর পক্ষে রয়েছে। রুশ বাহিনী কিভ অধিকার করার পথ ধরছে না। ইউক্রেন যুদ্ধটা বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। রাশিয়া যা দখল করার করে নিয়েছে। বাকি অংশটা নিয়ে একন আমেরিকা ব্রিটেনকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এদিকে ভারত সফর করছেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্রো কুবেলা। তিনি এর আগেও ভারত সফর করে গিয়েছেন। রাশিয়ার নির্বাচনের পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং তারপরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে মোদি কথা বলেছেন।

লাদাখে চিনা উপস্থিতি

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে পূর্ব লাদাখে ভারত চিনের স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। সেখাানে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। ২০২০ সালে তা থমকে গিয়েছিল। আবার নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে চিন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তারা। এদিকে ওবর সংক্রান্ত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে চিন। সেখানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিক নির্দেশ করেছে চিন সরকার। শ্রীলঙ্কা সহ বেশ কিছু রাষ্ট্রে সঙ্গে তিক্ততা রয়েছে চিন সরকারের। সেই দেশগুলোর বক্তব্য চিনা ঋণের ফাঁদে পড়ে গিয়েছে তারা। তাই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এবার সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে সিং জিনফিং সরকার। জানতে পারা গিয়েছে যে আটটি পর্বে বিভক্ত এই ধরনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত শ্বেতপত্র আর আগে আর কোনও দিন প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে চিন সরকার বেশ চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে কীভাবে কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলে কীভাবে মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে ২০৩০ সাল মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জে উন্নয়ন কর্মসূচিতে চিন বড় মাপের ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। পাশাপাশি চিনের প্রভাবে ভারত বিরোধিতার সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছে। সংহাই করপোরেশন অর্গানাইজেশন রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিকাশ স্বরূপ বলেছিলেন, আমরা চাই চিনের সঙ্গে সুমস্পর্ক গড়ে তুলতে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিন বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। চিনের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি থেকে নিজেকেফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। সেই কারণে এখন মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মহাযোগাযোগ প্রকল্পকে চালু করতে পারলে সেটা চিনের লাভ পরিস্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে চিন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, শিক্ষার প্রসার ঘটলে যুবকেরা বিপাকে যাবে না। তিনি বলতেন, শিক্ষা প্রসার ঘটাতে হবে।

শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে তত মেধা যুবক তৈরি করে। সৎ যুব সম্প্রদায় প্রস্তুত হবে। অসৎ বলে আর কিছু থাকবে না। অসৎ হয় শিক্ষার অভাবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের সুশিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যুব সমাজকে দিতে হবে। তাহলে সৎ যুব সমাজ তৈরি করতে হবে। অসৎ যুব সমাজ থাকবে না। মেয়েদের দুঃখকে মোচন করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে যুক্তিবাদী ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

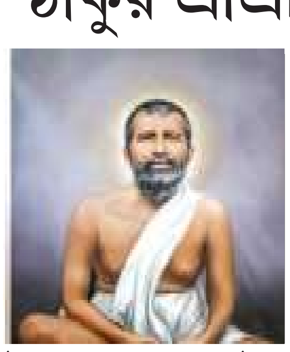

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত নতুনভাবে গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব ফুটবল জগতে পেলে, মারাদোনা, মেসির পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিনামা খেলোয়াড়- ‘শূন্য’

রবীন্দ্র কুমার শীল

বিশ্বকাপ ফুটবল জয়ী খোলায়াড় মেসি কবে অবসর গ্রহণ করছেন তা নিজেই বলতে পারছেন না। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন আজও ফুটবল আমাকে মন থেকে সাড়া দিয়ে থাকে। সামনে ইউরো কাপ শুরু হচ্ছে। ইউরো কাপ ২০২৪ এর প্রতিটি খেলাকে তিনি উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রতি খেলা দেখে তার মধ্যে থেকে তৈরি করে নেবেন ফুটবল খেলার কৌশল। প্রতিটি খেলাকে মনের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন। এত তার মধ্যে থেকে যে কৌশলটা গ্রহণীয় তাকে রপ্ত করবেন। এবং তাঁর পরবর্তী খেলায় সেই কৌশলকে মাঠের বিরোধী দলের সঙ্গে খেলার সময়ে প্রয়োগ করবেন। তিনি বলেছেন ইউরোপ কার থেকে শুরু করে কোপা আমেরিকার ফুটবল খেলাকেও তিনি উপভোগ করে থাকেন। বিশ্বের প্রতিটি খেলাকে তিনি নির্জন ঘরে বসে পর্যালোচনা করেন। তবে তিনি যখন কোনও ফুটবল খেলাকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে থাকেন তখন তাঁর পরিবারের কেউই তাঁর কাছে উপস্থিত থাকেন না। এমনকী তাঁর কোচও উপস্থিত থাকেন না। তার কারণ তিনি মানসিক দিয়ে সেই সব খেলারকে উপভোগ করার পাশাপাশি কৌশলকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে নেন। পরে তিনি সেই সব কৌশলকে মাঠের মধ্যে অনুশীলন করে তাকে প্রত্যক্ষভাবে মাঠে বিরোধী দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সময়ে প্রয়োগ করেন। তাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রায় কেন অধিকাংশ সময়ে সাফল্য এসেছে। তার কৌশলকে বিরোধী দলের কোনও খেলোয়াড় ধরতে পারে না। তার ফলে পরাস্ত হয়। আসলে ফুটবল এখনও আমাকে এবং আমার পরিবারকে প্রেরণা দান করে থাকে। যার ফলে কবে অবসর গ্রহণ করবো ফুটবল থেকে তা বলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সবাই চাইছে আমি আরও খেলি। আর খেলার কৃতিত্ব অর্জন করি। আমার দেশ আমাকে প্রশিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। আমি দেশের প্রশিক্ষক হয়ে ভাবি কালের ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করবো। তবে যতদিন মন ফুটবল খেলাকে মাঠে খেলার জন্য আমাকে সায় দিতে থাকবে ততদিন খেলা চালিয়ে যাবে। খেলা থেকে এখনও অবসর গ্রহণ করা কথা ভাবছি না। তখন বুঝতে পারবো আগের মতো খেলা খেলতে পারছি না। ফুটবলকে উপভোগ করতে পারছি না এবং সতীর্থদের সাহায্য করতে পারছি না তখনই ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করবো। তার আগে ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা নেই। কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল জিতে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কিংবদন্তী ফুটবল খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই মত পরিবর্তন করেন মেসি। তবে মেসি আত্মসমালোচনা করতে ভালোবাসেন। আত্মসমালোচনা করতে পারেন বলেই তিনি ভালো খেলতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্বের সব ফুটবল খেলোয়াড়ের আত্মসমালোচনা করার অভ্যাস থাকা উচিত। তাহলে সে তাঁর নিজের ভুল কোথায় এবং তাকে কীভাবে সংশোধন করতে হবে তা ঠিক করতে পারবেন। তার ফলে ভুলের সংশোধন হবে। প্রতিটি খেলার পর আমি কোথায় কতখানি ভুল করেছি তার বিশ্লেষণ নিজের মনের মাধ্যমে করে থাকি। কোথায় কতখানি ফাঁক থেকে গিয়েছে তার উৎস ফুঁজে বের করতে থাকি। কীভাবে বিরোধী পক্ষের খেলোয়াড় আমার পায়ের বলকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল আমি একেবারে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখলাম কেন তার নিয়ে আত্মসমালোচনা করে থাকে। পরবর্তী খেলায় সেই ধরনের ভুল যাতে না হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখি। নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে পারি বলে আজকে আমি মাঠে এখনও ভালো ফুটবল খেলে সবাইকে উপহার দিতে সক্ষম হচ্ছি। ফুটবল খেলতে এসে আমার বয়স কত হল সেটা কোনও বিষয় নয়। আমি ভালো ফুটবল খেলতে পারছি কিনা সেটাই প্রধান বিষয়। আমি পেলে বা মারাদোনা হতে চাই না। আমি আমার মতো থাকতে চাই। এটাই

হচ্ছে আমার মনের বাসনা। কেউ কেউ আমাকে পেলে এবং মারাদোনার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা করে থাকেন। আমি তাতে বিরক্ত বোধ করি। পেলে পেলের যুগে বড় খেলোড় হয়েছেন। মারাদোনা মারাদোনার যুগে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। আর আমি আমার যুগে বিশ্ব খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। এর বেশি কিছু চাওয়া বা পাওয়ার অধিকার আমার নেই। আমার ফুটবল খেলা দেখে সবাই উপভোগ করে আনন্দলাভ করে এটাই আমার কাছে অনেক পাওয়া। ঈশ্বর পাওয়ার মতো ব্যাপার বলা যেতে পারে। এখন অবসর গ্রহণ করার কথাটাকে আর মনে স্থান দিতে পারছি না। কারণ মাঠে এখনও ভালো করে ফুটবল খেলতে পারছি। সতীর্থদের মাঠে সাহায্য করতে পারছি। একটা সুনামের মধ্যে বিরাজ করছি। এর থেকে আর জীবনে কী পাওয়ার আছে। ফুটবলকে ভালোবেসে যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। আর কিছুই পাওয়ার নেই। আমাক ঘরে এত শংসাপত্র রয়েছে আর ট্রফিতে ভরে গিয়েছে অতিরিক্ত ট্রুফি আর শংসাপত্র কোথায় রাখবো তার জায়গা খুজে বের করতে পারছি না। এদিকে আর্জেন্টিনা সরকার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মেসির নামে একটি ফুবল মিউজিয়াম তৈরি করা হবে। সেখান মেসির সমস্ত সংগ্রহের শংসাপত্র থেকে শুরু করে তাঁর ট্রুফিগুলো স্থান লাভ করবে। মেসির নামানুসারে একটি জাতীয় ট্রফি খেলার আয়োজন করতে আর্জেন্টিনা সরকার। এমনকী জাতীয় স্তরে ভালো ফুটবল খোলায়াড়কে মেসি নামাঙ্কিত মেডল প্রদান করে সম্মান দেওয়া হবে।

‘মেসি মানব, বাবা ঈশ্বর’ বললেন দিয়াগো মারাদোনার পুত্র সিনাগ্রা। সিনাগ্রা হঠাৎ করে কেন তাঁর বাবার প্রশংসা করতে গেলেন তা নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদের মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। মারাদোনা খেলার মাঠে যে সুনাম ছিল সেই সুনাম নষ্ট করেছে অতিরিক্ত মাদক সেবন করার ফলে। বহুবার তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এমনকী মাদক সেবনের জন্য বিপুল অর্থ জরিমানাও করা হয়েছিল। এক সময়ে ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বহু সমর্থকেরা মনে করতেন যে ফুটবলের জাদুকর পেলের চেয়ে ডিয়াগো মারাদোনা উন্নত মানের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল জগতটা পরিবর্তনশীল। প্রতিটা মূহর্তে ফুটবল খেলার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রতিটি খেলোয়াড়ের নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলে। পেলে যখন ফুটবল খেলতেন তখন তিনি নিজস্ব টেকনিকে ফুটবল খেলতেন। সেই সময়ে পেলের ফুটবল টেকনিকে কেউ ধরতে পারতো না। ফলে মাঠে পেলে ফুটবল খেলতে আসলেই তাঁকে ঘিরে রাখার জন্য একটি ছোট দল তৈরি হয়ে যেত বিপক্ষ দলের খোলায়াড়দের মধ্যে। সবার লক্ষ্য থাকতো যে পেলে যাতে কোনও রকমভাবে পায়ে ফুটবল না পায়। পায়ে ফুটবল পেলেই নিশ্চিত পেলে গোল দিয়ে তবেই ফিরবে। সেই কারণে পেলে মাঠে নামলেই তাঁকে ঘিরে রাখতো বিপক্ষ ফুটবল দলে কয়েকজন খেলোয়াড়রা। পেলে যে ধরনের খেলা খেলতেন সেই খেলার মধ্যে কৌশল। কৌশলকে অবলম্বন করেই পেলে মাঠে ফুটবল খেলতেন। মারাদোনাও তাঁর নিজস্ব কৌশলে ফুটবল খেলতেন। তাঁকে মাঠে খেলার সময়ে বহু বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ঘিরে রাখতো। তার মধ্যে থেকেই মারাদোনা বিপক্ষের গোল পোস্টের জালে বল গিয়ে গোল করে আসে জয়ের হাসি হাসতেন। আজকে মেসিকেও সেই দৃশ্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। মেসিও তাঁর নিজস্ব টেকনিক নিয়ে মাঠে ফুটবল খেলেন। তিনি বলেছেন তাঁর প্রতিটি খেলা হচ্ছে এক একটি পরীক্ষা। প্রতিটি পরক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। পরীক্ষা পাশ করলে যে আনন্দ লাভ করা যায় আজকে ফুটবল খেলায় বিরোধী দলকে পরাস্ত করে জয় পেলে সেই আনন্দ আমাকে ঘিরে ধরে। মানসিক তৃপ্তি লাভ করি।

তখন ফুটবল নিয়ে এতে গবেষনা হয়নি। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কীভাবে ফুটবল খেলছে বা আগামী দিনে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা পেলের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে তা নিয়ে এত প্রশিক্ষণ ছিল না। মাঠে নেমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো পেলে কী ধরনের এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলবে। পেলে সব সময়ে আক্রমনাত্ম ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। তিনি বল পেলেই কীভাবে এবং কোন কৌশল অবলম্বন করে বিপক্ষ শিবিরের রক্ষণভাগকে একেবারে তছনছ করে দেবে সেটা মাঠের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আসলে পেলের মধ্যে একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা ছিল। মাঠে খেলতে নামলে তিনি বিপক্ষ শিবিরের দুর্বলতা দেখে তবেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিপক্ষ দলের ফাঁক দেখেই তিনি সেইখান দিয়ে বল নিয়ে ছুটতে প্রতিপক্ষকে গোল দেওয়ার জন্য। এই দুর্বলতাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন পেলে মাঠে খেলায় অংশ গ্রহণ করে। পেলের সমকক্ষ কোনও খোলায়াড় সেযুগে বিরল ছিল বলেই পেলেকে সম্রাট বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে পেলে ব্রাজিলকে জুমে রিলে বিশ্বকাপ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। ব্রাজিল যে তিনবার বিশ্বকাপ জয় লাভ করে একেবারে জুলে রিমে কাপটা নিয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিল তাদের দেশে সেটা সম্ভব হয়েছিল ফুটবল খেলোয়াড় পেলের জন্য। সেই কারণে পেলেকে ফুটবলের জাদুকর বলা হয়ে থাকে। ব্রাজিল ১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল জয় করে জুলে রিমে কাপটা তাদের দেশে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ব্রাজিল তখন ফুটবল জগতের একটি কিংবদন্তি নাম বলা যেতে পারে। ব্রাজিল এবং আর্জেটিনার মধ্যে সব সময়ে ফুটবল নিয়ে দ্বন্ধ লেগে থাকতো। সারা বিশ্বটা তখন দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন লিগে নাপোলির বিরুদ্ধে মরণ বাঁচন ম্যাচের আগে লিয়োনেল মেসির উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন দিয়াগো মারাদোনার পুত্র জুনিয়র মারাদোনা। সিনাগ্রা মারাদোনা। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন লিওনেল মেসি দারুণ। কিন্তু তিনি মানুষ। আর তাঁর বাবা দিয়াগো মারাদোনা হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই মেসির সঙ্গে তাঁর পিতার কোনও তুলনা হতে পারে না। যে নাপোলিকে মারাদোনা বিখ্যাত করেছিলেন সেই ক্লাবের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন লিগের শেষ যোল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে মাঠে নামছেন লিওনেল মেসি। ঠিক সেই সময়ে দিয়াগো মারাদোনার পুত্র সিনাগ্রা মারাদোনা বলে বসলেন, মেসি খুবই ভালো খেলোয়াড়। তবে আমরা বলতে পারি যে আমার পিতা দিয়াগো মারাদোনা হচ্ছেন ঈশ্বর। মানব সমাজর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেসি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে কারোর ক্ষমতা নেই আমার পিতার কাছে পৌঁছানোর এবং সেটা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু প্রতি বছর বছর খেলার কৌশল পরিবর্তন হয়ে থাকে। আজেন্টিনার হয়ে যখন মারাদোনা ফুটবল খেলেছে তখন যে কৌশল অবলম্বন করে ফুটবল খেলা হয়েছে। আজকে তার চেয়ে বেশি উন্নতমানের ফুবল খেলা খেলতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের। প্রতিটা বছর বছর নতুন নতুন ফুটবল খেলোয়াড় আবির্ভূত হচ্ছেন। মেসি যুগে মেসি শ্রেষ্ঠ। মারাদোনার যুগে মারাদোনা শ্রেষ্ঠ। পেলের যুগে পেলে ছিলেন ফুটবল জগতের সেরা খেলোয়াড়। কারোর যুগের ফুটবলের সঙ্গে কারোর মিল থাকে না। প্রতিটি সেরা খেলোয়াড় তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ফুটবল খেলতে ভালোবাসেন। ফলে প্রতিটা সময়ে ফুটবল খেলার কৌশল একেবারে বলতে গেলে ভিন্ন।

ভারতীয় সঙ্গীতে নবরাগ সৃষ্টিতে আনন্দশঙ্কর

বিশেষ প্রতিবেদন

তাঁর আঙুলের স্পর্শে সেতারের তার যেন কথা বলত। কিন্তু পাশ্চাত্যে সঙ্গীত সাধনা করে আসার পর তিনি বারবার অনুভব করছিলেন, সব সুর যেন কোথাও আলাদা, স্বতন্ত্র। ঠিক মানুষের মত। আচ্ছা, সুর যদি জুড়ে দেওয়া যায়? নতুন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছে তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি মেলালেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে। তাঁর সৃষ্টি সুরের মাধ্যমেই জন্ম নিল ফিউশন মিউজিক। সুরের একাত্ম হয়ে ওঠার সৃষ্টি হয়েছিল আনন্দ শঙ্করের হাত ধরে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কাজ করার পর ভারতে এসে সেতারের সাধনা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষের মত সুরেরাও জুড়ে থাকতে পারে। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সুরের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন পাশ্চাত্য সুর। এমনই অসাধারণ সুরের জাদুকর ছিলেন আনন্দ শঙ্কর। মৃদঙ্গম-এর সঙ্গে বীণা, গিটারের সঙ্গে সেতার, সরোদের সঙ্গে রক বা জ্যাজ মিউজিকের সংমিশ্রণ হয়েছিল প্রথমবার এই সুরসম্রাটের সৃষ্টিতে। ১৯৪২ সালের ১১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায় জন্ম হয় আনন্দ শঙ্করের। মা অমলা শঙ্কর ও বাবা উদয় শঙ্কর উভয়েই নৃত্য-জগতের মানুষ হলেও সন্তানকে কোনও দিনই তাঁর ইচ্ছের জগত বেছে নিতে বাধা দেননি। ছোট থেকেই সুরের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। বেনারস হিন্দু বিশ্বদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় বিখ্যাত সেতার বাদক ডক্টর লালমণি মিশ্রর কাছে সেতার শেখেন। বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল। যে কোন বাদ্যযন্ত্রেই নিজের আবেগ মিশিয়ে সুরের মূর্ছনা তৈরি করতে পারতেন। ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। লস অ্যাঞ্জেলেসে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর শিক্ষা নেন। সেই সঙ্গে তিনি

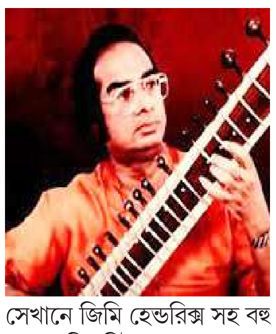

সেখানে জিমি হেন্ডরিক্স সহ বহু সমসাময়িক গিটারবাদকদের সঙ্গে কাজ (‘জ্যাম’ অর্থাৎ একসঙ্গে বাজান) করেন। তবে আনন্দ শঙ্করের মূল আগ্রহ ছিল ফিউশন সঙ্গীতে। তাই সুরের ছন্দে মিলিয়ে দিতেন অন্যরকম বাজনা। যেন পাহাড়ি ঝরনার সঙ্গে খরস্রোতা কোন নদীর মিলন। তিনি মনে করতেন দুটো মানুষ যদি ভালোবেসে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে পারে, দুটো ভিন্ন ধারার সুরও এভাবেই একাত্ম হতে পারে। সেই সময় সঙ্গীত জগতে এমন চিন্তা-ভাবনা ছিল বিরল। তাই তাঁর সুর করা মিউজিক অ্যালবামগুলো রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সঙ্গীত জগতে। বিদেশের ক্লাবগুলোতে তাঁর এই ফিউশন মিউজিক ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। ভারতেও এই ধরনের গান তাঁর মাধ্যমেই প্রবেশ করেছিল। আনন্দ শঙ্করের সৃষ্টি করা সুর যেন তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করাতো। লন্ডনের এক বিখ্যাত ক্লাবে তাঁর অ্যালবাম শুনে একবার এক শ্রোতা সেই ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছিল এটা ভেবে যে ওখানে বোধহয় স্বয়ং সুরের জাদুকর এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সুর করা অ্যালবামের গান ‘স্ট্রিটস্ অফ ক্যালকাটা’ আজও কলকাতার রাস্তার মাদকতা বাঁচিয়ে রেখেছে। ১৯৭৫ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং বিয়ে করেন তনুশ্রী শঙ্করকে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা বাদ্যযন্ত্রসহযোগে বের করেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অ্যালবাম- আনন্দ শঙ্কর অ্যান্ড হিজ মিউজিক।

কল্যাণীর ঘোষপাড়ার বিখ্যাত সতীমার মেলা আজও অম্লান

বিশেষ প্রতিবেদন

কর্তা ভজা সম্প্রদায়, (আউলচাঁদ) সবার উপরে মানুষ সত্য, (চন্ডীদাস) বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শী বসত করে (লালন ফকির)। ভাবছেন এই তিনটি আলাদা আলাদা লাইন কেন একসাথে পরপর বসলো। নিশ্চয়ই কৌতুহল হচ্ছে। এই মেলার পিছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে। চলুন সেই ইতিহাসের পাতায় একটু চোখ রাখি সবাই মিলে। প্রায় ২০০ বছর আগে শুরু হওয়া এই মেলা দোল পূর্ণিমার দিন শুরু হয়ে এক সপ্তাহ কালব্যাপী চলে। এই মেলার যেমন একটা ইতিহাস আছে তেমনি আছে নানা কিংবদন্তী। এটা মূলত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনস্থল বা মিলনমেলা হলেও ক্রমশ সমাজের সর্বস্তরের মানুষই এই মেলায় যোগ দিতে শুরু করেছিলেন। যার ফলে এই মেলাটি একটি মহামিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথা বললাম, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র, যিনি আউলচাঁদ নামে বেশি পরিচিত। কর্তা ভজা সম্প্রদায়ের প্রথম এবং প্রধান মন্ত্র হল, গুরুই সত্য। কর্তা ভজা সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করতেন, তাদের ধর্মই হল, সত্য ধর্ম বা সহজ ধর্ম। তাদের মতে কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন জাতের স্রষ্টা এবং গুরু হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সহজ কথায় বলতে গেলে, গুরুই হলেন ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরই হলেন গুরু। এই মন্ত্র ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। মহাপাতকও যদি এই মন্ত্র জপ করেন, তিনিও সকল পাপ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। কারও কারও মতে এই কর্তাভজা সম্প্রদায় হলো বৈষ্ণব ধর্মের একটি শাখা। আবার ইসলামী সুফি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয়। কারণ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতে সত্য হলো পরমাত্মার অপর নাম। এই সত্য শব্দের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে অভিহিত করার মধ্যে সুফি মতবাদের হক বা অনলহক শব্দের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাদের কাছে হক এর প্রতিশব্দ হলো সত্য। তাছাড়া সত্য, সত্য নারায়ণ, সত্যপীর ইত্যাদির মধ্য দিয়েও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা সূক্ষ্ম মিশেল পাওয়া যায়। এছাড়াও ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করার পরিবর্তে পাঁচবার ইস্টনাম জপ

করার মধ্যেও ইসলামী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলেছি কর্তা ভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন পূর্ণচন্দ্র বা আউল চাঁদ। আনুমানিক ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার বীরনগরের উলা গ্রামে মহাদেব বারুই নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন পানের ব্যবসায়ী। তার ছিল বড় বড় পানের বরজ। ওই বছরই কোন একদিন তিনি পানের বরজে গিয়ে দেখেন একটি ফুটফুটে শিশু খেলা করছে। সেই দিনটি ছিল পূর্ণিমা তিথি। শিশুটির অদ্ভুত সারল্য মাখা হাসি যেন চারিদিকে আলো ছড়াচ্ছে। মহাদেব বারুই তাকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এসে লালন পালন করে বড় করে তোলেন। যেহেতু শিশুটির হাসি ছিল পূর্ণ চাঁদের মতন, তাই শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রকে ছোটবেলায় বৈষ্ণব আচার্য হরিহরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য। এইভাবে কেটে গেল কুড়িটা বছর। শাস্ত্র জ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত সমাপ্ত হওয়ার পর পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়াতে চলে আসেন। সেখানে বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাস তাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। পূর্ণ চন্দ্রের জীবনে যেন একটা নতুন মোড় আসে। তার নতুন নামকরণ হয় আউলচাঁদ। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন পথে পথে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি চলে আসেন নদীয়ার কল্যাণী ঘোষপাড়ার বাসিন্দা জনৈক রামশরণ পালের বাড়িতে। তখন তার দ্বিতীয় স্ত্রী সরস্বতী ভীষণ অসুস্থ। আউল চাঁদ তার শারীরিক অবস্থা অনধাবন করে (ক্রমশ)

বঙ্গভূমির মুদ্রার নিয়ন্ত্রক ছিলেন একমাত্র জগৎ শেঠ

বিশেষ প্রতিবেদন

আঠারো-উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারন করতো শ্রফ/সরফ। আঠারো ও উনিশ শতকের ঢাকায় প্রায় ৫২ রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কলকাতায় বেশি চলতো সিক্কা আর ঢাকায় আর্কট। ঢাকার রপ্তানি বাণিজ্য জমজমাট থাকার কারণে এখানে আর্কট মুদ্রার প্রাধান্য ছিলো বেশি। এসব মুদ্রায় বছরভেদে মানের তারতম্য হতো। এই বিশৃঙ্খল বাজারে মুদ্রার মান নিয়েও মহাজনী ব্যবসায় এগিয়ে এসে ঢাকার মুদ্রা বাজার যারা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের বলা হতো শ্রফ/সরফ। এদেরকে পোদ্দারও বলা হতো। সব ধরনের মুদ্রার মূল্য নির্ধারণের জন্য শ্রফদের কাছে আসতে হতো। মুদ্রার মূল্যমানে শ্রফদের কথাই ছিলো শেষ কথা। আধুনিক ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সেই সময়ে এই শ্রেণী করতো। শ্রফ বা মাড়োয়ারিদের মধ্যে জগৎ শেঠ পরিবার ছিল বিখ্যাত। নবাবের সহায়তায় মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন এই জগৎ শেঠ পরিবার। মুঘল আমল থেকেই ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় দ্রুত বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। সেসময় থেকে মুদ্রা বাজার লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল পোদ্দার, শ্রফ এবং বেনিয়ারা। এছাড়াও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বা লেনদেনের জন্য এক শ্রেণির পেশাজীবী ছিলো যাদের বলা হতো মহাজন। তাদের মূল কাজই ছিলো জটিল বাট্টা পদ্ধতির মাধমে এক ধরনের মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় পরিবর্তন করে দেওয়া। মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এক নাম জগৎ শেঠ। ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের আগ পর্যন্ত জগৎ শেঠের ব্যাংকের নেতৃত্বে অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমেই মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রিত হতো। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সতুর মুরকাণ, রামদুলাল বোস, বলরাম দেব, গোপাল দাস, কৃষ্ণচরণ দাস, শিবনাথ দাস, মনোহর দাস, শিব প্রসাদ ও কিশোর দাসের ব্যাংক উল্লেখযোগ্য। শ্রফ বা মুদ্রা কারবারীদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী যারা বাংলায়

স্থায়ীভাবে বসত গড়েছিল বা তাদের প্রতিষ্ঠানের শাখা খুলেছিল। এইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণত বড় মাপের হুন্ডি ও স্থানীয় অর্থ লেনদেন করা হতো। আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত স্থানীয় শ্রফ ও বেনীয়াদের বিনিয়োগই পরিচালিত হয় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। উনিশ শতকের শুরু থেকেই এসব ব্যাংকিং উদ্যোক্তারা হারাতে থাকে তাদের বাণিজ্যক্ষেত্র, বিনিয়োগের সুযোগ ও স্থানীয় বাণিজ্যে তাদের আধিপত্য। উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে সংস্কারের মাধ্যমে মুদ্রাব্যবস্থায় আসে আমূল পরিবর্তন আর উন্মেষ ঘটে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার। কলোনিয়াল যুগের বাণিজ্যনীতির কারণে স্থানীয় শ্রফ বা মুদ্রা কারবারীরা এমনিতেই চাপে ছিলো আর সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ ও বাণিজ্যনীতির কঠিন প্রয়োগের ফলে ভারসাম্য হারাতে থাকে তারা। কোম্পানি শাসনামলে স্থানীয় শ্রফ ও বেনিয়াদের উচ্ছেদ করাই ছিল সরকারের মূল লক্ষ্য। যে কারণে এক সময়ের সফল ব্যাংকার তথা মহাজনী কারবারিরা হারাতে থাকে তাদের কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসার সুযোগ। ফলে উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই মুদ্রা বাজার থেকে অন্তর্ধাণ ঘটে স্থানীয় ব্যাংক সদৃশ্য প্রতিষ্ঠান তথা শ্রফদের। বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে গজৎ শেঠের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্যোগে ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলা অধিকার করে নিয়েছিল।

রহস্যজনক মৃত্যু মা ও ছেলের, ঘটনার তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ মার্চ ঃ ঘরের ভিতর থেকে রক্তাক্ত মা ও ছেলের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে, বীরভূমের মল্লারপুরে কানাচি আদিবাসী পাড়ায়। শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৭ টা নাগাদ কানাচি আদিবাসী পাড়ার সুমি হাঁসদার বাড়িতে প্রতিবেশিরা দেখতে পায় সুমি হাঁসদা ও তার শিশু পুত্র রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তারপর স্থানীয়দের সূত্রে খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে। সীমা মুর্মু জানাচ্ছেন, সকালে আওয়াজ শুনতে পাই, ওই বাড়ি থেকে। তার পর গিয়ে দেখি, কাকিমা রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কে, কেন এভাবে আঘাত করল, আমরা কিছুই জানি না। গ্রামের 'মোড়ল' রুবান টুডু বলেন, সকালে ওপাড়ায় মা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার স্বামী বাইরে কাজ করেন। এক মেয়ে বাইরে থাকে। শিশু পুত্র নিয়ে তিনি বাড়িতেই থাকতেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভারি কিছু বস্তু দিয়ে আঘাত করে তাদের খুন করা হয়েছে। তবে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এরকম নৃসংশ খুন করেছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদা রেল ডিভিশনের তরফ থেকে 'মণ্ডল সংরক্ষা সম্বাদ' অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের তরফ থেকে 'মণ্ডল সংরক্ষা সম্বাদ' অনুষ্ঠানের আয়োজন। মালদা

রেলওয়ে ডিভিশনের অন্তর্গত সমস্ত বিভাগের মোট ৪৫০ জন কর্মচারী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি বিভাগ অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। সকল বিভাগের জন্য একটি যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রযুক্তিগত সেশনে কর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন উদ্ভাবন এবং ভাল কাজের স্বীকৃতি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি প্রক্রিয়া এবং অনুশীলনের উন্নতির জন্য পরামর্শ চাওয়া। কার্যকর দল তৈরি করা - যোগাযোগ এবং সমন্বয় সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের ডি. আর. এম বিকাশ চৌবে সহ অন্যান্য রেলওয়ে আধিকারিকরা।

ধামসা, মাদল ও আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে ভোট প্রচারে প্রকাশ চিকবড়াইক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ মার্চ ঃ ধামসা, মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে ভোট প্রচারে আলিপুরদুয়ার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক ।

ডুয়ার্সের শেষ সীমানা আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত নিউল্যান্ডস চা বাগান থেকে শুক্রবার সকালে প্রচার শুরু করল তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক। এদিন ধামসা, মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে চা বাগানে প্রচার শুরু করে তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক। এদিন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকায় দিনভর প্রচার করবেন তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বড়াইক। এদিন মন্দিরে পূজো দিয়ে কুমারগ্রাম বিধানসভার নিউ ল্যান্ড চা বাগান, সংকোস চা বাগান, কুমারগ্রাম চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ চিকবড়াইক তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার শুরু করে। চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে প্রচার চালায় তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক।

আবার ৪০ লিটার চোলাই মদ সহ ধৃত-২

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার থানা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি। সেইসাথে রয়েছে নাকাচেকিং। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা সহ অন্যান্য প্রান্ত থেকেও যেন কোন বেআইনি বা অবৈধ কাজকারবার না চলে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন সজাগ। সেইসমস্ত এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারি চালাতেই লোকপুর থানার ধাসুনিয়া নাকাচেকিং পোস্ট থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে অবৈধ মদ পাচারের অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটক করে লোকপুর থানার পুলিশ। অনুরূপ বুধবার রাতে নাকাচেকিং এলাকায় এক ব্যাক্তিকে কুড়ি লিটার চোলাই মদ সহ আটক করে স্থানীয় থানার পুলিশ। জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিত ওরফে কুশ মন্ডল। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রামে। ধৃত ব্যক্তির সূত্র ধরে পুলিশ এদিনই রূপুষপুর অঞ্চলের খড়বোনা গ্রামে হানা দিয়ে কুড়ি লিটার চোলাই মদ সহ রূপলাল দাস নামে এক ব্যাক্তিকে আটক করে আনে। উল্লেখ্য এক সপ্তাহের মধ্যে লোকপুর থানার বিশেষ অভিযানের ফলে একটি মোটরসাইকেল ও প্রায় একশো লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত হয়। সেইসাথে পৃথক পৃথক ভাবে আটককৃত চারজন পাচারকারীর জেল হেফাজত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

শিলিগুড়িতে স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় আটক এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক ছাত্রী। এরপর সন্তোষী নগর এলাকায় ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে স্কুটার আরোহী এক যুবক। ছাত্রীটি ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। এরপর ওই যুবক পালিয়ে যায়। ঘটনার পর ছাত্রী পরিবারের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে। এরপর রাতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানার খালপাদা আউট পোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ অভিযুক্তকে শনাক্ত করে ফকরিতলা এলাকা থেকে আটক করে। পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

জোড়া মাদকের অভিযান এসএসবির, ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ এক রাতেই জোড়া মাদকের অভিযান এসএসবির। জোড়া ঘটনায .২৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন যুবক। ধৃতদের নাম সুরাই হাঁসদা (৩৩) ভাইয়া মুর্মু (২২) জীতেশ শেরপা (২৮) ধৃত দুই জন খরিবাড়ির চর্না জোতের বাসিন্দা এবং জিতেশ শেরপা নেপালের বাসিন্দা। গতকাল রাতে খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির ৪১ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খয়েরমনি জোতে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে তল্লাশি করলে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২ যুবককে আটক করে। অন্যদিকে দুধগেট এলাকা থেকে ৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে আটক করে এসএসবি। এরপর আটক তিন যুবককে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যায় এসএসবি। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

সরকারি অতিথি আবাসে দলের দুই প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করে বিপাকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ মার্চ ঃ সরকারি অতিথি আবাসে দলের দুই প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করে বিপাকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ঘটনায় নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে অভিযোগ জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার রাতে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে তৃণমূলের ৪২ জনের নির্বাচন কমিটির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি আভ্যন্তরীণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিনয় সরকার অতিথি আবাসে। মালদা জেলা পরিষদের অন্তর্গত এই বিনয় সরকার অতিথি আবাসে বৈঠক করে বিপাকে এখন জেলা তৃণমূল। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এই বৈঠকের মাধ্যমে কোনরকম নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়নি। সমস্ত দিক তদারকি করেই এদিন বৈঠক করা হয়েছে। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন, তৃণমূল সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যা খুশি তাই করছে ওরা। সরকারি অতিথিশালায় দলীয় বৈঠক করে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে তৃণমূল। এইব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে যেভাবে অভিযোগ জানাতে হয় তাই করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত ৮ টায় মালদা শহরের জেলা পরিষদ অন্তর্বিগত বিনয় সরকার অতিথি আবাসে একটি নির্বাচনী বৈঠকের আয়োজন করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বৈঠকে উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি ও শাহনাওয়াজ আলি রায়হান উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনের কৌশল ঠিক করতে এই বৈঠকে উপস্থিত হন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , আরেক বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, নীহার রঞ্জন ঘোষ, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সাংসদ মৌসুম নূর প্রমুখ। এছাড়াও তৃণমূলের প্রকাশিত দুই লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটির তালিকায় থাকা মোট ৪২ জন এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হন। যদিও বৈঠক চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মানিকচকে তৃণমূল বিধাযক সাবিত্রী মিত্র। এদিনের বৈঠকে রীতিমতো গোপনীয়তার সাথে আলোচনা চলে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে। কিন্তু বৈঠকটি সরকারি অতিথি আবাসে হওয়ায় নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলের এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও এদিনের এই নির্বাচনী বৈঠকে দুই প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার, সভা, মিছিল, বুথ স্তরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা এবং তৃণমূলের অন্তর্গত বিভিন্ন সংগঠনগুলিতে আরো জোর দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক কথায় নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক করতে আরো জোর দেওয়া হয় এদিনের এই বৈঠকে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতেই নির্বাচনী কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। সেই বৈঠকে ব্লক স্তরের নেতাদেরও রাখা হয়েছে। তবে যেখানে বৈঠকটি করা হয়েছে সেখানে কোন নির্বাচন বিধি লংঘন করা হয়নি। যারা অভিযোগ করছে তাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলেই পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করছে ওরা। একটা সরকারি অতিথি শালায় কিভাবে রাজনৈতিক নির্বাচনী মিটিং হয়, সেটা ভাবতেও অবাক লাগছে। সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি । নির্বাচন কমিশনের কাছেও ইতিমধ্যে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

মানুষ যদি ভোট দেবার সুযোগ পায় তবে লোকসভা ভোট বামেদের দিকেই যাবে প্রচারে এসে বললেন সিপিএমের প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের রনাঙ্গনে ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দল। এই রাজ্যে প্রথমে আংশিক ভাবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলো বিজেপি, তার পর রাজ্যের সব আসনের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল ও পরে ঘোষণা করে সিপিএমের তরফে। আর নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা হলেও সময় নষ্ট না করে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে সিপিএমের প্রার্থী অলকেশ দাস। আর শুক্রবার সকালের রোদ মেখেই দিনভর প্রচারে থাকলেন অলকেশ দাস। যদিও অলকেশ দাস এই কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ, এই কেন্দ্রের সাংসদ আনন্দমোহন বিশ্বাসের প্রয়ানের ফলে গত ২০০৩ সালে উপনির্বাচন হয় সেখানেই তিনি জয়ী হন ও পরে ২০০৯ পর্যন্ত সাংসদ হিসেবে কাজ করেন। ফলত এই কেন্দ্রর প্রায় সমক এলাকাই তার চেনা। আর এদিন দিনভর প্রচারে থাকলেন নবদ্বীপে, সকাল আনুমানিক পৌনে ১১ টায় রামসীতা পাড়াস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে প্রাচর শুরু করেন তিনি। শহরের জনবহুল এলাকা পোড়ামাতলা হয়ে গোসাই বাজার, বড়বাজার, তাঁতকাপড় হাট হয়ে শহরের বিভিন্ন পথে প্রচার করেন কথা বলেন, টোটো চালক থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে। আর এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি একের পর এক তৃণমূল ও বিজেপিকে কটাক্ষ করেন, সম্প্রতি কৃষ্ণনগর আমঘাটায় ব্রডগেজ তথা ছোট রেল থেকে বড় রেল চালু নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন তৎকালীন সময়ে এটা নিয়ে আন্দোলন করেছিলাম আমরা, মানুষ চৈতন্য দেবকে মানে, আর তার কাছে আসতে চায়, মানুষের সেই চাহিদাকে সন্মান জানিয়ে আমরাই সেই আন্দোলন করেছিলাম, আর পরবর্তীতে এখন যখন এটা হচ্ছে শুধু কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করছে, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচন দিশা দেখিয়েছে আর প্রমান করেছে মানুষ যদি ভোট দেয়, দিতে পারে এবারের লোকসভার ভোট বামেদের দিকে আরও অগ্রসর হবে। পাশাপাশি তৃণমূল ও বিজেপির সাংসদদের কাজের ক্ষতিয়ান তুলেও কটাক্ষ করে বলেন এই লোকসভার বিস্তির্ন এলাকার বড় সমস্যা নদী ভাঙ্গন, আজও নদী পারের মানুষেরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন না, বেকারদের কাজ নেই, শিক্ষা, স্বস্থ্যের অবস্থা আজ তলানিতে নিয়ে গেছে, পাশাপাশি তিনি এও বলেন নির্বাচনের সময়ে একগুচ্ছ প্রতারনার ঝুলি নিয়ে যে তৃণমূল বিজেপি মানুষের কাছে যায় সেইটা ধরিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। আর পুরোনো কেন্দ্র তার বিরুদ্ধে বিজেপির বিদায়ী সাংসদ ও তৃণমূলের ডা. মুকুট মনি অধিকারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন আগে ওরা ঠিক করুক কে বিজেপ- কে তৃণমূল! মানুষ তো বিভ্রান্ত এমনকি ওদের দলেরও বহু কর্মীরাও আজ তা নিয়ে ধন্দে ফলত, মানুষ অতীতের কাজের কথা আজও মনে করছে, আমরা যখন নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছাচ্ছি মানুষ সেই সময়ের কাজের কথাই স্মৃতিচারণ করছে। এছাড়াও এদিন বিকেলেও শহরের তেঘড়িপাড়া দলীয় কার্যালয় থেকে এক নির্বাচনী মিছিল ও শেষে প্রতাপনগর এলাকায় একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে অতীতের সাংসদ তথা চেনা গড়ে যে ভাবে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে সিপিএমের প্রার্থী তা কর্মীসমর্থকের যথেষ্ট মনোবল বৃদ্ধি ঘটাবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিতে লড়াই, বাঁকুড়াতেও প্রার্থী ঘোষণা কুড়মি সমাজের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ মার্চ ঃ পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের পর এবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল কুড়মি সমাজ। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে সুরজিত সিং কারমালির নাম ঘোষণা করেছেন কুড়মিরা। আগামীদিনে আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিতে কুড়মিদের আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যেই এই প্রার্থী ঘোষণা বলে দাবি কুড়মি সমাজের। আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে জঙ্গলমহলের একাধিক কুড়মি সংগঠন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেই আন্দোলন আলাদা মাত্রা পায়। জঙ্গলমহলে প্রচারে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঘেরাও করে নিজেদের দাবি জানানোর কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি জঙ্গলমহলের বহু আসনে নির্দল হিসাবে মনোনয়ন জমা দেয় কুড়মিরা। কুড়মিদের যুক্তি ছিল তাঁদের দাবি নিয়ে যেহেতু কোনও রাজনৈতিক দল সে অর্থে পদক্ষেপ করছে না, তাই তারাও কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকবে না। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখেও নিজেদের সেই একই অবস্থান বজায় রাখল কুড়মি সমাজ। গত ৮-৯ ও ১০ মার্চ পুরুলিয়ার হুলহুলির টাঁড়ে জমায়েত করে কুড়মিরা ঘোষণা করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম সহ যে সমস্ত লোকসভা এলাকায় কুড়মি জনজাতির বসবাস রয়েছে, সেখানে লোকসভা নির্বাচনে পৃথকভাবে লড়াই করবে কুড়মিরা। সেই ঘোষণা অনুযায়ী আগেই পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কুড়মিরা। এবার নাম ঘোষণা হল বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল লিখন ও প্রচার। কুড়মি সমাজের দাবি, ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছে একাধিক সংখ্যালঘু ও দলিত সামাজিক সংগঠন। প্রার্থী সুরজিত সিং কারমালি জানিয়েছেন, কুড়মি জনজাতির আদিবাসী স্বীকৃতির দাবি সহ জঙ্গলমহলের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনার ইস্যুকে সামনে রেখেই তাঁরা লড়াইয়ে সামিল হবেন।

রাস্তা নিয়ে বিবাদ দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত দুই পক্ষের প্রায় ১৫ জন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ রাস্তা নিয়ে বিবাদ দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত দুই পক্ষের প্রায় ১৫ জন। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি মহকুমার পুর্ব আলতাগ্রাম এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, পূর্ব আলতাগ্রাম এলাকার জমিরুদ্দিন এবং সামসুল হকের পরিবারের মধ্যে একটি রাস্তা নিয়ে এবং বিবাদ চলছিল। সামসুল হকের পরিবারের দাবি, এলাকার মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা দিয়ে আমরা টোটো গাড়ি নিয়ে চলাচল করি। কিন্তু গতকাল রাত থেকে জমিরুদ্দিনের পরিবারের পক্ষ থেকে সেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বলা হয় রাস্তার জন্য আমাদের ক্ষতি হচ্ছে তাই এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যাবে না। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে বচসা এবং একপ্রস্থ মারপিট হয়। ঘটনায় ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দুই পক্ষ। এরপর এদিন ওই রাস্তা দিয়ে টোটো নিয়ে যাওয়ার পথে জমিরুদ্দিনের পরিবারের লোকজন ঝাপিয়ে পড়ে এবং লাঠি এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে জমিরুদ্দিনের পরিবারের তরফে আহত হাফিজউদ্দিনের পালটা অভিযোগ রাস্তা আছে ৫ ফিটের, কিন্তু ওদের আরো বড় রাস্তা দাবি করছে। আমরা জায়গা কেন দেব। ওদের রাস্তায় চলাফেরায় আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের মারধর করে। আমাদের ৬ জন আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। আহতদের ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে আট জনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকি আহতরা ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত ৩ টি দোকান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ মার্চ ঃ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তুফানগঞ্জ শহরের রানীরহাট বাজারে পুড়ে ছাই হলো ৩টি দোকান। রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ এবং দমকলে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকলের দুইটি ইঞ্জিন। প্রাথমিক অনুমান শর্ট-সার্কিটের কারণেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিনের অগ্নিকাণ্ডে আগুনে পুড়ে যায় একটি দশকর্মা ভান্ডার, মিষ্টির দোকান এবং গালামাল হোলসেলের দোকান। প্রাথমিক অনুমান প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ভোটের মুখে পঞ্চায়েত সদস্যা সহ শতাধিক কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়া বুথের নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যা মাধবী রায় এদিন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বাসভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। লোকসভা ভোটের দোড়গোড়ায় এক নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যা সহ শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগ জলপাইগুড়িতে। ভবিষ্যতে আরও পঞ্চায়েতের যোগের আভাস বিধায়কের।

শুক্রবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের হাত ধরেই তৃণমূল যোগ দিলেন মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়া বুথের নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যা মাধবী রায় সহ শতাধিক কর্মী। এদিন জলপাইগুড়ি বেলাকোবায় নিজ বাসভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগদান দিলেন তারা। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ওই নির্দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যা তৃণমূলেই ছিল। বিধায়ক খগেশ্বর রায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন ভুল বোঝাবুঝির জন্যই উনি নির্দলীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরে তৃণমূলে যোগের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না বলে বিধায়কের বক্তব্য। পাশাপাশি ভবিষ্যতে তার বিধানসভার বিন্নাগুড়ি এবং সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও কিছু পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আভাসও দেন বিধায়ক।

দুর্গাপুরের অন্ডালে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ ঃ দুর্গাপুরের অন্ডালে বন্ধ ঘরে দম্পতির অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারী এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম নীলকণ্ঠ বাউরী (৪৭), তার স্ত্রী লিলি বাউরি (৩৮)। জানা গেছে, নীলকণ্ঠ বাউরী পেশায় চালক। শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারীর ভুয়া পাড়ায় তাঁদের বাড়ি। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিবাহ হয়েছে। ছেলে রোহিত বাউরি বাবা মায়ের সঙ্গে থাকলেও রাতে প্রায়শই পাশেই মামার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে যায়। রোহিত বাউরি জানান,'আমি পাশেই মামার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে গিয়েছিলাম। শুক্রবার সকালে এসে অনেক ডাকাডাকির পরেও দরজা খুলছে না দেখে আমি প্রতিবেশীদের ডাকি। সবাই এসে দরজা খুলতেই দেখি বাবা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং মা খাটের মধ্যে পড়ে রয়েছে। বাসিন্দারাই খবর দেয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

ইনসাফের প্রার্থী বদল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ মার্চ ঃ বাবা সাহেব আম্বেদকরের আদর্শে গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সোশালিস্টিক একশন ফোরসেস (ইনসাফ) এর বীরভূম লোকসভার প্রার্থী বদল হলো। দলের রাজ্য সভাপতি সেখ কলিমউদ্দিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, প্রথমে বীরভূমের প্রার্থী হিসেবে আমি এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু দলের সভাপতি হিসেবে আমাকে অনেক কেন্দ্রে ঘুরতে হবে। তাই দক্ষিণ কলকাতার

বাসিন্দা এবং কলকাতা উচ্চ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী দোলা সরকার বীরভূম লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বোলপুর, বীরভূম, বহরমপুর এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ইনসাফ। সেখ কলিমউদ্দিন পেশায় চার্টার্ড একাউন্ট বলেন, এই লোকসভা নির্বাচনে তাদের মূল ইস্যু দুর্নীতি বিরুদ্ধে লড়াই।

মাদারিহাটে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সের মাদারিহাটের জয়শ্রী চা বাগানে উদ্ধার হল চিতাবাঘের মৃতদেহ। শুক্রবার বন দফতরের মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে। বন দফতর সূত্রে খবর, মাদারিহাট থানার জয়শ্রী চা বাগান থেকে একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে চিতাবাঘটির মৃত্যু দুই তিনদিন আগে ঘটেছে বলে অনুমান বন দফতরের । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে বনদফতর জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে চা বাগানে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়। শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর লাইনে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। চিতাবাঘটিকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে পাথরবোঝাই লরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া এলাকায় সাতসকালে খড়িবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পাথরবোঝাই একটি লরি। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথরবোঝাই লরিটি বাগডোগড়া থেকে খড়িবাড়ি হয়ে বিহার যাওয়ার পথে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। উল্টোদিক থেকে আসা একটি চারচাকার গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায় পাথরবোঝাই লরিটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

দুর্গাপুরে প্রচার শুরু করল সিপিএম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ ঃ দুর্গাপুরে প্রচার শুরু করল সিপিএম প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল। এদিন শুক্রবার সকালে দুর্গাপুরের কবিগুরু থেকে চন্ডীদাস পর্যন্ত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি মিছিল করেন। স্থানীয় একটি সবজি বাজারে বিক্রেতা থেকে ক্রেতাদের সাথে জনসংযোগ ও সারতেও দেখা যায় সিপিএম প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল কে। তার বিপরীতে তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীর দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুরুচিকর মন্তব্য মানুষ মেনে নেবে না, তাই উন্নয়নকে হাতিয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছাবে বলে দাবি প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল এর।

পুনরায় বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, সিদ্ধান্ত কালিম্পং প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ পুনরায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কালিম্পং জেলা প্রশাসন। শনিবার সকাল ৬টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকবে। শুক্রবার এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন কালিম্পংয়ের জেলাশাসক। এই দু'দিন সমস্ত শিলিগুড়ির সঙ্গে সিকিম এবং কালিম্পংয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে লাভা- গোরুবাথান-সেবক হয়ে। বুধবার বিকেলে রাস্তাটি খুলে দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু বৃহস্পতিবার চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় এই পথে চলাচলকারীদের। লিকুভির পাহা। কাটা শুরু হওয়ায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এবার রাস্তা বন্ধ রেখে পাহাড় কাটা হবে।

বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখেই বিপুল পরিমাণে বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের সালারে। জানা যায় সালার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাওসার হোসেন মন্ডল গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে মালিহাটি কান্দরা অঞ্চলের চুনশহরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে কুড়ি খানা তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেন। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে ওই বোমা গুলোকে মজুত রেখেছিল তা এখন সঠিকভাবে জানা যায়নি, তবে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে সালার থানার পুলিশ। বোমা গুলো উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি দপ্তরের শাখা বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দিলে তারা এসে বোমা গুলোকে নিস্ক্রিয় করে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কুড়ি টি বোমা উদ্ধার ফলে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে সালার থানার পুলিশ।

হারানো প্রাপ্তি

আনসার খান এবং জহুরা বিবি, উভয়ের ঠিকানাঃ গ্রাম - মুরুটিয়া মধুপুর , পোঃ-নাজিরপুর , থানা - রেজিনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ নামে একটি দলিল (দলিল নম্বর - ৬৮৯৫), যার দাগ নম্বর ৩৩৩৮, খতিয়ান নম্বর ১১২, পরিমাণ ৪.১২৫ শতক, গত ১৪।০৫।২০০৮ তারিখে রেজিনগর এডিএসআর অফিস থেকে রেজিস্ট্রি করা হয়। দলিলটি হারিয়ে গিয়েছে। বিষয়টি গত ২৭।০৩।২০২৪ তারিখে রেজিনগর থানায় জেনারেল ডায়েরি ভুক্ত করা হয়েছে, যার ডাইরি নম্বর ৮৬৪। কোন সহৃদয় ব্যক্তি দলিলটির সন্ধান পাইলে আনসার খান, পিতা - শামসের খান, ঠিকানা - গ্রাম - মুরুটিয়া মধুপুর, পোঃ -নাজিরপুর থানা - রেজিনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, মোবাইল নম্বর ৭৭৯৭৫০০৩৭৯ - এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওএইচই-এইচডব্লুএইচ-কেজিপি-২×২৫ কেভি, তারিখ ২৭.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** "৩০০০ এমটি লোডিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের হাওড়া (ছাড়া)–খড়গপুর (সহ) শাখার জন্য ১×২৫ কেভি থেকে ২×২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেমের আপগ্রেডেশনের জন্য নক্‌শা তৈরি, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ।" **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১২৯,০৬,৩৯,৭৩২.৬৭ টাকা। **বিড সিকিউ রিটি ঃ** ৬৬,০৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **অনুসন্ধান জমার শেষ তারিখ ঃ** ১৫.০৪.২০২৪। **প্রাক্‌-বিড মিটিং ঃ** ১৫.০৪.২০২৪-এ বেলা ১২টা। ঠিকানা ঃ ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। **প্রিঅ্যাম্বল্‌-এর ক্লজ ৩(৩)(২) অনুযায়ী বিড সিকিউরিটির জন্য অরিজিনাল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির (যদি প্রযোজ্য হয়) বাস্তবিক জমা ঃ** ১৪.০৪.২০২৪ তারিখে ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। **টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় এবং টেন্ডার খোলা ঃ** (১) জমার শেষ তারিখ ১৫.০৪.২০২৪ এ দুপুর ২টা। (২) টেন্ডার খোলা হবে ১৫.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

(PR-1258)

গৃহস্থালী

ঘর ঝাড়ার সময় পাচ্ছেন না? জেনে রাখুন এই সহজ ৭ উপায়

দোল চলে গিয়েছে, সামনে পয়লা বৈশাখ। তাই ঘর পরিস্কারের সময় খুব বেশি হাতে নেই। কি করবেন ভাবছেন। তাই এই লেখা। সময় বের করে পড়ে ফেলুন। এই হাইটেক যুগে হাতে সময়ের ঘাটতি। তা বলে কি আর ঘর পরিষ্কার করা হবে না? ঘর ঝাড়াকে সহজ করে ফেলুন। তার জন্য রইল ৭টি উপায়।

১) একদিনেই গোটা বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করার চাপ নেবেন না। প্রত্যেকদিন একটি করে ঘর বেছে নিন। শুরু করুন ঘরের সিলিং থেকে। এ জন্য ব্যবহার করুন লম্বা ঝুল ঝাড়ু। মাথায় কাপড় ও মুখে মাস্ক পরে নিন এতে ধুলো নাকে-মুখে ঢুকবে না।

২) আসবাবপত্র পরিষ্কার করার জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার করুন। কাপড়টি ভিজিয়ে নিন। এতে আসবাবপত্রে লেগে থাকা ময়লা জলদি দূর হবে।

৩) ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকলে তার উপর বেকিং সোডা ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। দেখবেন দুর্গন্ধ দূর হয়েছে।

৪) পর্দা খুলে নিন। ভাল করে পেলমেট পরিষ্কার করে নিন। যদি পর্দা না খুলতে চান, তাহলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পর্দা পরিষ্কার করতে পারেন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার না থাকলে, বড় নরম ঝাঁটা দিয়ে ভাল করে পর্দা ঝেড়ে নিন।

৫) আয়না নিয়মিত পরিস্কারের জন্য গ্লাস ক্লিনার বা জলে সামান্য ডিটারজেন্ট দিয়েও পরিষ্কার করে শুকনো কাপড় দিয়ে কাচ মুছে দিন। এতে দাগ হবেনা এবং আয়না ঝকঝকে দেখাবে।

৬) ইনডোর প্ল্যান্ট থাকলে, টবে জমে থাকা শুকনো পাতা, ফুল ফেলে দিন। গাছের পাতাকে ভেজা নরম কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। গাছ সতেজ থাকবে।

৭) ঘর ঝাড়ার সময় অনেকেই

চেয়ার বা টুলের উপর দাঁড়িয়ে সিলিং বা সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করেন। এতে বিপদ হতে পারে। তাই ছোট্ট সিঁড়ি কিনে নিতে পারেন। এতে আপনার পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে এবং পড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকবে না।

সবশেষে বলা ভাল রোজ যদি অল্প অল্প করে ঘর পরিষ্কার রাখেন, তাহলে দেখবেন একদিনে বেশি চাপ পড়বে না। তাই ঘর ঝাড়াটাকে প্ল্যান করে নিন। বাড়ির অন্য সদস্যদেরও বলুন আপনাকে সাহায্য করতে। এতে কাজ সহজ হয়ে যাবে।

ঘরের ভিতর ছোট্ট ছোট্ট গাছ। বারান্দার এক পাশেও থাকতে পারে। তাতেই যেন প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু ইট-কাঠ-পাথরের এই শহরে অন্দরমহলের এই গাছ গুলোকে রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। ইন্ডোর প্ল্যান্টের যত্ন বেশি প্রয়োজন হয়। আর এক্ষেত্রেই অনেকেই কিছু ভুল করে ফেলেন। কীভাবে? ছোট টবে বেশি জল দিয়ে ফেলা একেবারেই ঠিক নয়। হাতের নাগালে রয়েছে বলেই সবসময় জল দিতে থাকবেন না। সব গাছের একই পরিমাণ জল প্রয়োজন হয় না। কোন গাছে কতটা জল দিতে হবে তা আগে জেনে নিন। তার পরই পরিমাণমতো জল দিন। টবের মধ্যে থাকা জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থাও ঠিক করে দেখে রাখা প্রয়োজন। অতিরিক্ত জল জমলে গাছে পচন ধরতে পারে। সেদিকে খেয়াল রাখাও প্রয়োজন। ভেজা মাটি যেন শুকানোর সুযোগও পায়।

কখনই এসির নিচে গাছ রাখবেন না। চেষ্টা করুন গাছ রাখার জায়গাটা যাতে এসির থেকে দূরেই থাকে। প্রাকৃতিক হাওয়া-বাতাস ঠিকভাবে পেলেই গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারবে।

কোন গাছের কোন আকারের টব প্রয়োজন তাও জেনে রাখতে হবে। যে গাছের বেশি মাটি প্রয়োজন তা ছোট টবে রাখলে কখনই বাড়বে না। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন পাতা শুকিয়ে আসছে। গাছটি যেন যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এমন হলে অবিলম্বে মাটি ও টব পালটে ফেলুন।

খেয়াল রাখুন গাছের টবে যেন পোকামাকড় না আসে। এক্ষেত্রে কাঁচা দুধ কিন্তু খুবই উপকারী। কীভাবে? কাঁচা দুধের মধ্যে কিছুটা হলুদ মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিন। এতে, পোকামাকড় হবে না। জলে কাপড় ভিজিয়ে মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করুন গাছের পাতা। কাঁচা দুধ তুলোতে ভিজিয়েও এই কাজটি করতে পারেন। এই উপায়ে গাছটি তরতাজা থাকবে।

কাপ-ডিশে চায়ের দাগ? বাসন মাজার সময় এসব নিয়ম মেনে চলুন

শখ করে সুন্দর সুন্দর চায়ের কাপ কিনেছেন। কিন্তু কাপ-ডিশের ব্যবহার ১৫ দিন ব্যবহার করতে না করতেই কাপে চায়ের বিচ্ছিরি দাগ। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই দাগ উঠছে না। কী করবেন? জেনে নিন সহজ টিপস। চা-কফির কাপ ১৫ মিনিট গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। গরম জলে বাসন মাজার তরল সাবানও মেশাবেন। এভাবে বাসন মাজলে চায়ের কাপে দাগ পড়বে না।

কাপ, কফি মগ পরিষ্কার করতে

ভিনিগারের সাহায্য নিন। জলের সঙ্গে ১ চামচ ভিনিগার মিশিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। তারপর ভিনিগারের মিশ্রণটি দিয়ে কাপগুলো মেজে নিন। দেখবেন ঝটপট দাগ উঠে যাবে।

কাপ থেকে চা-কফির দাগ তুলতে আপনি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের সাহায্য নিতে পারেন। কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নিয়ে কাপ মেজে নিন। কয়েক মিনিট রেখে কাপ ধুয়ে ফেলুন। সমস্ত দাগ উঠে যাবে।

সপ্তাহে অন্তত একটা দিন চায়ের কাপ, ডিশ, কফি মগকে ডিটারজেন্টে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ভালো করে ঘষে নিন এতে কাপ ঝকঝকে থাকবে বহুদিন

খাদে পড়ল ট্যাক্সি, কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু

জম্মু, ২৯ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান এলাকায়, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি প্যাসেঞ্জার ট্যাক্সি। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের কিছু পরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ব্যাটারি চশমার কাছে। প্রায় ১০০০ ফুট নীচে পড়ে যায় গাড়িটি। শুক্রবার সকাল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়, এই দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বশির আহমেদ মাগ্রে, সিভিল কিউআরটি, রামবান ভলান্টিয়ার গ্রুপের সভাপতি বলেছেন, ১০টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, নিহতরা বেশিরভাগই বাইরের শ্রমিক, যারা কাজের জন্য কাশ্মীরের দিকে যাচ্ছিলেন। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এবং কেউ জীবিত রয়েছেন কি না তা জানা যায়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় খাদে পড়ল বাস, মৃত্যু ৪৫ জনের

প্রিটোরিয়া, ২৯ মার্চ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে গভীর খাদে পড়ে গেলে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তবে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় কেবল একটি শিশুকন্যা বেঁচে গিয়েছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জোহানেসবার্গ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরের লিম্পোপো রাজ্যের মামটলাকালা এলাকায় ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ঘটে।

Name Change

I, (Old Name) RUHUL SK S/o- FERESHTULLA SK, Residing at Vill- Kamalpur, Post- Kamalpur, Ps- Islampur, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RUHUL SK To RUHUL AMIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUHUL AMIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, RUHUL AMIN and RUHUL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PARVEZ ALAM S/o- BADARUDDIN SK, Residing at Vill- Begumbari Mathpara, Post- Begumbari, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742133, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PARVEZ ALAM To MD PARVES ALAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD PARVES ALAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, MD PARVES ALAM and PARVEZ ALAM both are Same and one identical person.

তারকেশ্বর- বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প সম্পন্ন করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা কামনা করছে পূর্ব রেলওয়ে

২৯ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন রেললাইন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করছে, এই অঞ্চলে সংযোগ এবং পর্যটন সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করার জন্য একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, এই রেললাইনটি বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্থানটিকে তারকেশ্বরের বিখ্যাত ভগবান শিব মন্দিরের সাথে সংযুক্ত করবে। জয়রামবাটি এবং কামারপুকুরে যথাক্রমে যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং পবিত্র মা শারদা দেবীর আদি গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে, এই পথটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পর্যটকদের এই এলাকায় পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর এবং গোকুলনগর - জয়পুরে প্রস্তাবিত স্টপেজগুলির সাথে হুগলি জেলার পূর্ব রেলওয়ে অংশের সংযোগ করার চাবিকাঠি এই রেললাইনটি ধারণ করে। প্রয়াগরাজ, অযোধ্যা, কাটরা এবং খাজুরাহোর মতো দেশের অন্যান্য অংশে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, বর্ধিত রেল সংযোগ পর্যটন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে অনুঘটক করেছে, আনুষঙ্গিক ব্যবসা এবং বাজারের বৃদ্ধিকে উসাহিত করেছে। বর্তমানে, বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটি-কামারপুকুর-তারকেশ্বরকে ঘিরে পর্যটন সার্কিটটি প্রচুর পরিমাণে সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভর করে যা কেবল সময়ই ব্যয় করে না, ভ্রমণের ঝুঁকিও তৈরি করে। বর্তমানে, হাওড়া-গোঘাট থেকে লোকাল ট্রেন যাত্রায় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় লাগে এবং যদি বিষ্ণুপুর

পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা হয় তবে আরও ৩০ মিনিট সময় লাগবে। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত একটি বাস যাত্রায় ৫ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে যেখানে একটি ইএমইউ ট্রেনের যাত্রা ৩ ঘন্টার মধ্যে শেষ হবে। ইএমইউ ট্রেনে হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে প্রায় ৩০ টাকা যেখানে বাসে যাত্রার ভাড়া হবে প্রায় ১৫০ টাকা। প্রতিশ্রুতিশীল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেললাইনের সমাপ্তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভবাদিঘি পুকুর এলাকা এবং গোঘাট-কামারপুকুর স্ট্রেচের কাছে বসবাসকারী গ্রামবাসীরা তাদের জমি দিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যাইহোক, এই প্রকল্পের সম্মিলিত সুবিধাগুলি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য এটি যতটা ভাল প্রতিশ্রুতি দেয় তা স্বীকার করা অপরিহার্য। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেললাইন প্রকল্প এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি গেটওয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্কগুলিকে সেতু করে এবং মসৃণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সুবিধার মাধ্যমে, এই উদ্যোগটি এই অঞ্চলটিকে পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্পটলাইটে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সকল অংশীদারদের সাথে হাত মেলানো এবং একটি সংযুক্ত এবং প্রাণবন্ত তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলওয়ে করিডরের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলের সুরক্ষাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ৪

মালিগাঁও, ২৯ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৩থেকে ২৬ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি এবং অভিযানের সময়কালে যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির অপরাধে জড়িত ০৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন এবং ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযান চালানোর সময়, তারা ট্রেন ও গুয়াহাটি, নিউ বঙাইগাঁও, বারসোই, পাঞ্জিপাড়া ইত্যাদি রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ১.০৩ লক্ষ টাকার চুরিকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সফলভাবে উদ্ধার করে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে

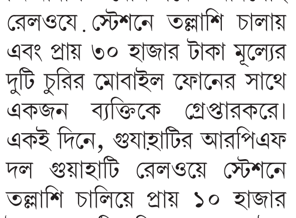

দেওয়া হয়। ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখের সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বারসোই-এর আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে বারসোই রেলওয়ে. স্টেশনে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরির মোবাইল ফোনের সাথে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরে। একই দিনে, গুয়াহাটির আরপিএফ দল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকার একটি চুরির করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরে।

২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কিশানগঞ্জ-এর আরপিএফটিম কাটিহারের সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে পাঞ্জিপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকার মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।২৩ মার্চ, ২০২৪তারিখে, নিউ বঙাইগাঁও-এর আরপিএফ টিম রঙিয়ার সিডিপিএস টিমের সাথে যৌথভাবে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে একটি তল্লাশি অভিযান চালায় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে ও প্রায .৩ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।

বিল গেটসের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বার্তালাপ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ বিল গেটসের সঙ্গে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু পরিবর্তন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকটি প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ। বার্তালাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিল গেটস ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের কথাও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যখন বিশ্বে ডিজিটাল বিভাজনের কথা শুনতাম, তখন ভাবতাম আমার দেশে এমন কিছু কেন হবে না। ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এমনিতেই একটি বড় প্রয়োজন। ভারত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত...আমি 'নমো ড্রোন দিদি' স্কিম শুরু করেছি...এটি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিল গেটস ভারতে ডিজিটাল বিপ্লবের পাশাপাশি ভারতের স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শিক্ষা ক্ষেত্র নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় জি-২০ সম্মেলনের সময়, সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা দেশে ডিজিটাল বিপ্লব সম্পর্কে নিজেদের কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম, একাধিপত্য রোধ করতে আমরা প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করেছি। এটি জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।

Name Change

I, (Old Name) BANEJA BIBI W/o- JAHAR ALI DHABAK, Residing at Vill- harinadi Southpara, Post- Santipur, Ps- Santipur, Dist- Ranaghat, Pin- 741404, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BANEJA BIBI To BANEJA DHABAK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BANEJA DHABAK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, BANEJA DHABAK and BANEJA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NAJMA BIBI W/o- RAJA SABJI, Residing at Vill- Kaltapara gayeshpur, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 742184, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAJMA BIBI To NAJMA KHATUN BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAJMA KHATUN BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, NAJMA KHATUN BIBI and NAJMA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD RAJA SABJI S/o- ILIYAS, Residing at Vill- Kaltapara gayeshpur, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 742184, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD RAJA SABJI To RAJA SABJI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAJA SABJI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, RAJA SABJI and MD RAJA SABJI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BIJAN KUMAR KAR S/o- LATE BINAY KUMAR KAR, Residing at Vill- West Haiderpur, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BIJAN KUMAR KAR To BIJAN KAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BIJAN KAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, BIJAN KAR and BIJAN KUMAR KAR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RAHAMAT ALI S/o- NIYAMOT SK, Residing at Vill- Palsa Deoyanpara, Post- Grora,Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742184, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAHAMAT ALI To RAHAMAT SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAHAMAT SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, RAHAMAT SK and RAHAMAT ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, NAJMA KHATUN BIBI W/o- RAJA SABJI, Residing at Vill- Kaltapara gayeshpur, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 742184, West Bengal. That my Son's (Old name) MD ROHAN SABJI, Do hearby declare that I have Changed my Son's name from MD ROHAN SABJI To ROHAN SABJI (New name) and hence forth I Shall be Known as Son's (New name) ROHAN SABJI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ROHAN SABJI and MD ROHAN SABJI both are Same and one identical person.

Name Change

I, INDRANIL LAHIRI, S/O. LATE SITANSU LAHIRI, DECLARE THAT MY MINOR SON INODAY LAHIRI WILL HENCEFORTH BE KNOWN AS INODOY LAHIRI, R/O. 94/10 (268), NAYA PATTY ROAD, KRISHNALAYA, 2ND FLOOR, VIVEKANANDA ABASAN, PO-BANGUR AVENUE, PS-NAGER BAZAR, DIST-NORTH 24-PGS, KOLKATA-700 055, BY NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT INODAY LAHIRI AND INODOY LAHIRI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, FALGUNI BHATTACHARJEE & FALGUNI BHATTACHARJEE LAHIRI, WIFE OF INDRANIL LAHIRI,R/O. 94/10 (268), NAYA PATTY ROAD, KRISHNALAYA, 2ND FLOOR, VIVEKANANDA ABASAN, PO-BANGUR AVENUE, PS-NAGER BAZAR, DIST-NORTH 24-PGS, KOLKATA-700 055, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FALGUNI LAHIRI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024. THAT FALGUNI BHATTACHARJEE & FALGUNI BHATTACHARJEE LAHIRI ALSO FALGUNI LAHIRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHISH DHAWA, S/O- LATE SAMIR KUMAR DHAWA,R/O- KAMALPUR, P.O-BALIGHAI,P.S-EGRA, EAST MEDINIPUR -721422, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIS DHAWA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT ASHISH DHAWA AND ASHIS DHAWA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOMA MUKHERJEE,WIFE OF SAURAV ROY, RESIDING AT FLAT C14 ADHUNIKA CO-OPERATIVE SOCIETY, 164/3A LAKE GARDENS, KOLKATA -700045, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMA ROY MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT SOMA MUKHERJEE AND SOMA ROY MUKHERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRATIKA MAJUMDAR, W/O- INDRAJIT MAJUMDAR, R/O- PLOT NO.BB-219,SECTOR-1,SALT LAKE,P.S-BIDHANNAGAR NORTH BIDHAN NAGAR-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANTIKA MAJUMDER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT PRATIKA MAJUMDAR AND PRANTIKA MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANIKET DE, S/O- DINESH CHANDRA DEY, R/O- UDICHI CO-OP HOUSING BL-C,GD-FR,FL-25,P-27/1,CIT SCHEME NO VII-M,BAGMARI LANE, P.S- MANICKTALA, KOLKATA-700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIKET DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT ANIKET DE AND ANIKET DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HIMANSHU DHIRAJLAL POPAT, S/O- PARSHOTTAM DHIRAJLAL, R/O- ASTER RESIDENCY,3RD FLOOR, FLAT-3C,14/1A,ABHOY SARKAR LANE,KOLKATA-700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIMANSHU DHIRAJLAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT HIMANSHU DHIRAJLAL POPAT AND HIMANSHU DHIRAJLAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KANAN RANJAN SETHY, S/O- NIRANJAN SETHY, R/O- KAILASH APARTMENT,1ST FLOOR,BHATTANAGAR WEST, P.S-LILUAH, HOWRAH, PIN-711203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANANA RANJAN SETHY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT KANAN RANJAN SETHY AND KANANA RANJAN SETHY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SULEMAN AKHTER, S/O- SHAMIM AKHTAR, R/O- ELITA GARDEN VISTA,TOWER-10 FLAT-303,NEW TOWN ACTION AREA-3,P.S-TECHNOCITY, BIDHAN NAGAR-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SULEMAN AKHTAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT SULEMAN AKHTER AND SULEMAN AKHTAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SELAMAT SAHA, S/O- ABADULMAJID SAHA, R/O- VILL&P.O-CHATLA,P.S-EGRA,EAST MEDINIPUR, PIN-721448, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALAMAT SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT SELAMAT SAHA AND SALAMAT SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JABED MOHAMMAD, S/O- MOHAMMAD AMIN,R/O- 2/1,TILJALA PLACE,P.O-CIRCUS AVENUE,P.S-KARAYA,KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD JABEED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT JABED MOHAMMAD AND MOHAMMAD JABED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Jitu Burman (old name) S/O Baramdeb Burman, residing at Tewari Para Raniganj P.O. & PS.- Raniganj, Dist: Paschim Bardhaman- 713347, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jitendra Burman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Jitendra Burman (new name) and Jitu Burman (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Rajiul Islam Molla (old name) S/O Md Safikul Islam Molla, residing at Vill.- Biramnagar, P.O.- Biramnagar, P.S.- Basirhat, North 24 Parganas, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Rajiul Islam Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Md Rajiul Islam Molla (new name) and Mohammad Rajiul Islam Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ramgopal Pramanick (old name) S/O Nani Biswas, residing at Vill.- Purba Huda, Baliadanga, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ramgopal Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Ramgopal Biswas (new name) and Ramgopal Pramanick (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nanigopal Pramanick (old name) S/O Nagar Biswas, residing at Vill.- Purba Huda, Baliadanga, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nani Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Nani Biswas (new name) and Nanigopal Pramanick (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Safikul Islam Molla (old name) S/O Md Golam Rahaman Molla, residing at Vill.- Biramnagar, P.O.- Biramnagar, P.S.- Basirhat, North 24 Parganas, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Safikul Islam Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Md Safikul Islam Molla (new name) and Mohammad Safikul Islam Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sasti Pramanick (old name) W/O Nani Biswas, residing at Vill.- Purba Huda, Baliadanga, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sasti Rani Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Sasti Rani Biswas (new name) and Sasti Pramanick (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Utpal Kumar Ghosh (old name) S/O Joydeb Ghosh, residing at Chotto Baldanga, P.O.- Laxmipur, P.S.- Chapra, Nadia, Pin- 741123, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Utpal Ghosh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Utpal Ghosh (new name) and Utpal Kumar Ghosh (old name) both are same identical person.

Name Change

I TRILOK KUMAR AGARWAL AND TRILOK AGARWAL,SON OF BHANWAR LAL RAJGARIA, RESIDING AT 192, BLOCK-B, LAKE TOWN, KOLKATA-700089, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TRILOK KUMAR RAJGARIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT TRILOK KUMAR AGARWAL AND TRILOK AGARWAL ALSO TRILOK KUMAR RAJGARIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUR RAZZAK,SON OF GOLAMRABBANI MOLLA, RESIDING AT VILL & PO - HATISALA, PS-K.L.C, SOUTH 24 PARGANAS -700135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABDUR RAZZAQUE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024. THAT ABDUR RAZZAK AND MD ABDUR RAZZAQUE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I LAKI SINGHA,WIFE OF LATE RANADHIR SINGHA, RESIDING AT 5/240,FLAT - 1,1ST FLOOR, JATIN DAS NAGAR,KAMARHATI, NORTH 24 PARGANAS, BELGHORIA, NORTH 24 PARGANAS -700056, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUCKY SINGHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT LAKI SINGHA AND LUCKY SINGHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ashim Pramanick (old name) S/O Nani Biswas, residing at Vill.- Purba Huda, Baliadanga, P.S.- Bagdah, North 24 Parganas, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashim Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Ashim Biswas (new name) and Ashim Pramanick (old name) both are same identical person.

Name Change

I BAZLUR RAHAMAN, SON OF MD SAMSUDDIN MIAH, RESIDING AT VILL-GHONTOLA,P.O- KAMALABARI,P.S-ENGLISHBAZAR,DIST-MALDA,PIN-732103,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD BAZLUR RAHMAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT MALDA ON 22/03/2024, THAT BAZLUR RAHAMAN AND MD BAZLUR RAHMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBABRATA DATTA, SON OF SHAMA PADA DUTTA, RESIDING AT ASHOK COLONY, NABAPALLY, PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS - 700126, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024. THAT DEBABRATA DATTA AND DEBABRATA DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BARNALI DATTA, WIFE OF DEBABRATA DUTTA, RESIDING AT ASHOK COLONY, NABAPALLY, PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS - 700126, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARNALI DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024.THAT BARNALI DATTA AND BARNALI DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUITY BASAK W/O Sujit Kumar Basak Resident of Vill. Nasaratpur, Uttarpara, P.S. Nadanghat, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713519 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SUITY BASAK instead of SWEITY BASAK which is wrongly recorded in my son Suvayan Basak's Passport, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nadia on 28/03/24. SUITY BASAK and SWEITY BASAK both are same and one identical person.

Name Change

I, Asgar Ali Mondal (Old Name) S/o Anarul Mondal Residing at Paschim bajitpur, P.O.- Garapota, P.S.- Hanskhali, Nadia, W.B- 741502 , India shall henceforth be known as Ajgar Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-03-2024. Asgar Ali Mondal (Old Name) and Ajgar Mandal (New Name) both are same and one identical person.

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষী ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলো বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষী ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলো বিজেপি। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদায় পুরসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যে ক্ষমতায় এলে লক্ষীর ভান্ডারে তিন হাজার টাকা। বিজেপির এমন প্রচারকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপির এমন দেওয়াল লিখনকে ঘিরে প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি পুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর কথাও জানিয়েছে তৃণমূল। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এভাবেই তিন হাজারে কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত দাস জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই ধরনের প্রচার করা যায় না। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে লক্ষী ভান্ডারে তিন হাজারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নজরেও বিষয়টি আনার দাবি করছি। উল্লেখ্য, এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান সাংসদ খগেন মুর্মু। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি। এছাড়াও কংগ্রেস প্রার্থী রয়েছেন মোস্তাক আলম। কিন্তু এই নির্বাচনের মুখে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়াল লিখনে রাজ্যে ক্ষমতা এলে লক্ষীর ভান্ডারে তিন হাজার এমন কথা লিখেই এখন বিপাকে পড়েছে দলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও এই বিষয়টিকে নির্বাচন আচরণবিধি মানতে নারাজ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত জানিয়েছেন, দল যেটা বলে সেটাই করে। এই ধরনের দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা একেবারেই বাস্তব। এখানে কোনো রকম নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং আমরা বলতে পারি যেসব রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আছে সেখানকার পড়ুয়া থেকে গৃহবধূরা একাধিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীর সমর্থনে যে দেওয়াল লিখন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাস্তব। আমরা এখনো জোর গলায় বলতে পারি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা আসলে লক্ষী ভান্ডারে তিন হাজার করেই পাবেন মহিলারা। তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, এর আগেও মোদী সরকার অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তার কোনটাই বাস্তব হয় নি। গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢোকে নি। কর্মসংস্থান হয় নি। বেকারত্ব বাড়ছে দেশে। এমনকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। অথচ এই লক্ষী ভান্ডার প্রকল্পটি আমাদের দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেটাকেই নকল করে ওরা প্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচনের মুখে মানুষকে এভাবেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। পুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে যথাযথভাবে অভিযোগ জানানো হবে।

চালু হয়েছে ক্রেস, শেষের পথে হাসপাতাল চা বাগানে তৃণমূলের হাতিয়ার প্রকল্প

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৯ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সব থেকে বড় ইস্যু হতে চলেছে চা বাগানে বিভিন্ন প্রকল্প। বিভিন্ন ভোটে দেখা গিয়েছে চা বাগানের ভোটই বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে। তাই বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে চা বাগান এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে তৃণমূল সরকার। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন চা বাগানে ক্রেস হাউস, পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতির জন্য তৈরি হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মাল ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গম জায়গা হল সোনালি চা বাগান এলাকা। এলাকার মানুষসহ চাষ শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে হয় ওদলাবাড়ি না হয় মালবাজার ছুটতে হয়। সোনালি চা বাগান থেকে মালবাজারের দূরত্ব অনেকটাই বেশি, যার ফলে রাতবিরেতে সমস্যায় পড়ে এই এলাকার বাসিন্দারা। তাই রাজ্য সরকার এই সোনালি চা বাগান এলাকায় তৈরি করেছে দশ বেডের হাসপাতাল। ইতিমধ্যে হাসপাতালের বিল্ডিং তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এখন শুধু হাসপাতালের সরঞ্জাম এবং চিকিৎসা পরিষেবার যাবতীয় জিনিসপত্র আনা বাকি। জানা গেছে কিছুদিনের মধ্যে সেই সব জিনিসপত্র চলে আসবে এই হাসপাতালে। এই হাসপাতাল চালু হয়ে গেলে এলাকার বাসিন্দাদের আর ছুটতে হবে না মালবাজার বা ওদলবাড়ি হাসপাতালে। শুধু হাসপাতালই নয় এই সোনালি চা বাগান এলাকায় হাসপাতালের পাশেই তৈরি হয়েছে ক্রেস হাউস। ইতিমধ্যে এই ক্রেস হাউস চালু হয়ে গেছে। বিগত দিনে বিভিন্ন চা শ্রমিকেরা যখন চা বাগানে কাজ করেন তখন তারা ছোট বাচ্চাদের পিঠে কাপড় দিয়ে বেঁধে নিতেন। এর ফলে বিভিন্ন জীবজন্তুর আক্রমণের যে রকম ভয় থাকে পাশাপাশি বাচ্চাদের অসুস্থ হতেও দেখা যায়। তাই সোনালি চা বাগান এলাকায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ক্রেস হাউস। আর এই বাচ্চাদের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি রাজেশ ছেত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এলাকায় ক্রেস হাউস এবং হাসপাতাল উপহার হিসেবে দিয়েছেন। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। ক্রেস হাউস ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। হাসপাতালের সমস্ত কাজই প্রায় শেষ এখন শুধু চালু হওয়ার অপেক্ষায়। আর এতেই খুশি এলাকার মানুষেরা'। মালবাজারের বিধায়ক তথা আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বুলু চিক বাড়াইক বলেন, 'বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের জন্য চিন্তাভাবনা করেন, তাই চা বাগান এলাকায় শ্রমিকেরা যাতে শান্তিতে সুখে থাকতে পারে তার জন্য বিভিন্ন চা বাগানে ক্রেস হাউস, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, 'বিভিন্ন চা বাগানের মধ্যে বাগ্রাকোড গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনালি চা বাগান অন্যতম। রুগ্ন এই চা বাগানে শ্রমিকদের কথা ভেবেই এই চা বাগানে পাশাপাশি ক্রেস হাউস এবং হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রেস হাউস চালু হয়ে গেলেও দ্রুত হাসপাতাল চালু হবে। এই হাসপাতাল চালু হলে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে। পাশাপাশি চা বাগানের বাসিন্দারা বিনামূল্যে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে। এই ভাবেই বিভিন্ন চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে দিয়েছে'। চা বাগানের আশেপাশে মানুষ সহ চা শ্রমিকদের বক্তব্য, 'চা বাগান এলাকায় হাসপাতাল এবং ক্রেস হাউস তৈরি হওয়ায় খুশি আমরা। ক্রেস হাউস তৈরি হয়ে গেছে আমরা চাই দ্রুত হাসপাতালটাও চালু হোক। জানা গেছে ভোটের পরই এই হাসপাতালের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে'।

২ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটে দিলীপ ঘোষকে পরাজিত করার ঘোষণা কীর্তি আজাদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ মার্চ ঃ ২ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত করবো দিলীপ ঘোষকে, শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে দুই প্রার্থী তথা বিজেপির দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূলের কীর্তি আজাদের প্রচার কর্মসূচি ছিল। তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ প্রথমে পৌঁছান গলসি ১ নং ব্লকের কোলকোল গ্রামে। প্রথমেই গ্রামেরই এক শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে তার দলীয় প্রচারের সূচনা করেন। এরপর গলসির উচ্চগ্রামের রাস্তায় গলায় খোল ঝুলিয়ে আদিবাসীদের সাথে নৃত্যে মেতে ওঠেন। আদিবাসীদের মধ্যেও তৃণমূল প্রার্থীর এই কর্মকান্ডে খুশির আমেজ দেখা যায়। আবার এদিন গলসির গলিগ্রামে খেলার মাঠে হাতে ব্যাট নিয়ে যুবকদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বিশাল ছক্কা মারতে দেখা যায় তাকে। বাজার এলাকায় নিজের প্রচার করতে হাতে থলি নিয়ে সবজি ও মাছের বাজারে গিয়ে কেনাকাটাও করেন, ব্যবসাদার ও ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জনসংযোগ বাড়ান। এছাড়া মানুষের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারেন ও কথা বলেন। কার্যত মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন ২০১৯ সালে বিজেপি ২,৪০০ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে ছিল, কিন্তু ২০২৪ দিলীপ ঘোষকে ২ লাখ ৪০ হাজার ভোটে তিনি পরাজিত করবেন। এছাড়া দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানান উস্কানিমূলক বক্তব্যর জন্য ধিক্কার জানান তিনবারের সাংসদ ও এক বারের বিধায়ক বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

প্রচারে বিশ্বকাপ নয়, কমিশনে মান্যতা পেল অধীরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করে আর ভোটের প্রচার করা যাবে না, এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার কমিশন সূত্রে এ খবর জানা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করেন বহরমপুরে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল কংগ্রেস। এরপরই গর্জে উঠেছিলেন তৃণমূল প্রার্থীও। তাঁরও বক্তব্য ছিল, বিশ্বকাপের সঙ্গে তাঁর ছবি রয়েছে কারণ তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন। বলেছিলেন, তিনি পরিশ্রম করা এটা অর্জন করেছেন। সেই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন। অধীর-গড় বহরমপুরে এবার ঘাসফুল ফোটাতে তৃণমূল কংগ্রেস বাজি ধরেছে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের উপর। সম্প্রতি ইউসুফের নির্বাচনী প্রচারের একটি ফ্লেক্স ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেখানে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্বকাপ হাতে ইউসুফের ছবি, সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ইউসুফের ছবি-সহ আরও বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছিল। এই ফ্লেক্স ঘিরেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। অভিযোগ জানানো হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের দুয়ারে। বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে বিশ্বকাপের ছবি ব্যবহার করছেন ইউসুফ। সঙ্গে এও অভিযোগ করা হয়েছিল, ভারতরত্ন সচিন তেন্ডুলকরের ছবি ব্যবহার করে সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ পেতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপও করেছিল কমিশন। জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। আর কমিশনের থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, কোনওভাবেই বিশ্বকাপের ওই ধরনের ছবি আর ব্যবহার করা যাবে না নির্বাচনী প্রচারে।

তৃণমূলের 'স্পেশাল ৪২'-এ ঠাঁই নেই জেলা সভাপতির, হাটে হাঁড়ি ফাটিয়ে বিধায়কের দাবি 'হাইকমান্ড রিস্ক নেয়নি'

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ মার্চ ঃ শাসক দল তৃণমূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা তিনি। দলের জেলা সংগঠনের দায়িত্ব রয়েছে তাঁর কাঁধে। কিন্তু প্রার্থী হতে পারেননি এবার। কথা হচ্ছে কানহাইয়ালাল আগরওয়ালকে নিয়ে। তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি হিসেবে গুরু দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। দলের সংগঠনে বড় দায়িত্ব পালনের পরও তৃণমূলের 'বাছাই ৪২'-এর তালিকায় জায়গা পাননি কানহাইয়ালাল। তাঁর প্রার্থী না হওয়া কিছুটা 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেই মন্তব্য করছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার অপর বর্ষীয়ান নেতা তথা ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। দ্বিতীয় দফাতেই ভোট রয়েছে রায়গঞ্জে। অর্থাৎ, ২৬ এপ্রিলেই। হাতে এক মাসেরও কম সময় বাকি। তার আগে হঠাৎ তৃণমূলের জেলা সভাপতির প্রসঙ্গে দলেরই বিধায়কের এমন মন্তব্য বেশ হইচই ফেলে দিয়েছে। দলের প্রার্থীতালিকায় কানহাইয়ালালের জায়গা না পাওয়াটা 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেই মনে করছেন আব্দুল করিম। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে কৃষ্ণ কল্যাণীকে। তিনি বিধায়ক ছিলেন এতদিন। একুশের নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। প্রার্থী তালিকায় জায়গা পাওয়ার পর 'নৈতিকতার' কারণে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে লড়াইয়ের জন্য বেছে নিয়েছে কৃষ্ণ কল্যাণীকে। যদিও দলের জেলা সভাপতিকে এর জন্য মন খারাপ না করারই পরামর্শ দিচ্ছেন ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তাঁর ব্যাখ্যা, সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা মানেই তিনি প্রার্থী হবেন, এমন কোনও মানে নেই। উদাহরণ হিসেবে বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানের কথাও তুলে আনেন তিনি। ইসলামপুরের বিধায়ক বলেন, 'তিনি টিকিট পাননি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। হতে পারে হাই কমান্ড রিস্ক নিল না। কিন্তু সংগঠন কারও হাতে দেওয়ার মানে, তাঁকেই প্রার্থী হতে হবে, এর কোনও কারণ নেই। যে কেউ প্রার্থী হতে পারেন, যাঁকে মানুষ পছন্দ করে। এর জন্য মন খারাপ করার কোনও দরকার নেই।' তবে জেলা সভাপতি কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'দলের জেলা সভাপতি হিসেবে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আমার দায়িত্ব। করিম সাহেবকে আমি সম্মান করি। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, আগামী দিনেও একসঙ্গেই কাজ করব।'

কংগ্রেসের পর আয়করের নোটিশ সিপিআই-কে

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আবহে কংগ্রেসের পর এবার আয়কর দফতর নোটিশ পাঠাল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-কে। জানা গেছে, গত কয়েক বছরে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার সময় পুরানো প্যান কার্ড ব্যবহার করার জন্য ১১ কোটি টাকা বকেয়া মেটানোর জন্য সিপিআইকে আয়করের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, পুরনো প্যান কার্ড ব্যবহার করায় অসঙ্গতির জন্য জরিমানা এবং সুদ বাবদ আইটি বিভাগকে বকেয়া টাকা দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কংগ্রেস জানিয়েছিল যে, তাদেরও নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর বিভাগ। তাদের আগের বছরগুলির জন্য দাখিল করা ট্যাক্স রিটার্নে অসঙ্গতির জন্য ১৮০০ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া দিতে বলা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে লোকসভা নির্বাচনের ময়দানে বিরোধীদের পঙ্গু করার চেষ্টা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে পরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির বাড়িভাষা এলাকায় পরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শুধু তাই নয় দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি রাস্তায় থাকা সরকারি স্ট্রীট লাইটও। ঘটনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। শুক্রবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বিশ্বাস। পাশাপাশি ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী ওই এলাকায় এসে ওই এলাকার পর পর বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায়। ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে তারা মোবাইল, নগদ টাকা সহ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই স্থানীয়রা এই ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ এই ঘটনা প্রথম নয় এর আগেও একাধিক বার ওই এলাকায় এইভাবে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় কিছু যুবক তারা প্রতিনিয়ত নিশাসক্ত থাকে তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

ভোটের আগে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ মার্চ ঃ ভোটের আগে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ। প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ঘটনাস্থল ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের হাঁসখালি থানা এলাকা। গোটা ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন চারজন। শুক্রবার দুপুরে গেদে স্টেশনে শিয়ালদহগামী ট্রেনে চিকিং করছিলেন জওয়ানরা। সেই সময় চারজনকে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। তারপরই নজরদারি শুরু করে তাঁরা। এরপর হাঁসখালি থানার ময়ূরহাট স্টেশনে চারজনকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন জওয়ানরা। এরপরই তাঁদের বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অভিযুক্তদের করা হয় আটক। নিয়ে যাওয়া হয় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। বিএসএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় সাত কেজির মতো সোনা। কিন্তু তার কোনও পর্যাপ্ত নথি তারা দেখাতে পারেননি। কোথা থেকে সেই সোনা এসেছে, কীভাবে তাদের কাছে তা এল, সোনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন তার কোনও কিছুরই নথি দেখাতে পারেননি তাঁরা। এরপরই এক ব্যক্তি সহ তিন জন মহিলাকে গ্রেফতার করেন বিএসএফ কর্মীরা। ধৃতরা হলেন, অপর্ণা বিশ্বাস, আশিমা মুহুরি ও মিতালী পাল। এরা সকলেই গেদে এলাকার বাসিন্দা। আর সৌমেন বিশ্বাসের বাড়ি চাঁদপুর উত্তর বিজয়পুর এলাকার বাসিন্দা। যদিও, সীমান্তবর্তী কর্মীদের কাছে তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, তাঁরা গেদে এলাকার বাসিন্দা। এর আগেও বহুবার তাঁরা একইভাবে এই সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সোনা পাচার করেছেন।

গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সকলকে একত্রিত হয়ে আইএনডিআইএ জোটের পক্ষে লড়াই করতে হবে ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ২৯ মার্চ ঃ শুক্রবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী রতন দাস প্রচারে বের হন। এদিন সুসজ্জিত র‍্যালির মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার করা হয়। র‍্যালিটি অ্যাডভাইজার চৌমুহনী থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৃষ্ণনগর এলাকায় এসে শেষ হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সকলকে একত্রিত হয়ে আইএনডিআইএ জোটের পক্ষে লড়াই করতে হবে। দেশে একটা অরাজকতা চলছে। সাধারণ মানুষ, শান্তিতে দিন যাপন করতে পারছেন না। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে প্রত্যেককে একত্রিতভাবে এগিয়ে এসে জোট প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। যদিও এদিন এই প্রচারে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের আইএনডিআইএ জোটের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহাকে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা (সাধারণ) লোকসভা আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ২০ মার্চ, ২০২৪। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা রাখার অন্তিম তারিখ ছিল ২৭ মার্চ, ২০২৪। মনোনয়ন পরীক্ষা করা হয় ২৮ মার্চ ২০২৪ এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ হচ্ছে ৩০ মার্চ ২০২৪। এই আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ এবং গণনা ৪ জুন, ২০২৪। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী, ৭ রামনগর বিধানসভা কেঃেন্দ্রর মনোনয়নপত্র দাখিল করার অন্তিম তারিখ ছিল ২৭ মার্চ, ২০২৪, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হয় ২৮ মার্চ, ২০২৪ এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ৩০ মার্চ, ২০২৪। ভোট গ্রহণ করা হবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। ভোট গণনা ৪ জুন, ২০২৪।

দুই লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ বিহারের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

আগরতলা, ২৯ মার্চ ঃ ফের আগরতলা রেল স্টেশনে গাঁজা সহ দুই যুবককে আটক করেছে জিআরপি এবং আরপিএফ এর কর্মীরা। ধৃতরা হল বাবলু কুমার এবং সুধাংশু কুমার। তাদের কাছ থেকে ৩৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার কালোবাজারি মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে আগরতলা স্টেশনের জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস। জিআরপি থানার ওসি আরও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন যাওয়ার আগে দুই যাত্রীকে দেখে জিআরপি ও আরপিএফ এর কর্মীদের সন্দেহ হয়। তারা ওই দুই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কাছে থাকা ব্যাগে তল্লাসী চালানো হয়। তল্লাসিতে দেখা যায় দুই ব্যাগের মধ্যে ৩৯ কেজি শুকনো গাঁজা ভর্তি। সাথে সাথেই ওই দুই যুবককে আটক করা হয়। ধৃতরা হল বাবলু কুমার এবং সুধাংশু কুমার। তাদের বাড়ি বিহারে। তারা আগরতলা রেল স্টেশন থেকে এই গাঁজা নিয়ে গুয়াহাটিতে যাওয়ার এবং পরে সেখান থেকে অন্য গাড়িতে করে বিহারে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে বলে জানা গিয়েছে।

জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিলেন কেপিপি সমর্থিত প্রার্থী মানবেন্দ্র রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ পৃথক কামতাপুর রাজ্য অথবা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, কামতাপুরী ভাষার অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্তি, এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নকে হাতিয়ার করে প্রচারে নেমেছেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের কেপিপি অধীর পন্থী এবং কেপিপি (ইউ) এর সমর্থিত প্রার্থী মানবেন্দ্র রায়। বুধবার মনোনয়ন পত্র জমা করার পর থেকেই প্রচারে বেড়িয়েছেন প্রার্থী। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেন মানবেন্দ্র রায়। এরপর সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়েন সাংগঠনিক বৈঠকে। ময়নাগুড়ি সহ ক্রান্তি, মালবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে বেড়িয়ে পড়েন।

বিহারে ৩ কন্যা সহ স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

চম্পারন, ২৯ মার্চ ঃ বিহারের চম্পারন জেলায় ৩ সন্তান সহ স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠেলো ইদু আনসারি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার পাহাড়পুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩ সন্তান সহ এক মহিলার মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ইদু আনসারি ঘটনার পর থেকে পলাতক। রেশমা ইদুর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুই ছেলে ছিল। কিন্তু দুই ছেলেই মারা যায়। এরপর রেশমাকে বিয়ে করে ইদু। রেশমার ৫ কন্যা সন্তান হয়। পুত্র সন্তান না হওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ইদুর মনে। সেই মানসিক অশান্তি থেকেই এমন নৃশংস ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। অভিযুক্ত ইদুর বিরুদ্ধে তাঁর আরও এক মেয়েকে খুনের অভিযোগ রয়েছে। ইদু এবং রেশমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। গত বছর মেজ মেয়েকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরে সে। এবার ৩ কন্যা সন্তান সহ স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠলো ইদুর বিরুদ্ধে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সিরিয়ায় ইজরায়েলের বিমান হানায় মৃত ৩৬, আহত বহু

সিরিয়া, ২৯ মার্চ ঃ ইজরায়েলের বিমান হানায় সিরিয়ায় মৃত অন্তত ৩৬ জন সিরিয়ার সেনা। শুক্রবার সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এর তরফে জানা গেছে, আলেপ্পো প্রদেশে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার অধীনে থাকা একটি রকেট ডিপোর কাছে এই হামলা চালানো হয়। এই বিমান হামলায় আহতের সংখ্যাও বহু। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। উল্লেখ্য, এর আগে সিরিয়ায় একটি বিমান হামলায় ১৩ জন মারা গিয়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে ইরানপন্থী অন্তত ৯ জন সহ এক জন কমান্ডার ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই সিরিয়ায় হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। কিন্তু এই হামলার দায় কখনই তারা স্বীকার করে না বলে দাবি।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জরুরী তলব পেয়ে দিল্লি ছুটলেন রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসকে এখন অস্বীকৃত, ব্যাক্তি কেন্দ্রিত রাজনৈতিক দলের হাত ধরতে হয়েছে, এটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পাহাড়ের মানুষ তার সঙ্গেই আছেন। দাবি দার্জিলিং এর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার। শুক্রবার সাত সকালে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জরুরী তলব পেয়ে এক দিনের জন্য দিল্লি ছুটলেন , দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। প্রতিদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার আবহাওয়ার মত পাহাড়েও রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে একচ্ছত্রভাবে বিজেপির রাজু বিস্তা বিপুল জয় পেলেও, এবার অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক দল, অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি , কিংবা বিনয় তামাং - এর নেতৃত্বে কংগ্রেস , বিজেপি প্রার্থীর বিরোধিতা করতে আসরে নেমেছেন। তাই একমাত্র ভরসা এখন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং।

চোরদের হিসাব চাওয়ার অধিকার নেইঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ মার্চ ঃ চোরদের হিসাব চাওয়ার অধিকার নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিকে কটাক্ষ করে শুক্রবার গলসীতে নির্বাচনী বৈঠকে গিয়ে ফের স্বমহিমায় বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন পূর্ব বর্ধমানের গলসির কেন্দাইপুরে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক করেন।

সেখানে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একশোদিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকার জন্য শ্বেত পত্র প্রকাশের জন্য টুইট করা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। দিলীপ ঘোষ অভিষেকের নাম উল্লেখ না করে বলেন, ''উনি কে হিসেব চাওয়ার। চোরেদের হিসেব চাওয়ার অধিকার নেই।'' তিনি বলেন, ''রাস্তার টাকা, জলের টাকা,বাড়ির টাকা, শৌচাগারের টাকা চুরি করেছে। ২ লক্ষ ৩৯ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে। এটা আমরা বলিনি। সিএজি রিপোর্ট বলেছে।'' বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে তার নাম ঘোষনা হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে নিজের মন্তব্যের জন্য বিতর্কে জড়িয়েছেন দিলীপ ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমনের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। এ হেন বক্তব্যের জন্য তাকে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশনও। নির্বাচন কমিশনের শোকজের বিষয়ে এদিন বিজেপি প্রার্থী বলেন, নির্বাচন কমিশনের শোকজের জবাব দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য অফিস আছে, উকিল আছে, তারা জবাব দিচ্ছেন। আমার কাজ আমি করছি বলে সাফ জানান দিলীপ ঘোষ। এর আগে তিনি পাল্টা আক্রমন করে জানিয়েছিলেন যে তার বেলাতেই দোষ ধরা হচ্ছে, অথচ তৃণমূল নেতা মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী এবং তার পরিবারের সদস্য নিয়ে একাধিকবার কুরুচিপূর্ন মন্তব্য করেছে তৃণমূল নেত্রী থেকে তার দলের নেতা মন্ত্রীরা। তাদের বেলায় শোকজ কেন হচ্ছে না। তিনি এদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, বিল গেটস কেন, এখন অনেকেই আসছেন ভারতে মোদীজীর কাজের জন্য। ভারত প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতি করেছে। তাই সমস্ত রাষ্ট্রনেতারা মোদীজির কাছে আসছেন। আর সিপিএম দেরীতে বোঝে বলেও তিনি কটাক্ষ করেন এদিন।

'আধি আবাদি পুরা হক', মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিশ্রুতি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লেখা এক বার্তায় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এই প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে নারীশক্তি। কেন আজ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন মহিলা চাকরি করেন। ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাহলে প্রশাসনিক কাজে তাঁদের অংশীদারিত্ব এত কম কেন, প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। তিনি বলেন, কংগ্রেস চায়, 'আধি আবাদি পুরা হক।'

উল্লেখ্য, আধি আবাদি পুরা হকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এছাড়া শক্তি কা সম্মান নামে আরও একটি গ্যারান্টি দিয়েছে কংগ্রেস। এতে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন দ্বিগুণ করা হবে। অধিকার মৈত্রী গ্যারান্টিতে প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন করে অধিকার মৈত্রী নিয়োগ করা হবে। যিনি গ্রামীণ মহিলাদের আইনি অধিকার এবং তা ব্যবহারে সহায়তা করবেন। সাবিত্রী বাই ফুলে হস্টেলের গ্যারান্টিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশে কর্মরতা মহিলাদের হস্টেলের সংখ্যা দ্বিগুণ করবে। এর মধ্যে প্রতি জেলায় অন্তত একটি হস্টেল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস।

একাধিক অজি তারকার সঙ্গে চুক্তি করল না বোর্ড

মেলবোর্ন, ২৯ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মতো কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে একাধিক পরিচিত মুখকে বাদ দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নারের নাম নতুন তালিকায় না থাকা স্বাভাবিক। তিনি ছাড়াও তালিকায় একাধিক নামের অনুপস্থিতি বিস্মিত করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ২০২৪-২৫ মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির যে তালিকা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রকাশ করেছে, তাতে ২৩ জন ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে নেই অলরাউন্ডার অ্যাশ্টন আগার এবং মার্কাস স্টোইনিসের নাম। কেন্দ্রীয় চুক্তি হারাচ্ছেন ওপেনার মার্কাস হ্যারিস এবং জোরে বোলার মিচেল নেসেরও। আগামী টি-২০ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে পাকাপাকি ভাবে অবসর নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ওয়ার্নার। কেন্দ্রীয় চুক্তির নতুন তালিকায় তাঁর নাম না থাকা স্বাভাবিক। ক্রিকেটপ্রেমীরা সব থেকে বিস্মিত হয়েছেন স্টোইনিসের বাদ পড়ার খবরে। পিঠের চোটের জন্য নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে খেলতে পারেননি। আগামী টি-২০ বিশ্বকাপের দলে তিনি থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বছরের শেষ দিকে রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সেই সিরিজেও স্টোইনিসকে প্রয়োজন হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার। তবু কেন্দ্রীয় চুক্তির নতুন তালিকায় তাঁর নাম নেই।

টিম জেতে না, তাও এত মাইনে?

সুনীলদের হেডস্যারের কাছে জবাব চাইল সরকার!

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ এক দিকে, ধারাবাহিক পতন আটকানো যাচ্ছে না। অন্য দিকে, ধারাবাহিক উন্নতি রোখা যাচ্ছে না। পতন আর উত্থানের গল্পে এ বার ঢুকে পড়ল কেন্দ্রীয় সরকার। যেখানে পতন থাকে, সেখানে উত্থান হয় কী করে? ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় ফুটবল টিমের পতন হয়েই চলেছে। একের পর এক টুর্নামেন্টে হার। তাও বিপুল টাকা মাইনে কী করে পান ভারতীয় টিমের কোচ ইগর স্টিমাচ? পারফরম্যান্স কেন খারাপ, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি জবাব চাইল ক্রোয়েশিয়ান কোচের কাছে। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকেও কারণ দর্শাতে বলা হল ব্যর্থতার। যা পরিস্থিতি, তাতে ইগরের পক্ষে নিজের চাকরি বাঁচানো কঠিন। এমনও শোনা যাচ্ছে, যুবভারতীতে ৬ জুন যদি কুয়েতের বিরুদ্ধে জেতাতে না পারেন, পদত্যাগ করবেন ইগর। প্রতি মাসে ২৫ লক্ষ টাকা মাইনে পান স্টিমাচ। শুরুতে ক্রোট কোচের এই মাইনে দিত

সাই। কিন্তু ভারতীয় টিমের পারফরম্যান্স খারাপ হওয়ার পর এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। বিদেশি কোচের বিপুল মাইনের বোঝা বইতে রাজি হয়নি সাই। নতুন চুক্তির পর ফেডারেশনই এখন ইগরকে পুরো মাইনে দেয়। তাতেও জবাব চাওয়ার অধিকার আছে সাইয়ের। কারণ, এসিটিসি বা অ্যানুয়াল কম্পিটিশন অ্যান্ড ট্রেনিং ক্যালেন্ডারের জন্য বিদেশে ট্রেনিং, টুর্নামেন্ট এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয় সমস্ত খেলাকেই। সাই তাই নিয়মিত পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখেও। সেই নিরিখে গত নভেম্বরে কুয়েতকে হারানো ছাড়া ভারতীয় টিমের বলার মতো পারফরম্যান্স নেই। এশিয়ান গেমস, কিংস কাপ, মারডেকা কাপ, এশিয়ান কাপে চরম ভরাডুবি হয়েছে টিমের। তার পরও বহালতবিয়তে থেকে গিয়েছেন স্টিমাচ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা আফগানিস্তানের কাছে সুনীলদের ১-২ হারের পর থেকে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে স্টিমাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভারতীয় টিমকে সাফল্য দেওয়া ছাড়া সব করেছেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ। এমনকি, ফেডারেশনের প্রবল সমালোচনাও করেছেন। এমন নিস্ফলা কোচকে বয়ে বেড়ানো কেন, তা নিয়ে সাই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ফেডারেশনকে যার জবাব দিতে হবে।

অতি আগ্রাসন? কোচকে ধাক্কা পান্ডিয়ার!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বামন পাহাড়ের উপর দাঁড়ালেও বামনই থাকে, কয়েক দিন আগেই নভজ্যোৎ সিং সিধুর মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার এমনই বলেছিলেন। তাঁর মন্তব্যের লক্ষ্য যে হার্দিক পান্ডিয়া ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। হঠাৎ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কিছু পেয়ে গেলে মাথা ঘুরে যায়। আগ্রসন-ঔদ্ধত্যের ফারাক নজরে পড়ে না। হার্দিক পান্ডিয়ার ক্ষেত্রেও যেন এমনটাই হয়েছে। প্রতিটা ম্যাচেই কোনও না আচরণে সমর্থকদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। আরও এক বার মুম্বই শিবিরে

অস্বস্তির কারণ তৈরি করলেন হার্দিক! ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। গত বার ট্রফি জিতে মুম্বইয়ের এই সংখ্যা ছুঁয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। গত দু-মরসুমে মুম্বইয়ের পারফরম্যান্স খুব ভালো হয়নি। এ বারও শুরুটা হয়ে জোড়া হারে। তার উপর ক্যাপ্টেন পরিবর্তন নিয়ে দলের অন্দরেই নানা দল। রোহিত শর্মাকে শেষ মুহূর্তে নেতৃত্ব থেকে সরানো নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন মুম্বই সমর্থকরা। হার্দিকের নেতৃত্বে পরপর দু-ম্যাচে হার। ব্যক্তিগত ভাবেও হার্দিকের পারফরম্যান্স অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বার সাপোর্ট স্টাফের প্রতি তাঁর আচরণ প্রশ্নের মুখে। মরসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ৩১ রানে হেরেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রথমে ব্যাট করে আইপিএলে রেকর্ড গড়ে সানরাইজার্স। তারা তোলে ২৭৭ রান। মুম্বই বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল জসপ্রীত বুমরা। ৪ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। হারের পর সকলেই সৌজন্য বিনিময় করছিলেন। এখানেই একটি ঘটনা। ক্যাপ্টেন হার্দিককে আলিঙ্গন করছিলেন বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গা। যদিও হার্দিক তাঁকে সরিয়ে দেন। এর নেপথ্যে নানা কারণ দেখছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এক দিকে যেমন হার্দিকের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তেমনই ধোঁয়াশা। হার্দিক কি বোলারদের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য বোলিং কোচ মালিঙ্গাকেই দায়ী করছেন?

রোহিত গর্জনে কেঁপে উঠল মুম্বই বিমানবন্দর

মুম্বই, ২৯ মার্চঃ দেখো ওহ আ গ্যায়া...এমআই টিম আসছে শহরে, তা জানতে পেরে রোহিত শর্মার ভক্তরা মুম্বই বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন। হিটম্যান বিমানবন্দরে পা রাখতেই তাঁর ভক্তরা জোরে জোরে স্লোগান দিতে থাকেন। রোহিত রোহিত গর্জনে রীতিমতো কেঁপে ওঠে মুম্বই বিমানবন্দর। চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় টুপি, গায়ে টি-শার্ট ও জিন্সের সঙ্গে স্নিকার্স পরে মুম্বইয়ে পৌঁছান রোহিত শর্মা। হাসিমুখে পুলিশি নিরাপত্তার মাঝখান থেকে এয়ারপোর্ট

থেকে বেরিয়ে যান রোহিত শর্মা। চলতি আইপিএলে জোড়া ম্যাচ হেরে মুম্বইয়ে এসেছে ৫ বারের আইপিএল জয়ী টিম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ঘরের মাঠে ২ পয়েন্ট তুলে নিতে মরিয়া রোহিতরা। রোহিত শর্মা যতই আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন না থাকুক, এমআই-এর অনেক ভক্তদের কাছে তিনিই এখনও টিমের অধিনায়ক। হিটম্যানকে মুম্বই বিমানবন্দরে দেখে তাঁর অনুরাগীরা বলতে থাকেন, 'রোহিত স্যার হলেন সেরার সেরা।' ভক্তদের ভিড় থেকে একজন আবার বলেন, 'রো আমি তোমাকে ভালোবাসি।' অনেকেই আবার রোহিতকে শুভেচ্ছাও জানান। নেটদুনিয়ায় এই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ১৭তম আইপিএলে পরপর দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার মধ্যে একটিতেও জিততে পারেনি হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন মুম্বই। হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে বিদ্রুপ করছেন অনেকেই। জোড়া হারের পর মুম্বইয়ের পয়েন্টের ঝুলি আপাতত শূন্য। ঘরের মাঠে সোমবার কি এই ছবি বদলাতে পারবে এমআই ব্রিগেড? সেই লক্ষ্য নিয়েই সোমবার রাতে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

কোরি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে আমেরিকার জাতীয় দলে দুই 'ভারতীয়', টি২০ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নে ধাক্কা উন্মুক্তের

নিউ ইয়র্ক, ২৯ মার্চঃ নিউজিল্যান্ডের হয়ে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন। এবার আমেরিকার হয়ে টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামা কার্যত নিশ্চিত করে ফেললেন কোরি অ্যান্ডারসন। ৩৩ বছর বয়সী ধ্বংসাত্মক মেজাজের কিউয়ি ব্যাটিং অলরাউন্ডার জায়গা পেলেন আমেরিকার জাতীয় ক্রিকেট দলে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৩টি টেস্ট, ৪৯টি ওয়ান ডে ও ৩১টি আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলা কোরি অ্যান্ডারসন ২০২০ সাল থেকে আমেরিকায় রয়েছেন। তিনি মার্কিন মুলুকের ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করে চলেছেন। তারই পুরস্কার হিসেবে কানাডার বিরুদ্ধে আসন্ন ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের জন্য আমেরিকার জাতীয় দলে জায়গা করে নিলেন অ্যান্ডারসন। সুতরাং, এবার আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে যুগ্ম আয়োজকদের হয়ে মাঠে নামতে কোনও অসুবিধাই রইল না তাঁর। অ্যান্ডারসন নিউজিল্যান্ডের হয়ে শেষবার মাঠে নামেন ২০১৮ সালের নভেম্বরে। সুতরাং, প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পরে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। এবার অবশ্য নতুন দেশের জার্সিতে। অ্যান্ডারসন নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্টে ৬৮৩ রান ও ১৬টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। তিনি কিউয়িদের হয়ে ওয়ান ডে ক্রিকেটে ১১০৯ রান ও ৬০টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে অ্যান্ডারসন ৪৮৫ রান ও ১৪টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। অ্যান্ডারসন আমেরিকার জাতীয় দলে ঢুকে পড়লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নে জোরালো ধাক্কা লাগল উন্মুক্ত চাঁদের। কেননা কানাডার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের জন্য আমেরিকার দলে জায়গা হয়নি তাঁর। যদিও একদা ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে মাঠে নামা হরমীত সিং ডাক পেয়েছেন আমেরিকার জাতীয় দলে। একদা দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা মিলিন্দ কুমারও জায়গা করে নিয়েছেন আমেরিকা দলে। সুতরাং, আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে দুই ভারতীয় ক্রিকেটারকে। কেননা বিশ্বকাপে আমেরিকা ও ভারত একই গ্রুপে রয়েছে। যদিও উন্মুক্তের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি এখনও। বিশ্বকাপের আগে আমেরিকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলবে। কানাডার বিরুদ্ধে কেউ ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ সিরিজে উন্মুক্তের সামনে আমেরিকা দলের দরজা খুলে যেতে পারে।

কানাডার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য আমেরিকার স্কোয়াড। মোনাঙ্ক প্যাটেল (ক্যাপ্টেন), অ্যারন জোনস (ভাইস ক্যাপ্টেন), আন্দ্রিজ গাস, কোরি অ্যান্ডারসন, গজানন্দ সিং, হরমীত সিং, জেসি সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসর্গ প্যাটেল, নীতীশ কুমার, নশতুশ কেঞ্জিগে, সৌরভ নেত্রভালকর, শেডলি ভ্যান, স্টিভেন টেলর ও উসমান রফিক। রিজার্ভ ক্রিকেটার-জুয়ানয় ড্রাইসডেল, সাইতেজা মুকামাল্লা, সায়ন জাহাঙ্গির।

নিয়ম ভেঙে পাঁচজন বিদেশি খেলিয়েছে রাজস্থান! রাগে গজরাতে থাকলেন পন্টিং ও সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ আইপিএলের নিয়ম ভেঙে পাঁচজন বিদেশিকে খেলিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। এমনই অভিযোগ এনেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের দুই মহারথী রিকি পন্টিং ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়মে রয়েছে, এক ম্যাচে চার বিদেশির বেশি খেলানো যাবে না। রাজস্থান রয়্যালসের করা ১৮৫ রানের জবাব দিতে ব্যাটিং শুরু করেছিল দিল্লি। তবে দুই বল হতে না হতেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আম্পায়ারের সঙ্গে ওই সময় কথা বলছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার ও জস বাটলার। তখন ডাগআউটের সামনে দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং। তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন চতুর্থ আম্পায়ার। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল আম্পায়ার পন্টিংকে একটা কাগজ দেখাচ্ছেন। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন পন্টিং। তবে রাজস্থান ভুল করেছে কি না, সেটাই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন চতুর্থ আম্পায়ার। রাজস্থান প্রাথমিকভাবে একাদশে রেখেছিল তিন বিদেশিকে, জস বাটলার, সিমরন হেটমায়ার ও ট্রেন্ট বোল্ট। তবে ফিল্ডিংয়ে নামার সময় তারা হেটমায়ারকে তুলে নিয়ে ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে মাঠে নামায় দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার নান্দ্রে বার্গারকে। এখানেও সমস্যা থাকত না, যদি পরে পরিবর্তিত ফিল্ডার হিসেবে রোভমান পাওয়েলকে মাঠে না নামাতো। সমস্যা তৈরি হয়, রায়ান পরাগের জায়গায় রোভমান পাওয়েলকে ফিল্ডিংয়ে নামায় রাজস্থান। এই নিয়ে ম্যাচ রেফারির কাছে আবেদন করেছেন সৌরভ ও পন্টিং। তাঁদের মতে, পাওয়েলকে ফিল্ডিংয়ে নামানো ঠিক হয়নি।

জাভি না থাকলে বার্সার দায়িত্ব নেবেন কে?

বার্সেলোনা, ২৯ মার্চঃ ৮ ম্যাচে ৬ জয়, ২ ড্র-সম্ভাব্য ২৪ পয়েন্টের ২০ পয়েন্টই পকেটে। গত ২৭ জানুয়ারির পর থেকে এই হচ্ছে লা লিগায় বার্সেলোনার পারফরম্যান্স। একই সময়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো টপকে কোয়ার্টার ফাইনালেও জায়গা করেছে বার্সেলোনা। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে হিসাব করার কারণ-জাভি হার্নান্দেজ মরসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণাটা ওই সময়েই দিয়েছিলেন। জাভির দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁর উত্তরসূরি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এখনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই বার্সেলোনায়। অনেকের ধারণা, জাভিকে আরও এক বছর থেকে যেতে বলবে বার্সেলোনার পরিচালনা পর্ষদ। বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন ইঙ্গিত

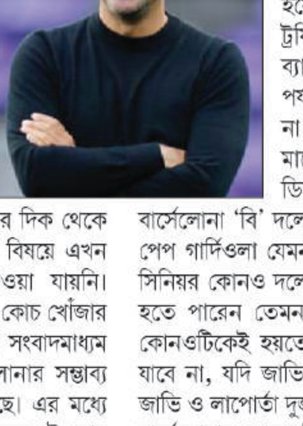

দিয়েছেনও। কিন্তু প্রস্তাব দেওয়া বা জাভির দিক থেকে পরের মরসুমেও দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক আভাস পাওয়া যায়নি। বার্সেলোনার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তাই নতুন কোচ খোঁজার কাজটি চালিয়ে যেতে হচ্ছেই। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, বার্সেলোনার সম্ভাব্য কোচের তালিকা এখন ছোট হয়ে এসেছে। এর মধ্যে শীর্ষ নাম লুইস এনরিকে। বার্সেলোনার প্রাক্তন এই কোচ এখন পিএসজির দায়িত্বে। আগামী ১৬ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলতে দল নিয়ে বার্সার মাঠে আসবেন তিনি। ৫৩ বছর বয়সী এনরিকের সঙ্গে পিএসজির চুক্তির মেয়াদও এক বছর বাকি। তবু জাভির অবর্তমানে বার্সেলোনা যদি কাউকে নিশ্চিন্তে দায়িত্ব দিতে চায়, সেটি এনরিকেই। প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে এই ক্লাবকে তিনি বেশ ভালো করে চেনেন। বার্সেলোনার সংস্কৃতি, তরুণ ফুটবলার ও খেলার ধরন-কোনও কিছুই এনরিকের জন্য নতুন হবে না। তবে অনেক সময়ই ঘুরে দাঁড়াতে নতুন পরিকল্পনা, নতুন মুখের দরকার হয়। এদিকে বাড়তি গুরুত্ব দিলে বার্সেলোনা কোচ করতে পারে হান্সি ফ্লিককে। বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির প্রাক্তন এই কোচ এখন বেকার। বার্সেলোনার কোচ হতে তাঁর আগ্রহও আছে। ফ্লিকের যিনি এজেন্ট, সেই পিনি জাহাভি আবার বার্সেলোনার সভাপতি লাপোর্তার ভালো বন্ধু। সবচেয়ে বড় কথা বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ফ্লিকের সাফল্য (২ মরসুমে ৭ ট্রফি) বার্সেলোনা পর্ষদকে ফ্লিকের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত ফ্লিক বা এনরিকের কেউ কোচ না হলে চমক হতে পারেন রাফায়েল মার্কেজ। বার্সেলোনার প্রাক্তন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এখন বার্সেলোনা 'বি' দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। পেপ গার্দিওলা যেমন বার্সেলোনা মূল দল দিয়ে প্রথম সিনিয়র কোনও দলের কোচিং শুরু করেন, মার্কেজও হতে পারেন তেমন কেউ। তবে এই নাম তিনটির কোনওটিকেই হয়তো বার্সেলোনার ডাগআউটে দেখা যাবে না, যদি জাভি কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হন। জাভি ও লাপোর্তা দুজনই বিশ্বাস করেন, চলতি মরসুমে বার্সেলোনার এখনো কিছু একটা অর্জনের সুযোগ আছে। অন্তত শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার সামর্থ্যও আছে দলটির। যদিও লা লিগায় বার্সা এখন শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে। আর চ্যাম্পিয়নস লিগেও ফাইনালের দৌড়ে বার্সেলোনা ফেবারিট নয়। তবে জাভির বিদায় ঘোষণার পর দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সামনে ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

রাগে ফুঁসছেন পন্থ, করলেন ব্যাট দিয়ে সজোরে আঘাত

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ জেতার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিটা দল মাঠে নামে। যে কোনও খেলায় হার-জিত লেগেই থাকে। কিন্তু টানা হার অনেকের ধৈর্যের সীমা ভেঙে দেয়। দীর্ঘদিন পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন উত্তরাখণ্ডের রুরকির উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। আইপিএল টিম দিল্লি ক্যাপিটালসকে পন্থ নেতৃত্বও দিচ্ছেন। কিন্তু এ বারের আইপিএলে এখনও পন্থের দিল্লি জয়ের মুখ দেখেনি। জোড়া ম্যাচ হেরেছে রাজধানীর দল। রাজস্থানের বিরুদ্ধে দিল্লি জয়পুরে হারার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ঋষভ পন্থের এক ভিডিয়ো। যেখানে এক আলাদাই মেজাজে দেখা গিয়েছে পন্থকে। ঋষভ পন্থ বৃহস্পতিবার দিল্লির হয়ে ১০০তম আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ২৮ রান করে মাঠ ছাড়েন তিনি। মাইলস্টোন ম্যাচে দলের জয়ে অবদান রাখতে পারেননি। তাঁর বড় ইনিংস দলকে জেতাতে সাহায্য করতে পারত। স্বাভাবিকভাবেই যে কারণে ঋষভ নিজের আউট হওয়া মেনে নিতে পারেননি। যে কারণে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় ঋষভ রাগে গজ গজ করছিলেন। এরপর তিনি টানেলে প্রবেশ করার পথে রাগের মাথায় ব্যাট দিয়ে সেখানকার দেওয়ালে সজোরে মারেন। নেটিজেনরা এ ভাবে পন্থের রাগ দেখে বিরাট অবাক হয়েছেন। সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটাল হারার পর টিমের অধিনায়ক ঋষভ বলেন, ''এই হার নিঃসন্দেহে হতাশার। বোলাররা ১৫-১৬ ওভারে ভালো পারফর্ম করেছে। কিন্তু ব্যাটাররা ডেথ ওভারে ভালো পারফর্ম করেছে। আশা করি আমরা পরের ম্যাচে আরও ভালো পারফর্ম করব। দিনটা আমাদের জন্য ভালো ছিল না।'' একদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরই আবার মাঠে নামবে পন্থের টিম। রবিবার রাতে বিশাখাপত্তনমে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সিএসকের বিরুদ্ধে জয়ের খোঁজে নামবে পন্থের দিল্লি। আপাতত ২ ম্যাচ হেরে পয়েন্ট টেবলের আটে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

মেসিকে অলিম্পিকে পেতে অপেক্ষায় মাচেরানো সিনিয়র দলের আরও যাঁরা খেলতে চান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেমন হবে আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দল-প্রশ্নটা ফুটবল-বিশ্বে অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। এমনিতে অলিম্পিকে যেকোনো দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেলে। নির্দিষ্ট দলের সমর্থক ছাড়া বয়সভিত্তিক এ দল নিয়ে খুব বেশি একটা আগ্রহ থাকার কথা নয় ফুটবলপ্রেমীদের। সেটা নেইও, এরপরও আর্জেন্টিনা দল নিয়ে এত আগ্রহের কী কারণ? এটা আসলে অলিম্পিক দলে তিনজন বেশি বয়সী খেলোয়াড় খেলাতে পারার নিয়মের জন্যই। অলিম্পিকে হাভিয়ের মাচেরানোর আর্জেন্টিনা দলের সেই তিন সিনিয়র খেলোয়াড় কারা হবেন-ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ আসলে এটাকে ঘিরেই। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের কয়েকজন খেলোয়াড় এরই মধ্যে অলিম্পিকে খেলার আগ্রহ জানিয়ে রেখেছে। আর আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলের কোচ মাচেরানো শুধু একজনকেই খেলার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন-বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দল থেকে সবার আগে অলিম্পিক ফুটবলে খেলার আগ্রহের কথা জানিয়ে রেখেছেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। 'ডিরেকটিভি স্পোর্টস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্তিনেজ বলেছেন, ''জাতীয় দলের হয়ে কোনও (শিরোপা) যদি আমি মিস করে থাকি, সেটা অলিম্পিক গেমস।'' এটা বলার পর সঙ্গে এটিও যোগ করেছিলেন যে 'তরুণ খেলোয়াড়দেরই সুযোগটা প্রাপ্য।' লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা দল থেকে মাচেরানোর দলের হয়ে অলিম্পিক খেলার ইচ্ছার কথা সর্বশেষ জানিয়েছেন আরেক মার্তিনেজ-

লাওতারো মার্তিনেজ। ইন্টার মিলানের ফরোয়ার্ড বলেছেন, ''আপনারা যদি আমাকে হিসাবে রাখেন, আমি খেলার জন্য তৈরি আছি। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমি খেলার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু নিশ্চিত করেই এটা আমাদের ওপর নির্ভর করে না। দলে ডাক পেলে আমি নিজের সেরাটা দিতে তৈরি।'' দুই মার্তিনেজ ছাড়াও আর্জেন্টিনার হয়ে অলিম্পিক খেলতে উন্মুখ স্কালোনির দলের তৃতীয় অধিনায়ক নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তালিয়াফিকো, কুতি রোমেরো ও মেসির 'বডিগার্ড' হিসেবে পরিচিত রদ্রিগো দি পল। ওতামেন্দি নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন, ''এটা হবে একটি স্বপ্নপূরণ। কিন্তু সিদ্ধান্ত হাভিয়ের মাচেরানোর।'' রোমেরো বলেছেন, ''আমি কখনো অলিম্পিকে খেলিনি। আমি আমার দলকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু এটা আমার ওপর নির্ভর করে না, ক্লাবের ব্যাপার আছে। তবে মাচে (হাভিয়ের মাচেরানো) যদি আমাকে দলে ডাকে, আমি তৈরি।'' তালিয়াফিকো অলিম্পিক খেলতে চান ভিন্ন রোমাঞ্চের জন্য, ''প্রতিদিনের জীবনের বাইরে ভিন্ন কিছু হবে এটা। (অলিম্পিকে খেলা) দারুণ একটা ব্যাপার হবে। আমার এই অভিজ্ঞতা নেই। অলিম্পিকে যেতে পারলে অসাধারণ এক ব্যাপার হবে।'' দি পল কোনো ভণিতা না করে সরাসরি নিজের ইচ্ছার কথা বলেছেন, 'আমি প্রস্তুত।' তবে ক্লাব তাঁকে ছাড়বে কি না, এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় দি পল, ''বিষয়টি আমার ওপর নির্ভর করে না। এটা ফিফার প্রতিযোগিতা নয় এবং ক্লাব আমাদের ছাড়তে বাধ্য নয়।'' দি মারিয়া এর আগে জানিয়েছিলেন, জুন-জুলাইয়ের কোপা আমেরিকাই হবে আর্জেন্টিনার হয়ে তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট। সে হিসাবে কোপা আমেরিকার পর শুরু হতে যাওয়া প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবলে খেলা হবে না তাঁর। কিন্তু কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি বলেছেন, তাঁর দল থেকে দুজনের অলিম্পিকে খেলা নিশ্চিত-একজন মেসি, অন্যজন দি মারিয়া। মেসি আগে থেকেই অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। অলিম্পিক দলের কোচ মাচেরানোও তাঁকে খেলার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কোপা আমেরিকা আর তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামির ঠাসা সূচির মধ্যে মেসি অলিম্পিকে খেলতে পারবেন কি না, নিশ্চিত নয়। সব মিলিয়ে মেসিকে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মাচেরানো বলেছেন, ''লিওর বিষয়টিও আর সব বিদেশি ক্লাবে খেলা খেলোয়াড়দের মতো। আমাদের কথা বলতে হবে এবং দেখি কী হয়। আমরা তো জানিই, কোপা আমেরিকাও আছে। দেখতে হবে, সেটা কীভাবে শেষ হয়। কোপা আমেরিকায় খেলতে যাওয়া খেলোয়াড়দের ক্লাব থেকে লম্বা সময় বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। এটা সহজ নয়। কিন্তু আশা তো থাকেই।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com